ꠀꠡꠣꠝꠦ ꠍꠤꠟꠦꠐꠤ ꠜꠣꠡꠣ ꠀꠘꠖꠥꠟꠘ

ꠁꠔꠤꠢꠣꠡꠛꠤꠖ ꠒ. ꠝꠥꠝꠤꠘꠥꠟ ꠢꠇ

আশামে ছিলেটি ভাশা আনদোলন
ইতিহাশবিদ মুমিনুল হক

ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক

এল.এল.বি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), এম.এস.এস (অর্থনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), পি এইচ ডি (লন্ডন), সিনিয়র এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট, নাগরি স্বীকৃতি আন্দোলনের রূপকার

নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ
স্থাপিত: ৭ মে ২০১৫
প্রতিষ্ঠাতা: ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক
বর্ষিজোড়া, মৌলভীবাজার

আশামে ছিলেটি ভাশা আনদোলন
The Sylheti Language Movement in Assam

ইতিহাশবিদ মুমিনুল হক
Historian Dr Mominul Hoque

বারইবার তারিখ পনরো এপ্রিল 2019

বইর মালিক
লেখক

প্রচ্ছদ -কমপিউটার ও কমপোজ
আলীম চৌধুরী, পরিচালক-চৌধুরী নাগরি পাবলিশার্স

দাম দু শ টেখা

প্রচ্ছদের উপরের বামে দিকের ফএলা ছবি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার কমিটির। উপরের ডান দিকের ছবি ছিলেটি ভাষার নাগরি শিক্ষক হবিবুল ইসলাম লস্করের।
নিছর বাম দিকের ছবি ছিলেটি ভাষার শইনিক নইম লস্করের ।নিছর ডান দিকের ছবি ছিলেটি জাতির ম্যাপ।

উতশরগো

মুই তারারে চিনছি না ও জানছি না এর পরে মর ওনুরোধে ছিলেটি ভাশা আনদোলনে শরিক হওআ হখল ছিলেটি জাতির শেরা হুরুরতা ছিলেটি ভাশা শইনিক দের উদদেশেএ

শফত

আমরা হখল ছিলেটি হখলে শফত নিতাম আমরার বাফ দাদাএ জে ভুল করছইন এই ভুল আমরা করতাম না।

আমরার বাফ দাদাএ জেরা নাগরি জানতা তারা আমরারে নাগরি লেখা পড়া হিখাইছইন না।নাগরি হারি জাওআর লাগি এটা এখটা বড় কারন।এবলা আমরা জেরা ছিলেটি ভাশা আনদোলন তাকি নাগরি লেখা পড়া হিখছি আমরার এবলা

এখ নমবরে শফত নিতাম আমরার ফুআ ফুড়িন ও নাতি নাতলরে নাগরি লেখা পড়া হিখাইতাম।
দু নমবর শফত নিতাম ইশকুল কলেজ আমরার হুরুতা হখলে খাতাত বাংলা বা ইংলিশর লগে নাগরিতে তারার নাম লেখাইতাম। আর বাফ দাদার লাখান আর ভুল করতাম না।ইতা করলে নাগরি আর হারতো নাএ।

নাগরি চত্বর

শত শত ছিলেটি ভাষা সৈনিকদের প্রাথমিক বিরাট বিজয় এই নাগরি চত্বর।সিলেট শহরে দুই হাজার আটারো সালে নির্মিত নাগরি চত্বরের দক্ষিনে কীন ব্রীজ উত্তরে কোর্ট পূর্বে হাসান মার্কেট পশ্চিমে সুরমা মার্কেট অবস্থিত। নাগরির স্বীকৃতির জন্য দু হাজার পনরো সালে সংগঠন গঠন করে আটটি নাগরি প্রকাশনা- চব্বিশটি নাগরি হরফের দেওয়াল লেখন-নাগরির স্বীকৃতির জন্য চার জেলা শহরে সংবাদ সম্মেলন -শত শত সিলেটিদের নাগরিতে সাক্ষর অভিযান-নাগরিতে খবরের কাগজ প্রকাশ-শতাধিক কমিটি গঠন -সত্তরটি নাগরি হিখা প্রতিযোগিতা সহ গত তিন বছরে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা স্বীকৃতির জন্য আমার নিজ পকেট থেকে খরচ হয়েছে।তাহা ছাড়া নাগরিকে পাঠ্য বই এ অন্তর্ভুক্তির জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ব করে মন্ত্রী ডিসিদের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি।এই গ্রন্থে সকল তথ্যের বর্ননা রয়েছে।নাগরি চত্বর নাগরির স্বীকৃতির প্রথম ধাপ যা আমাদের আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয়।বাংলা একাডেমীর ঈকার দিয়ে নাগরী বানান আমি প্রথম লিখিত ভাবে খন্ডন করে ইকার দিয়ে বানান শুরু করি।নাগরি চত্বরে নাগরি বানানে ইকার ব্যবহার করা হয়েছে। ইতিহাস বিকৃতি কেহ যেন না করে এই জন্য কথা গুলি লিখতে হল। ভারত ও বাংলাদেশের পাঠ্য বই এ নাগরির অন্তর্ভুক্তির করতে চুড়ান্ত বিজয়ের জন্য ছিলেটি ভাষা সৈনিকরা আমরন আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

নাগরি চত্বর অবিভক্ত ছিলেটের একটি চেতনার নাম একটি ইতিহাসের নাম নাগরি চত্বর।

তুরা মাত

হখলে আশামে ছিলেটি ভাশা আনদোলনের এই বই পড়লে কইবা বানান ভুল ।না মুই ছিলেটি ভাশার নাগরিত নিছর শোলটি হরফ না থাকাএ এই গুলা বেবহার করছি না।
অ , ঈ , ঊ , ঐ , ঔ , ঙ , ঞ ,ণ য , ষ , স , ঢ় , য় ,ৎ , বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু – এই 16 টা হরফ নাই ছিলেটি ভাশার নাগরিতে। বাংলায় ছিলেটি ভাশা লেখার সময় উফরর হরফ বেবহার করিলে বানান ভুল হইব।
আর যুকতো হরফ নাই কইলে হএ।এর লাগি যুকতো হরফ বেবহার করছি না।নিজর দেশের বানাইল জিনিশ বেবহার করা কে দেশ প্রেম বলে তেমনি নিজের ভাশার অকখর (অক্ষর)বেবহার করাকে ভাশা প্রেম বলে।

কাউআ ফাখি কোন দিন মইউর ফাখি হইত পারত না।ওমলা মইউর কাউআ ফাখি হইত পারত না। ওমলা ছিলেটিরা কোনদিন বাংগালি হইতা পারতা নাএ।ঢাকাত খইলকাতাত গিআ জবান খুলিআ জাচাই খরউখা।বাংলা ভাশা শুদধো আর নিজর ভাশা ছিলেটি মাতলে ওশুদধো এটা ঠিক নাএ ।কোন মার ভাশা ওশুদধো নাএ ।ছিলেটি ভাশা সরকারি বই এ না থাকাএ কইন ওশুদধো ।এটা ঠিক নাএ।
মার মুখের ভাশা মাতরি ভাশা।ছিলেটিদের মাতরি ভাশা ছিলেটি ভাশা ।ইশকুল আমরার হুরুরতা হখলে ভুল হিখের তারার মাতরি ভাশা বাংলা।বহুতে ছিলেটিরা বাশা বাড়িত ছিলেটি ভাশা না মাতিআ বাংলা ভাশাএ মাতইন। খাটি বাংঙালি হওআর লাগি । দেশ ভাগের পর তনে বহুত ছিলেটিরা বাংগালি হওআর চেশটা করইন এবলা বাংঙালি হইতা পারছইনা ফুরামতে।কোন দিন হইতা পারতা নাএ।খইলকাতা ও ঢাকাত গিআ জবান খুললে হাশি ঠাটটা শুরু হএ।

ছিলটি ভাশার নাগরি আনদোলন দুই হাজার পনরো শালর শাত মে শুরু করছিলাম।এই দিন নাগরি দিবশ পালনের ঘোশনা দেই।বহুত ছিলেটি ভাশা শইনিক হখলে কাম করছইন।বাংলাদেশের ছিলেটে ছিলেটি ভাশা আনদোলন হইছে ।ইখানোর ছিলেটি ভাশা শইনিকের হখল কাম দিআ দু হাজার পনরো শাল বই বারইছে ছিলেটি ভাশা আনদোলন নামে ।ছিলেট জাতি নাম দিআ এখটা বই বার করছি।ছিলেটি কোন লেখক ছিলেটি ভাশারে আলাদা ভাশা কইন না আর ছিলেটি এখটি জাতি কইন না।আমি ফএলা যুকতি দিআ কওআ শুরু করি।মুই ফএলা নাগরিতে খবরের কাগজ বার করছি । ভারতের মনিপুরে রাজ্যে চললিশ হাজার ছিলেটি আছইন।মর আহবানে মনিপুরে ছিলেটি ভাশা আনদোলন হএ।তারার কাম দিআ মনিপুরে নাগরি বিপলব নামে ছিলেটি ভাশা আনদোলনের উপর বই বার হইছে দু হাজার শতরো শালে। এখন এই বইটি আসামে ছিলেটি ভাশা আনদোলন উপর । ।মনিপুর – ছিলেট ও আসাম এই তিন জেগার ছিলেটি ভাশা আনদোলনের উপর তিনটি বই বার করার কারন হইল জেরা ছিলেটি ভাশার শইনিক তারার কামরে শিকরিতি দেওআ ও আর এখ শ বছর পরে আমরার হুরুরতারা এই বই গুলি পড়িআ আমরার আনদোলনরে জানতো পারব ।তারা শংগারাম করি আমরার ছিলেটি ভাশার শিকরিতি ভারত ও বাংলাদেশে আদাএ করব।তখন কিবা মুই দুনিআতে থাকতাম নাএ।দাবি জখন তুলছি এখদিন আদাএ হইব। ফএলা ছিলেটি ভাশাএ লেখা বহুত ভুল এই বই এ থাকব।মাফ করবা।হখলে বাগান মনে করি শুবাশ নিবা।ভুল গুলি বাগানের কিট পতংগ মনে করি বাদ দিবা।

আমার ডাকে এক দল ছিলেটি ভাশা শইনিক নিজর মার ভাশার লাগি কাম করছইন তারারে শেলুট দিরাম।ছিলেট জাতির এই শেরা মানুশ হখলর তেআগে ছিলেটি ভাশা ভারত ও বাংলাদেশে শিকরিতি পাইব এই আশা করি।

জএ ছিলেটি জাতি
জএ ছিলেটি মাতরি ভাশা
জএ ছিলেটি ভাশা শইনিক
জএ নাগরি

পনরো এপ্রিল দু হাজার উনিশ
ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

শুচিপতর........

ফএলা খনডো

আশামে ছিলেটি ভাশা আনদোলন

The Sylheti Language Movement in Assam

নাগরি চততর...৪
রোড ম্যাপ ও জাতিওতাবাদ(জাতীয়তাবাদ)..............................৯
ওবিবকতো ছিলেট (অবিভক্ত)..১০
এপার ছিলেট ওপার ছিলেট...১১
ফএলা শারকেল কমিটি জিরিঘাট ও ফএলা গাউ কমিটি রাজনগর...১২
আসামে ফএলা জেলা কমিটি হাইলাকান্দি................................১৩
ফএলা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি কঠন..১৪
আসামের ফএলা পলিটেকনিক কমিটি ও শহর কমিটি.................১৫
আশামের বাহিরে ফএলা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি আলিগড়.................১৬
ফএলা হল কমিটি ১৭
ধনেহরি গাও কমিটি ও ডিজিটেল কমিটি.............................১৮
দিন দয়াল কলেজ কমিটি করিমগঞ্জ ও শাল চাপরা ব্লক কমিটি.... ১৯
মডেল নাগরি উপজেলা- জেলা ও পরোতিশটান (প্রতিষ্টান /ও নাগরি একাডেমি ২০
নাম দছতগত ২১
নাগরি হিখা পরোতিজোগিতা কাচাড় রাজনগর ও শিলচর ঘাগরাপার..২২
শিলচর খুদেজা চৌধুরি ইশকুল ও শিলচরের ধনেহরি ইশকুল.........২৩
করিমগঞ্জের শোনাতুলা ইশকুল ও কাচাড়ের ওয়ালিউল্লাহ মাদরাশা......২৪
ওআল লেখা...২৫-২৬
দোকানের শাইনবোরড..২৭
শান্তিপুর কমিটি ও রায় পুর কমিটি......................................২৮
বেগম আবিদা আহমেদ গার্লস হাইস্কুলে নাগরি হিকা পরোতিজোগিতা/ও ছিলেটি ভাশাএ বিআর দাওত..২৯
শুদধো ভাশা (শুদ্ধ ভাষা) ও হাওয়াইতাং কমিটি..................৩০
আলাদা ভাশা (স্বতন্ত্র ভাষা...৩১
ছিলেটি ভাশার পেপার শিলচর ও প্রকাশনা.............................৩২
এখনজরে আশামে ছিলেটি ভাশা আনদোলন.............................৩৩
ছিলেটি ভাশা শইনিকদের(নাগরি সৈনিক) জিবনি................৩৪ -৪৫

দুই নমবর খনডো

মনিপুরে ছিলেটি ভাশা(ভাষা) আনদোলন

The Sylheti Language Movement in Manipur

ছিলেটি ভাশা আনদোলনের ভিততি(ভিত্তি)ও ওশতিততো শংকট......৪৬
ছিলেটি ভাশা দিবশ (নাগরি দিবশ)ও ছিলেটি ভাশা আনদোলন....৪৮
ছিলেটি জাতির শেরা ফুআইন/এক নজরে মনিপুরে ছিলেটি ভাশা.....৪৯
ছিলেটি ভাশা আনদোলনের শাপললো ও আমার তুরা খবর.......... ৫০
ছিলেটি ভাশার কএখ জন ভাশা শইনিক.............................. ৫১
ফএলা ছাতরি কমিটি ও শামর কোনার নআ গাও কমিটি........... ৫২
ছিলেটি ভাশার ওভিধানের পরকাশনা উতশব ও নাগরি চততর হওআতে আননদ উতশব... ৫৩
ছিলটি ভাশার ফএলা বেআখরনের পরকাশনা ও নাগরি সংবাদ পতরের পরকাশনা... ৫৪
মুলইবাজারের বাহারমরদনে নাগরি হরফে দেওআল লেখা ও পরোতিজুগিতা..............................,......................... ৫৫
নাগরি বানান ও ছিলেটি নআ শবদো................................ ৫৬
ছিলেটি ভাশা শইনিক ছিলেটি জাতির শেরা শনতান (সন্তান) ও কমিটি বানানির ও নাগরি হিখা পরোতিজোগিতার নিওম........... ৫৭
কেন নাগরি বর্ণে ছিলেটি ভাষার স্বীকৃতি চাই...................... ৫৮
মুলই বাজার শাজিদ ফিরোজা হাফিজিআ মাদরাশা ও শালেহা নুর একাডেমি.. ৫৯

তিন নমবর খনডো

ছিলেটে ছিলেটি ভাশা(ভাষা) আনদোলন

The Sylheti Language Movement in Sylhet

ছিলেটি ভাশার নাগরি হরফ.. ৬১-৬২
ছিলেটি ভাশার নাগরির ইতিবৃত্ত................................. .৬৩-৬৫
ছিলেট জাতির করনিও.. ৬৬
ছিলেটি জাতি.. ৬৭
এক নজরে ছিলেটি নাগরি ও কলেজে আলোচনা.............. ৬৮-৬৯
পরিশদের কমিটি.. ৭০-৭২
বাংলাদেশ ও ভারতের শরকারের নিকট শারকলিপি............. ৭৩-৭৬
নাগরিতে শাতটি দোকানের শাইন বোরড ও নিউ নেশন লাইবেরির ছবি... ৭৭
নাগরি হরফে দেওআল রাজনগর উপজেলার শিউলি মান্নান বিদ্যালয় ও দকখিন সুরমা উপজেলার মোহামমদিআ বিদ্যালয়...................৭৮
চাইর জেলাএ শংবাদ শমমেলন.................................... ৭৯-৮০
ছএ শংখা পরোকাশিত নাগরি পেপার.......................... ৮১-৮২
তি মাইআ নাগরি শংবাদ পতরো....................................... ৮৩
গন শাকখর ও গন মিছিল... ৮৪
ছালেহা নুর চৌধুরী একাডেমিত বিরাছি নমবর আর একাডেমিতে ছএ নমবর নাগরি হিখা প্রতিযোগিতা....................................৮৫
নাগরি হরফে উনতিশটি ওআল লেখার তালিকা........... ৮৬- ৮৭
শাহিন কলেজ কমিটি ও হরফের শাইন বোরড.................... ৮৮
এখাশিটি নাগরি হিখা পরোতিযোগিতার তালিকা................. ৮৯-৯২
ছিলেটি ভাশা দিবশ (নাগরি দিবশ) ছাব্বির আহমদ............... ৯৩
ঠাকুর মিলন শেখ ও এম পির কাছে শারখ লিপি.................... ৯৪
ওভিমত.. ৯৫
মর খতা ও মশলার শনদুখ.. ৯৬

রোড ম্যাপ

ছিলেটি ভাশা আনদোলনের কাম হইল

ছিলটি ভাষার নাগরিকে আমরা হখলর মাঝে ফিরাইআ আনার লাগি দু হাজার পনরো শাল তনে নিচ্চর কাম কররা ছিলেটি ভাশা শইনিক হখলে ।

এখ/নাগরিতে নাম লেখা হিখাইআ ছিলেটি হখলরে নিরকোরতা হরারা।

দুই/কমিটি বানাইআ শ শ ছিলেটিদের মাঝে ভাশা প্রেম জাগারা ও নাগরি নামটি ছড়াই দিরা

তিন/নাগরি হিখা প্রতিযোগিতা করিআ ছাত্রদের মার ভাশার লগে পরিচএ করিআ দিরা।

চাইর/নাগরি হরফে দেওয়াল লেখাইআ ও সাইনবোর্ড লেখাইআ হখলর মাঝে নাগরি ছড়াই দিরা।

পাঁচ/নাগরিতে খবরের কাগজ বার করি ছিলেটি ভাষারে মরডান কররা।

ছএ/স্মারক লিপি ও মানব বন্ধন - গণসাক্ষর -আলোচনা সভা করি ইশকুল কলেজের বই এর মাঝে ছিলেটি ভাশা হারাইবার লাগি ভারত ও বাংলাদেশ শরকারকে চাপ দেওআ।

ছিলেটি জাতিওতাবাদ (জাতীয়তাবাদ)

জাতি থাকলে জাতীওতাবাদ থাকতো হইব।ছিলেটি একটা জাতি।এই জাতির জাতিওতা বহু ভাবে শকতো। এবলাগৌহাটি - কলকাতা- লন্ডন-ঢাকা- আমেরিকা ছিলেটি শমমেলন করইন হখল ছিলেটি হখলে মিলিআ এতে বুঝা যাএ ছিলেটি হখলর জাতিয়তাবাদ কত শকতিশালি । কোন বই এ ছিলেটি জাতিওতাবাদ লেখা নাই বা কোন ছিলেটি কইছন না ও লেখছইন না ।এই ফএলা এখটা বই লেখলাম মুই। মুই ছাড়া ছিলেটের কোন লেখক বা কোন মানুশ ছিলেটি জাতি বা ছিলেটি জাতিওতাবাদ কইআ আগাইআ আইছন না।শামনে দিআ নআ আমরার হুরুতারা আমার এই ধারনা লইআ আগাইবা ।ইটা মুই আশা করি।

ওবিবকতো(অবিভক্ত) ছিলেট

দেশ ভাগের শমএ গনভোটে সাবেক ছিলেট ভাগ হএ।হউ শমএ এখজন ছিলেটি নেতার ওভাব ছিল জেইন কইবা ভারতে ভাগের ছিলেট ওংশের নাম ছিলেট চাই। বই পুশতকে নাগরি হারানি লাগব ইতা দাবি করতা আছলা ।ইতা না কইআ হখলতা বাদ দিআ এখ ভাগ বাংগালি হইছি এখ ভাগ আসামি হইছি ।ইতিআশ ধরিআ রাখার লাগি তখন এখজন ছিলেটি নেতা আছলা নানি ?এখন নাই নি।

লিডারশিপ ও দুরদশিতার ওভাবে ছিলেটি নাম ভারতের ছিলেটিরা ধরিআ রাখতা পারছইনা।তবে বাংলা ও পানজাব নাম তখনকার ভারত ও পাকিস্তান দু দেশের মাইনশে ঠিকই ধরি রাখছে।এবলা ছিলেটিরা ঘুমে আছইন হখল।শরকারি বই গুলাতে উরদু আছে তারার নাগরির নাম গনদো নাই।চাকমা মণিপুরা তারার ভাশাএ বই পাইলে ছিলেটিরা পাইছন না।

বাংলাদেশের ছিলেটের এখ উপজেলা বা থানায় পাচ হাজারের বেশি মানুশ বিদেশে থাকে ।মোট দু থেকে তিন লাখের মত ছিলেটি বিদেশ থাকইন ।আবার ভারতের সাবেক ছিলেট এলাকার মোট পাচ হাজার হইত না জেরা বিদেশ থাকইন ।ফলে এই এলাকা যোগাযোগ ও শিক্ষা হখল দিক দিআ ওনুননত ওবহেলিত ভারতের মাজে।

আসামের বাঙালীরা শতকরা ৭৭ ভাগ ছিলটি জাতির মানুষ।।এই ছিলটীরা আসামের স্থায়ী অধিবাসী তা ইতিহাশে লেখা আছে।।তারা কেনে নিজর জাতির পরিচয় বাদ দিয়া বাঙালী হইয়া বহিরাগত খেতাব নিরা আর বিপদে পররা।এগুলা কশটোজনক।

"1782 সালের জানুয়ারীর তিন তারিখ ভারতের করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ও কাছাড় জেলা নিয়ে সিলেট গঠিত হয় ।

19 47 সালে ভারত ও পাকিস্থান জন্মের পর পাঞ্জাব , বাংলা ও ছিলেট ভাগ হয়ে কিছু অংশ ভারতের সাথে কিছু অংশ পাকিস্থানের সাথে যোগ হয়।একটা বিষয় লক্ষণীয় যে ভারতের পাঞ্জাব আর পাকিস্থানের পাঞ্জাব নামে দু দেশে পাঞ্জাব নামটি টিকে আছে ।ভারতের বাংলা প্রদেশ আর পাকিস্থানের বাংলা অংশ বাংলাদেশ নামে আলাদা দেশ হয়ে বাংলা নামটি টিকে আছে।আসা যাক ছিলেট ব্যাপারে ছিলেট নাম ঠিকই রয়েছে বাংলাদেশের অংশে ।আসামের ছিলেটিদের বড় ব্যর্থতা যে ছিলেট নামটি ধরে রাখতে পারে নাই ও ছিলেট নাম রাখার দাবি করা হয় নাই।আসামের ছিলেটি জনগনের জন্য এটা দূর্ভাগ্য । আসামের জনগনের একটা বৃহৎ অংশের ঐতিহাসিক পরিচয়ের ছিলেটি নামটি আসামে পূনঃবহালের দাবিটি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা দু কোটি ছিলেটিদের প্রানের দাবী।"

এপার ছিলেট ওপার ছিলেট

এপার ছিলেট ওপার ছিলেট আমরা ছিলেটি হখলে কেউ কইন না।কারন ছিলেটি হখল আমরার মাঝে মায়া দআ কম না কিতা ।জদিও থাকে তবে হখলরে দেখাই কওআ হয় না।বাঙালিরা জে ভাবে এপার বাংলা ওপার বাংলা কইআ লেখা লেখি করইন আর কবিতা লেখইন ও কবিতা শমমেলন করইন ।আওআ জাওআ করইন।ছিলেটি আমরা এই ভারে করা দরকার।এই গুলা ফএলা মুই কওআ শুরু করছি ও চিনতার লগে লেখা শুরু করিআর ।আশা করছি ছিলটি হখলে এবলা কইবা।ছিলেট ভাগ হওআ পর এগুলা বলা দরকার আছিল।অবিভক্ত বাংলা কওআ হএ লেখা হএ কিনতু অবিভক্ত ছিলেট কেনে আমরা কই না ।কউআর দরকার। এত দিন পর হলে মুই কওআ শুরু করাতে বহুত ভালা লাগের।এপার ছিলেটের এখজন মেয়র ও কমিশনার বা শিক্ষাবিদ ওপার ছিলেট সরকারি ভাবে আইন যাইন না ।ওপার ছিলেট তনে আইন যাইন না।এগুলা আওআ যাওআর দরকার আছে।ছিলেটের মনিপুরি কবি সাহিত্যিকরা ঠিকই ভারতের মনিপুর রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী শহ হখলর লগে শরকারি ভাবে যোগাযোগ ও জাতাআত আছে।এপার ও এপার ছিলেটের মাঝে এই ভাবে থাকা দরকার।

ভারতর আসাম রাজ্যের পহলা নাগরি কমিটি আইজ পনরো জুলাই 2017 আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলার জিরিঘাট সার্কেল কমিটি গঠিত হইছে।মনজিল হোসেন লস্কর কে সভাপতি হেলিম লস্করকে সেক্রেটারী করে নয় সদস্য লইয়া কমিটি করা হয়।সদস্যরা হইলা একবার হোসেন লস্কর নিজাম উদ্দিন লস্কর নজরুল ইসলাম লস্কর মনি মিয়া লস্কর বদরুল হোসেন শাহিদ আহমদ ও হুতই মিয়া ।প্রধান অতিথি হিসেবে আছলা নাগরি সৈনিক ও শিক্ষক কমর উদ্দিন।

আইজ দু হাজার সতরো সালের পয়লা অক্টোবর রবিবার বিয়াল সাড়ে তিনটার সময় নাগরি হরফ প্রচার কমিটি ভারতের আসামের কাছাড় জেলার ধলাই বামের রাজনগরে গঠনের লাগি হাজী আকদ্দস আলী বড়ভুইয়ার সভাপতিত্বে এক সাধারন সভা অনুষ্টিত হইছে । আলোচনার পর সমন্বয়ক হবিবুল ইসলাম লস্কর সভাপতি আজিজুর রহমান মজুমদার সেক্রেটারী মৌলানা মহববুর রহমানকে নির্বাচিত করে পনরো সদস্য কমিটি ঘোষনা করা হইছে।

আসামে ফএলা জেলা কমিটি

আইজ চব্বিস জুন রোজ রবিবার বিকাল তিনটার সময় হাইলাখান্দি জে কিউবো এথ বুয়া-বই খরা অইছে আমরার মাইর বাসা ছিলটি লইয়া কিছু মাত থতা খরার লাগি-

আইজকুর ই বুয়াত আমরার মাইর বাসা ছিলটির ইতিয়াস আর ইগুর বর্তমান হালতরে লইয়া কিছু মাত থতা খরা অইছে আর তলর দেউয়া ফস্তাব অগুইনতরে খরার লাগি জোর দিওয়া অইছে আর শেষে হাইলাকান্দি জেলা ছিলেটি ভাশার নাগরির প্রচার কমিটি নাম দিয়া এথটা কমিটি বানানি অইছে। আমরার ই থামরে আগেদি লইয়া আউগ্গাইবার লাগি-

ফস্তাব-

1. আমরার ছিলটি বাসারে আউগ্গাইয়া নিতাম অউ নিয়তে ভালা ভালা জ্ঞানি গুণি মানর লগে আলুছনা খরা-
2. গাউর মুরব্বি ওখলর গেছ থাকি আমরার ছিলটি বাসার শব্দ ওখল কুজাইয়া আনা-
3. সমাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ ফেফার, ফত্রিকাত আমরার বাসারে মেলিয়া ধরা লাগবো-
4. ছিলটি বাসা লইয়া তুকা তুকি করা আর ই বাসার ইতিয়াস সংগ্রহ করা-
5. ইস্কুল কলজো গিয়া নিজর মাইর বাসা ছিলটির প্রচার করা-

সফত—

আমরা সবে আইজ খতা দিয়ার যে , এলকু তাকি আমরা নাগরি হরফ হিকা আর হিকানির ছিষ্টা করমু-

কমিটির ফদাদিকারি আর সদস্য অখল---

সমন্বয়ক- মিনহাজ উদ্দিন আবুল খয়ের মজুমদার

সভাপতি- ওয়াহিদুজ্জামান মজুমদার

সহ- সভাপতি- মেহবুব আমিন মজুমদার

সম্পাদক- ছাদিকুর রাহমান বড়ভূইয়া

সদস্য- সাহিদুল ইসলাম চৌধুরী

আসামের ফএলা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি

আসাম রাজ্যের কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইজ বাইশে নভেম্বর দু হাজার শতরো শালে নাগরি হরফ প্রচার কমিটি এগারো জন সদশ্য সমেত এক কমিটি বানানি অইছে ।

কমিটির সব সদশ্যবৃন্দঃ-

সমন্বয়ক- নঈম উদ্দিন লস্কর

সভাপতি - লীনাক্ষী নাথ।

সহ সভাপতি -নাজিম উদ্দিন।

সেক্রেটারি -নিজাম উদ্দিন।

সহ সেক্রেটারি - হাবিবুল্লাহ বড়ভইয়া।

সদস্য বৃন্দ

আবু ছালেহ নজমুদ্দিন।

নাঈম উদ্দিন।

নাজিফা মুহসীনা লস্কর।

আলিম উদ্দিন।

মাহমুদা বেগম চৌধুরী।

আইজকুর সভাত ইতিহাসবিদ জনাব ডঃ মুমিনুল হক কে এবং দুনিয়ার সারা ছিলেটী মাতৃভাষা সৈনিক হকলরে বিশেষ ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানানি অইছে ।

আসামের ফএলা পলিটেকনিক কমিটি ও শহর কমিটি

আসাম রাজ্যের শিলচর পলিটেকনিকে আইজ দোসরা ডিসেম্বর দু হাজার সতরো সালে নাগরি হরফ প্রচার কমিটি পাচ জন সদশ্য সমেত এক কমিটি বানানি অইছে ।

কমিটির সব সদশ্যবৃন্দঃ-

সমন্বয়ক- রুবেল লস্কর

সভাপতি - আক্তার

লস্কর

সহ সভাপতি তাহির লস্কর

সেক্রেটারী - মাছুম লস্কর সদস্য জুনাইদ রড়ভুইয়া

আইজকুর সভাত ইতিহাসবিদ জানাব ডঃ মুমিনুল হক কে এবং দুনিয়ার সারা ছিলেটী মাতৃভাষা সৈনিক হকলরে বিশেষ ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানানি অইছে ।

আইজ 30 মার্চ দু হাজার উনিশ শালে গুয়াহাটির কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এক আলোচনা সভার মাধ্যমে নাগরি বর্ণে ছিলেটি ভাষা নাগরি হরফ প্রচার সমিতি গুয়াহাটি শহর কমিটি বানানির লাগি হাজির হইন। সাধারণ সভাটি নইম উদ্দিন লস্কর এর পরিচালনা এ হথল সদস্যরা ছিলটি ভাশার উফর আলোছনা করছইন। হথলের মতে কমিটি বানানি হএ।

কমিটিরসমন্বয়কক-তাহিরুল হাসান বড়ভুইয়া

সভাপতি :আবুল ফজল লস্কর।

সম্পাদক :আফজল হুসেন তাপাদার।

সহ সম্পাদক:সালিক আহমেদ লস্কর।

সদস্য :সামিম আহমদ লস্কর।

সদস্য: মাছরুর আহমেদ লস্কর।

আসামোর বাহিরে ফএলা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি

বহুত ওপেকথার পর আটারোশো পঁচাশি শালে বানাইল ভারতর প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উত্তর প্রদেশর আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে আইজ বারো ওকটোবর দু হাজার আটারো শালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার সইয়েদ হলে একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে নাগরি বর্ণে সিলেটি বাশার প্রচার ও প্রসারের এর উদ্দেশ্যে একটি কমিটি বনানি হইছে।ছিলেটি ভাষা প্রচার কমিটি বিভিন্ন পদাধিকারি গন হইলা সদশ্য লইয়া এক কমিটি বানানি হইছে ।

কমিটির পদাধিকারী গন হইলা

উপদেষ্টা: মিনহাজ উদ্দিন আবুল খয়ের মজুমদার (বি, এ,)

সমন্বয়ক- আবু মাহমুদ আব্দুল্লাহ বড়ভুইয়া (বি, এ,)

সভাপতি : এ, এস, মনজুর আহমেদ (পি, এইচ, ডি,)

সহ সভাপতি : মর্তুজা হুসেইন (পি, এইচ, ডি,)

সহ সভাপতি : গুলজার হুসেইন (এম, টেক,)

সেক্রেটারী : ফখরুল ইসলাম চৌধুরী (বি, এ,)

সদস্য: তৈবুর রহমান (বি, এ,)

সদস্য: আবু আহমেদ মাহবুবুল আরিফিন (বি, এস, সি)

সদস্য: সাদিকা বেগম (এম,এ,)

সদস্য: রেজানা বেগম (এম, এ,)

আইজকুর সভাত ইতিহাসবিদ জনাব ডঃ মুমিনুল হক এবং দুনিয়ার সারা ছিলেটী মাতৃভাষা সৈনিক হকলরে বিশেষ ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানানি অইছে ।

ফএলা হল কমিটি (নওয়াব ভিকারুল মুলক)

আইজ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ রোজ সোমবার মাদানে মিনহাজ উদ্দিন আবুল খয়ের মজুমদার আর আবু মাহমুদ আবদুল্লার বড়ভূইয়ার আহ্বানে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়র নওয়াব বিকারুল মূল্ক হলও ছিলেটি বাশার হজাগতা আর প্রচার ও প্রসার খরার উদ্যেশ্যরে সামনে রাখিয়া এখটা সভা খরা অইছে। সভাত ছিলেটি বাশার ইতিহাস আর বর্তমান ইগুর গুরুত্ব নিয়া বাসন দিছইন মিনহাজ উদ্দিন ও আবদুল্লাহ বড়ভূইয়া। সাভার বিশেষ অতিথি হিসাবে উফস্টিত আসলা ত্রিপুরার মণিপুরী সম্প্রদায়ের মো: গিয়াস উদ্দিন তাইন ছিলেটি বাশার উফরে তান মতামত ফ্রকাশ খরছইন জে তাইন হরু তাখতে তান স্কুল শিক্ষা বদরপুর খরছইন আর অন তাকি তাইন ছিলেটি বাশা হিকিছোইন। সভা শেষ খড়িয়া বি, এম হল ছিলেটি বাশা প্রচার কমিটি নামে এখটা কমিটি ও বনানী অইছে। কমিটির ফদাদিকারি অখলর নাম তলে দেওয়া অইলো--

১) সমন্বয়ক: আমিনুল হাসান লস্কর
২) সভাপতি: আছিফ মুস্তাফা বড়ভূইয়া
৩) উপসভাপতি: খাইরুজ্জামান বড়ভূইয়া
৪) সম্পাদক: মো: আহমেদ হানজালা
৫) সমাজিক মিডিয়া সমম্বয়থ: ফেরদৌস আহমেদ লস্কর।
৬) কোষাধ্যক্ষ: মরুজ্জামান চৌধূরী।
৭) কোষাধ্যক্ষ: সোহরাব হুসেন।
৮) সদস্য: ইফজাল আজহার।
৯) সদস্য: এ এফ মোহাম্মদ আসজাদ।

ধনেহরি গাও কমিটি ও ডিজিটেল কমিটি

ফএলা আনচলিক কমিটি
গুমরা পাইকান

আইজ ৩ জানুয়ারি রোজ বিরশৈতবার বিয়াল ১ ঘটিকার সময় ঘুমড়া আদর্শ বিদ্যাপীঠ ও সিলেটি নাগরী বিষয় লইয়া আবদুল্লাহ বর্ভুইয়া র প্রচেষ্টায় এখটা সভার এইয়োজন খরা অইছে। আইজকুর এই সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন আবদুল্লাহ বর্ভুইয়া, হাইলাকান্দিত তাকি আইয়া শরিক ওইচৈন মিনহাজ উদ্দিন মজুমদার, গুয়াহাটিত তাকি অইয়া শরিক অইচৈন মুনিম পারভেজ বর্ভুইয়া।

আর সভা বাদে নাগরি প্রচার ও প্রসার খরার লাগি এখটা কমিটি ও বনানী অইছে।
গুমরা পাইকান আঞ্চলিক সিলেটি নাগরী প্রচার কমিটির ফদাদিকারি ওখল:
সমননক: সাইফুল আলম বর্ভুইয়া
সভাপতি: আবু মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ বর্ভুইয়া
উপসবাপতি: হাসিব আহমেদ বর্ভুইয়া
সম্পাদক: মেহদী হাসান বার্ভূঞা।
সদস্য অখোল:
১)আবু জাফর নাজমি লস্কর
২) রেজাউল মাসুদ বর্ভুইয়া
৩) নৌশাদ জামান বর্ভুইয়া
৪) কাবিল আহমেদ বর্ভুইয়া
৫) রুহন আলম বর্ভুইয়া
৬) জুবের ইসলাম লস্কর
৭) আবু সামীম লস্কর
এর বাদেও উফস্তিত আসলা আবদুল্লাহ বর্ভুইয়া, মিনহাজ উদ্দিন মজুমদার, মুনিম পারভেজ বর্ভুইয়া।

আইজ তেইশ ফেব্রুয়ারি দু হাজার উনিশ শিলচরের ধনেহরি গাউত এক আলোচনা সভার মাধ্যমে নাগরি বর্ণে ছিলেটি ভাষা প্রচার কমিটি বুনানির লাগি হাজির হইন। সাধারণ সভাটি ইফতেকার লশকরের পরিচয়ালনাএ হখল সদস্যরা ছিলটি ভাশার উফর আলোছনা করছইন। হখলের মতে কমিটি বানানি হএ।
কমিটির

সমন্বয়কক-ইফতিকার লশকর
সভাপতি : রাজদীপ দাস মজুমদার
সহ সভাপতি: ঝনি আহমেদ
সহ সভাপতিঃ তৈবুর রহমান
সহ সভাপতি: আকিল হুসেন
সম্পাদক : আজাদ হুসেন
সহ সম্পাদক : সারুল ইসলাম
সহ সম্পাদকঃ হুসেন আহমেদ
আইজকুর সভাত ইতিহাসবিদ জনাব ড: মুমিনুল হক এবং দুনিয়ার সারা ছিলেটী মাতৃভাষা সৈনিক হকলরে বিষেশ ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানানি অইছে।

দিন দয়াল কলেজ কমিটি করিমগঞ্জ ও শাল চাপরা ব্লক কমিটি

আইজ সতরো নভেম্বর দু হাজার সতরো সালে করিমগঞ্জের দিন দয়াল কলেজে নাগরি প্রচার কমিটি গঠিত হয়।কমিটির দায়িত্বশীলরা হইল।

সমন্বয়ক : মহবুবুল হক
সভাপতি: রতন দাস
সম্পাদক গুলশান আহমদ
সদস্য
মৃদুল সিনহা
কয়ছর আহমদ

আইজ পনরো জানুয়ারী দু হাজার সতরো সালে কাছাড়ের শাল চাপরা ব্লক নাগরি প্রচার কমিটি গঠিত হয়।কমিটির দায়িত্বশীলরা হইল।
সমন্বয়ক : ছাবির আহমেদ লস্কর।

সভাপতি: উবাইদুল আলম লস্কর।
সহ সভাপতি: আনওয়ার হুসাইন লস্কর।
সম্পাদক: রসিদ আহমেদ লস্কর।
সহ সম্পাদক: এহছান হুসাইন লস্কর।
সদশ্য : রুফিয়ান আহমেদ লস্কর।

মডেল নাগরি উপজেলা - জেলা ও পরোতিশটান (প্রতিষ্টান)

ছিলেটি ভাশার আনদোলনের চাইর বছর হর।জে উপজেলাএ বা জেলাএ বেশী আনদোলনের কাম হএ এই উপজেলা বা জেলাকে নাগরির মডেল উপজেলা বা জেলা ঘোশনা করা হএ।ফএলা বছর কমলগনজ উপজেলাতে দু নমবর বছর ছাতক উপজেলাতে- তিন নমবর বছর রাজনগর উপজেলা'তে ছিলেটি ভাশা আনদোলনের কাম বেশি হওআএ মডেল নাগরি উপজেলা ঘোশনা করা হএ। এই বার দু হাজার উনিশ শালে দকখিন শুরমা উপজেলাএ ছএ টি নাগরি হিখা পরোতিযোগিতা ও দুটি ওআল লেখা হইছে।আর দু জন নাগরি মাশটর কাম করছইন।এর লাগি এই উপজেলা এই বছরর লাগি মডেল উপজেলা ঘোশনা করা হইল।ছালেহা নুর চৌধুরী একাডেমির হখল হরুরতারা নাগরিতে নাম লেখা হিখাএ ছিলেটি ভাশার মডেল নাগরি পরোতিশটান ঘোশনা করা হইল।ভারতের কাচাড় জেলাএ বেশি ছিলেটি ভাশা আনদোলনের কাম হওআতে কাচাড় জেলাকে মডেল নাগরি জেলা ঘোশনা করা হইল।এর আগে বাংলাদেশের মুলইবাজার ও ছিলেট জেলাকে মডেল জেলা ঘোশনা করা হএ।

নাগরি একাডেমি

দু হাজার পনরো শালে লনডনে আমি ফএলা নাগরি একাডেমি বানাই।একাডেমি তনে বহুত ছিলেটি ভাশার শইনিক (জারারে আগে নাগরি ছইনিক বলা হইত)হখলরে এওআর্ড দেওআ হইছে। নইম উদ্দিন জএনুল ইশলাম ও আলিম উদ্দিন চৌধুরি ও ইশতিয়াক হোসেন ওননোতম ।আমি ভারত মনিপুরে নাগরি একাডেমি ও মনিপুর নাগরি শাহিততো পরিশদ বানানি লইওআইছি । তারা কাম করি জারা।ছিলেটি ভাশা আনদোলনর আগর বই গুলাএ হখলতা উললেখ আছে।

ছিলেটি ভাশা আনদোলনে রোড মেফের ফএলা ছিলেটি হখলরে নিজর ভাশার নাগরিতে নাম লেখাইআ অকখর জিআন দেওআনি শুরু করছিলাম।কে কতটি কত জনরে নাম লেখানি হিখাইছন নিচে তার তালিখা

নাম দছতগত *

নাম দছতগত 2017 শালের হিশাব

মুমিনুল 164 (2016-17)
জএনুল 27
হবিবুল 21
নইম 13
আলী 9
রুবেল শিলচর 7
রেজাউল 6
তানভীর 4
মিনহাজ 3
রুবেল 2
তানিম 1রউপ 1
কামরুল 1

নাম দছতগত 2018 শালের হিশাব

মুমিনুল লনডন 76
নঈম গৌহাটি 37
ছাববির কুএত 30
ওবাএদুল হনামগনজ 27
আশফাক ছিলেট 24
রুবেল শিলচর 20
আলী ওশমানীনগর 21
আমনুল মুলইবাজার 14
মানজুর ছিলেট 13
মারজিআ জামালগনজ 12
এবাদুর ওশমানীনগর 12
রেজাউল করিমগনজ 8
জাবের রাজনগর 6
লিকছন রাজনগর 7
তনি মুলইবাজার 6
রাকিব ছিলেট 5
ছাবির কাছাড় 4
মিনহাজ হাইাকানদি 8
ফারজানা নবীগঞ 3
হবিবুল কাচাড় 4
রাহি রাজনগর 4
আবদুল্লাহ আলীগড় 2
ইফতিকার শিলচর 1
শাহিন লনডন 1
বক্কর নবীগঞ 2
নয়ন মুলইবাজার 1
রাফি ছিলেট 2
সাকিব ছিলেট 2
রউফ শিরিমংগল 2
কামরুল মনিপুর 1
শহিদুল রাজনগর 1
নিজাম বদরপুর 1
আহমদুল কাচাড় 1
খালেদা সুনামগঞ 1

নাম দছতগত 2019 শালের হিশাব
মুমিনুল লন্ডন 10
নঈম গৌহাটি 10
শাহিন গোয়াইনঘাট 6
আশুল্লাহ কাচাড় 3
এমদাদ ইটালী 3
মিনহাজ হাইলাকান্দি 5
ইশতিয়াক ছিলেট 5
শহীদুল রাজনগর 1

নাগরি হিখা প্রতিযোগিতা কাচাড় রাজনগর ও শিলচর ঘাগরাপার

আসামের কাছাড় জেলার রাজনগরে সাত অক্টোবর দু হাজার সতরো সালে নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । নাগরি শিক্ষক হবিবুল ইসলাম লস্করসহ বিজয়ীরা হইল আবিদা আক্তার মজুমদার জেসমিন খানম লস্কর জাহেদা আমিন ইয়াসমিন লস্কর মিনারা বেগম বড়ভূইয়া আসমা বেগম বড়ভুইয়া জাবির হোসেন বড়ভুইয়া

নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা বারই জানুয়ারী 2018 আসামের শিলচরের ৭৬ নং ঘাগরাপার মডেল স্কুল। ১ম পলু দাশ ২য় হাফিজা বেগম লস্কর ৩য় সিতারাম দাশ নাগরি শিক্ষক আছলা নঈম উদ্দিল লস্কর

শিলচর খুদেজা চৌধুরি ইশকুল ও শিলচরের ধনেহরি ইশকুল

জী খুদেজা চৌধুরী এম ই স্কুল শিলচর ১ম=জাহির আহমেদ লস্কর ২য়=আহাদ আলী লস্কর ৩য়=দিলবাহার হুসেন লস্কর নাগরি শিক্ষক রুবেল হোসেন বড়ভুইয়া

লচরের ধনেহরি ইশকুলে নাগরি হিখা প্রতিযোগিতার ফলাফল বিজয়ী এথ নং আমিন আহমদ লস্কর দু নং রমিনা বেগম লস্কর তিন নং আমিন আহমদ নাগরি শিক্ষক ইফতিকার লস্কর

করিমগঞের শোনাতুলা ইশকুল ও কাচাড়ের ওয়ালিউল্লাহ মাদরাশা

আশামের করিমগঞের সোনাতুলা এল পি ইশকুল ।নাগরি মাশটর আছলা কাওছার ইফতিকার বিজয়ীরা প্রথম মেহা ফেরদৌসী দ্বিতীয় সালেক আহমদ তৃতীয় নাজি মো জুনাইদ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মেমোরিয়াল সিনিয়র মাদ্রাসা ও পিচ গার্ডেন একাডেমীর ছাত্রছাত্রী ওখলর মাঝে নাগরি লিপিএ নিজর নাম লেখার প্রতিযোগিতাত বিজয়ী ওখলর ছবি। ছবিত বামদিক থেকে ১ম আরিফ উদ্দিন বড়ভূইয়া, ২য় সারিমুল ইসলাম লস্কর ও ৩য় জহিরুল হক মজুমদার। লগে অউ ইশকুলর শিক্ষক হাবিবুর রহমান বড়লস্কর ও নাগরি শিক্ষক আহমদুল হক লস্কর।

ওআল লেখা

পচিশ নমবর নাগরি হরফে ওআল লেখা হইছে ভারতের কাচাড়ের গুমরার পাইকান আর্দশ বিদ্যাপীঠ। টেখা দিছইন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 233 টাকা ।সহযোগিতায় আব্দুল্লাহ বারভুইয়া ।

শাতাইশ নমবর নাগরি হরফে ওআল লেখা হইছে ভারতের কাচাড়ের গুমরাই কউমিআ আলিআ মাদরাশা । টাকা দিছইন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 233 টাকা ।সহযোগিতায় আব্দুল্লাহ বারভুইয়া

উনিশ নমবর নাগরি হরফে ওআল লেখা হইছে । ধনেউরি বাজার শিলচর আসাম। লেখছইন নঈম উদ্দিন লস্কর ও রুবেল হোসেন বড়ভুইআ টাকা দিছইন 250 ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক সহযোগিতায় ইফতিকার হোসেন লস্কর

শতরো নমবর নাগরি হরফে ওআল লেখা হইছে । আশমর শিলচর শহরতলি ।টাকা দিছইন রুবেল হোশেন ও কমর উদ্দিন।

দোকানের শাইনবোরড

নাগরিতে আশামে ফএলা ও কমিটির পাচ নমবর দোখানে শাইনবোরড লেখা হইছে আসামের কাচাড় বামের রাজনগরে দোখানদার আব্দুল মান্নান লস্কর ।লেখছইন ছিলেটি ভাশা শইনিক হবিবুল ইশলাম লশকর।

দু হাজার আটারো শালে নাগরিতে ছএ নমবর দোখানে শাইনবোরড লেখা হইছে আসামের কাচাড় বামের রাজনগরে আজিজুর রহমান মজুমদার তান দোখানে।লেখি দিছইন ছিলেটি ভাশা শইনিক হবিবুল ইশলাম লশকর।

শান্তিপুর কমিটি ও রায় পুর কমিটি

আইজ ১৯ মার্চ ২০১৯, মংগলবার, ভারতের আসাম রাজ্যর কাছাড় জেলার কাঠিগড়া বিধানসভার শান্তিপুরে টিচ পরিচালিত MUCAS কম্পিউটার সেন্টারে এক সভায় 'নাগরি লিপিতে ছিলেটি ভাষা প্রচার সমিতি' নামে এক কমিটি গঠন করা হয়। সমনলখ আহমদুল হক লস্কর, সভাপতি শাহিদ আহমেদ বড়ভূইয়া ও সেক্রেটারি আমুবুর রহমান বড়লস্কর আর বাকি সদস্যঅকল আশলা ফয়েজ আহমেদ লস্কর, বদরুল ইসলাম মজুমদার, মাহবুব আহমেদ বড়ভূইয়া ও হাবিবুর রহমান বড়লস্কর।
সভা শেষে হকলর হাতে একটা করি নাগরি বর্ণমালার কপি দেওয়া হয়।

ভারতর আশামোর কাছাড় জেলার রায়পুর গাউত আইজ উনিশ মার্চ 2019 শালে ছিলেটি ভাশার নাগরি প্রচার কমিটি গঠিত হইছে।মুমিনুল হাসান লস্করকে সভাপতি জসীম উদ্দিন বারভুইয়াকে সেক্রেটারী করে জুবায়ের আহমেদ লস্কর ও জাবির আহমদ লস্কর কে সদস্য লইয়া কমিটি বানানি হএ। কমিটি হখলে ফএলা নাগরির হরফ দেখছইন ।নিজর মার ভাশার লগে পরিচিতি হইআ খুশি হইছন।আমিনুল হাসান লস্কর বহত সাজা পাওআ তালে দইনলবাদ জানানি হইছে।

বেগম আবিদা আহমেদ গার্লস হাইস্কুলে নাগরি হিকা পরোতিজোগিতা

আইজ ১৯ মার্চ ২০১৯, মংগলবার, ভারতের আসাম রাজ্যর কাছাড় জেলার কাঠিগড়া বিধানসভার বেগম আবিদা আহমেদ গার্লস হাইস্কুলে এক নাগরি হিকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করছইল নাগরি শিক্ষাই আহমদুল হক লস্করে । এই প্রতিযোগিতাত অনেক ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত আশলা। এই প্রতিযোগিতাত ছাত্র ছাত্রীরা নাগরি লিপি ও এই নাগরি লিপিতে নিজর নাম লেখইল। এর মাজে প্রথম অইছইল মধুমিতা রানি দে, দ্বিতীয় গুলজার হুসেন ও তৃতীয় ছারিমুল হক লস্কর।

ছিলেটি ভাশাএ বিআর দাওত

ছিলেটি ভাশাএ ফএলা বিআর দাওত ।এইটা ছিলেটি ভাশা বাংলাএ ও নাগরি তে ছাপিয়া কুলাউড়া উপজেলার গনেশ লাল তান বিআত দাওত দিছলা।নিচে দেওআ ইইল কিতার অনুষ্টান -বিয়ার অনুষ্টান
কার বিয়া-আমার বিয়া (শাওন)
কার লগে -শ্রীমতি রাণীর লগে
বিয়া কোনদিন -আটই মার্চ 2018
হেদিন কি বার -বৃহস্পতিবার

তেউ কিতা করতাম - আমার লগে বিয়াত যাইতায় কোন থানো -কুরমা চা বাগান কমলগঞ্জ মুলইবাজার
বৌতাত কোন দিন -দশ মার্চ শনিবার 2018
খাইতাম কোন বালা -মাদালে
যেদিন আমার বিয়া হেদিন আমার লগে হোর বাড়ীত যাইতা ।এর পর দিন এগারো মার্চ আমার বাড়ীত আইবা আর আমরা দু জনর লাগি আশীর্বাদ করবা।
ইতি
আপনার গনেশ লাল কানু (শাওন)
বরমচাল চা বাগান
কুলাউড়া মুলইবাজার
ফোন --

শুদধো ভাশা

দুনিআত হথল ভাশা আর আর মানুশের লাগি শুদধো।তবে জে কোন ভাশার শবদের বানান বা বাককো গঠন ভুল হইত পারে ।জে কোন জন গোশটির মুখের ভাশা শুদ্ধো হইত পারে না।আমরা ছিলেটি বহতে কইন আমরার ছিলেটি ভাশা শুদ্ধো । এটা এখেবারে ভুল ।দুনিআর কোন মুখের ভাশা শুদধো হইত পারে না।আমরার ভাশার শিকরিতি না থাকাএ বা শরকারি পাটটো বই এ না থাকাএ ছিলেটি শহজ শরল মানুশে কইন বাংলা শুদধো ভাশাএ কথা কও।তার মানে ছিলেটি নিজর ভাশা শুদ্ধো কি ? এর লাগি অত জলদি আমরার ছিলেটি ভাশা শিকরিতি আদাএ করার দরকার। আমরা ছিলেটিরা মাথা উচু করি হথল জেগাত ঢাকা কলিকাতা আশামে ছিলেটি ভাশাএ মাততাম গরবো করি।
আমার ভাশা ছিলেটি মার ভাশা ছিলেটি মাতরি ভাশা ছিলেটি ভাশা এখদিন শিকরিতি পাইবো ।আমরার বংশধররা দুনিআ জুড়ে ছিলেটি মাতব।আমি থাকতাম লাএ শেদিন তবে শিকরিতির মাধ্যেমে আমার শপনের ইচ্ছা বাশতবে রুফ নিব এথদিন।

আইজ পচিশে মার্চ দু হাজার উনিশ শালে কাচাড়ের হাওয়াইতাং গাউত এথ আলোচনা সভার মাধ্যমে নাগরি বর্ণে ছিলেটি ভাষা প্রচার কমিটি বানানির লাগি হাজির হইল। সাধারন সভাটি রুহল ইসলাম চৌ পরিচয়ালনাএ হথল মদসারা ছিলটি ভাশার উফর আলোছনা করছইল। হথলের মতে কমিটি বানানি হএ।

কমিটির
সমন্বয়ক রহুল ইসলাম চৌ
সভাপতি মনজুরুল চৌ
সহ সভাপতি আমিনুল ইসলাম চৌ
সম্পাদক : আজমল হোসেন চৌ
সদস্য
সাইদুল ইসলাম চৌ
কবিরুল ইসলাম চৌ

আইজকুর সভাত ইতিহাসবিদ জনাব ড: মুমিনুল হক এবং দুনিয়ার সারা ছিলেটী মাতৃভাষা সৈনিক হকলরে বিশেশ ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানানি অইছে।

সিলেটি ভাষা কোন ভাষার উপ ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা নহে।সিলেটি ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা ---

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

কারণ
1 যে ভাষার নিজস্ব আলাদা বর্ণ আছে শব্দ আছে বাক্য আছে সেই ভাষাকে সমজে আরেকটি ভাষার উপভাষা বলা এটা আত্মঘাতি ও নিজের ভাষাকে হেয় করার নামান্তর।
2, ফ্রান্সের যাদুঘরে উপ ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার তালিকায় নয় এটা স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার পাশাপাশি সিলেটি ভাষার নাম রয়েছে।
3, যে ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ও ইতিহাসবিদ মুমিনুল হকের সম্পদনায় ছিলটি খবর নামে একটি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়েছে যে ভাষার প্রেস ছিল সে ভাষা
উপভাষা কি করে হবে।মানুষ নিজের ভাষা রেখে কেন উপভাষায় লিখবে ও প্রকাশ করবে।
4, আন্তর্জাতিক ভাবে সিলেটি ভাষার যে স্বীকৃতি পেয়েছে 2005 সালে তা একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে পেয়েছে উপভাষা হিসেবে নয়।
5 যে ভাষায় শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে ।এটি শক্তিশালি না হলে বা উপভাষা হলে শিলালিপি খোদিত হত না। পৃথিবীর কোন তাম্র ইতিহাসে উপভাষায় খোদিত কোন শিলালিপির সন্ধান নেই।

6, ছিলেটি ভাষায় হাতের সাক্ষর ও দলিল পর্যন্ত লিখিত হত যা সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
7, যে ভাষার লোক জনের আলাদা কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রয়েছে ।তার 1.7 মিলিয়ন লোক যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাকে তার নিজস্বভাষী লোকজন বাংলা ভাষার উপভাষা বলা দুঃখজনক ও রহস্যজনক।

আমরা পরিশ্রম করতে চাই না পরগাছা বা উপভাষা হিসেবে দাসসারা ভাবে কাজ করতে চাই। আসুন নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করে নিজের মাতৃভাষার চর্চা করে বিশ্বের দরবাবে মাথা উচু করে একটি সমৃদ্ধ ছিলেটি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্টিত করি।

আইজ ২০১৯ সালর মার্চ মাশর ৩০ তারিখ উত্তর ফুব ভারতর একমাত্র নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয় যেথানর নাম ওইল কটন বিশ্ববিদ্যালয় ওথানর 'কটন বিশ্ববিদ্যালয় নাগরি হরফ প্রচার সমিতি'র সমন্বয়ক ও নাগরি সৈনিক নঈম উদ্দিন লস্কর এ তান খুতির (ফকেটর) টাকা খরছ করি ছিলটি ভাশার নাগরি হরফর প্রচারর লাগি লিফলেট ফইলচাসটা ছফা করিয়া ওউ বিশ্ববিদ্যালয়র ছিলটি ছাত্ররে বাটিয়া দিছইল।

দু হাজার আটারো শালে আশামের শিলচর থাকি ছিলেটি ভাশার নাগরিতে প্রকাশিত শংবাদ পতরো ছিলেটি খবরের ফএলা শিশটা

পচিশে জানুয়ারী দু হাজার আটারো সালে আসামের শিলচর থেকে প্রকাশিত ছিলেটি খবর সংবাদ পত্রের প্রকাশনা অনুষ্টানের দৃশ্য।

এক নজরে আশামে ছিলেটি ভাশা আনদোলন

এথ
ভারতে নাগরি বর্ণে ছিলেটি ভাষা প্রচার কমিটি আর বাংলাদেশে নাগরি বর্ণে ছিলেটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ নামে সংগঠনের শাখা উভএ দেশে এথ শ বিশটি বানানি হয়েছে ।ভারতের আশামে
ফএলা নাগরি প্রচার কমিটি জিরিঘাট 15-7-2017
দুই
ফএলা নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা জিরিঘাট লালপানিত 20-8-2017
তিন
ফএলা গাও কমিটি রাজনগর বাম কাচাড় 01-10-2017
চার
ফএলা নাগরি শিক্ষক হেলিম লস্কর
পাচ
ফএলা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি কটন বিশ্ববিদ্যালয় গৌহাটি 22-11-2017
ছয়
ফএলা নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা জিরিঘাট 09-01-2017
সাত
পয়লা নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড বাম রাজনগর আ মান্নান লস্কর 15-01-2018
আট
ফএলা পলিটেকনিক কমিটি শিলচর 02-12-2017
নয়
ফএলা হল কমিটি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ভিকারুল মুলক হল 18-02-2019
দশ
ফএলা ছিলেটি ভাশার শংবাদ পতরো ছিলেটি খবর শিলচর 25-01-2018
এগারো
নাগরি শিক্ষক বৃন্দ হেলিম লস্কর হবিবুল ইসলাম লস্কর
নঈম উদ্দিন লস্কর রুবেল হোসেন বড়ভুইয়া ইফতিকার লশকর কাওছার ইফতেকার আহমেদ লশকর
বারো
ফএলা আশামে ছিলেটি ভাশা আনদোলন বই বারইছে 15-04-2019

ছিলেটি ভাশা শইনিকদের (নাগরি সৈনিক) জিবনি

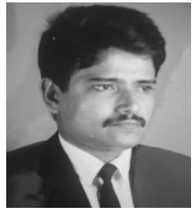

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ——
ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ১৯৬২ সালে বাংলাদেশের ছিলট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার বাগাজুরা গ্রামে জন্মগ্রহঁন করেন ।পিতার নাম মো হাসান মাতার নাম আবতেরা বেগম।পাঁচটি ইতিহাস গ্রন্থ লেখছইন।নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের প্রতিষ্টাতা হিসেবে ছিলট আসাম মণিপুরে তার আদেশে শতাধিক কমিটি ও দেওয়াল লেখাও নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা ও শতাধিক ছিলেটিদের নাগরিতে নাম লেখাইছন।নাগরি বিপ্লবের তার জীবনের সময় ও মূল্যবান রুপরেখা সহআর্থিক অবদান তাকে ছিলটি জাতির প্রাণপুরুষ হিসেবে জায়গা করে নিবে তাতে সন্দেহ নাই।

আলীম চৌধুরী ——-
আলীম চৌধুরী ১৯৮১ সালে জকিগঞ্জ থানার ফুলতলি গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।তার পিতার নাম আবুল কালাম চৌধুরী (চেরাগ) ,মাতার নাম রাহেলা বেগম খাঁন।তিনি লেখা পড়া করেন ফুলতলি আলীয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে। তিনি নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের সৌদি আরব সমন্বয়ক ও ত্রৈমাসিক ছিলটি খবরর সম্পাদক ।
তিনি বর্তমানে সৌদি আরবের একটি কোম্পানীতে কমিউনিকেশন অফিসার পদে কর্মরত আছেন।

আহমদুল হক লস্কর
এথজন ছিলেটি ভাশার নাগরি শিফাই
তাইন ভারতর আশাম রাজ্যর কাছাড় জেলার ধলাই বিধানসভা এলাকার গঙ্গানগর ৪র্থ খণ্ড গাউত জন্মিসলা ১৯৯১ ইংরেজির ১২ মার্চ তারিখ। তানর মাই-বাজির তাইন একলা ফুআ। তান বাজির নাম তাজ উদ্দিন লসকর আর মাইজির নাম সালেহা খাতুন লসকর। তান বাজি ভারতর আশাম রাইফেলস্ বাহিনীর এক জওয়ান আশলা। তান বাজিয়ে তানে হুরুবালা গাউর ১২৩৪ নং রায়বস্তি এল পি স্কুলে ভর্তি করিয়া দেইন তারপরে তাইন নিকামা এম ই স্কুল ও বাদে নিকামা হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল থাকি ২০০৭ ইংরেজিত মেট্রিক পাশ করিয়া আমড়াঘাট মহেন্দ্র কুমার দে জুনিয়র কলেজ তাকি ২০০৯ ইংরেজিত হাইয়ার সেকেন্ডারি পাশ করইন । ২০১২ ইংরেজিত সোনাই মাধব চন্দ্র দাস কলেজ তাকি বি, এ, পাশ করিয়া আসাম সরকারর অধীনে স্কুলে মাসটরি চাকরিত যোগ দেইন। এখন তাইন বেগম আবিদা আহমেদ গার্লস হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কাম কররা। তাইন হুরুবালা তাকি তান নানাজি আর তান বাজি ও বড় বাজির গেছতাকি নাগরি সম্পর্কে হুনিয়া তান নাগরির লগে এক আলগা টান অইগেছে আর এর মাজে তান নাগরি শিফাই রুবেল, নইম, ইফতিকার এ তারার লগে যোগাযোগ করইন।তাইন দুটি নাগরি হিখা পরোতিজুগিতা করছইন।এথটা আবেদা আহমেদ বালিকা ইশকুল আরথটা বিধানসভার শান্তিপুরে টিচ পরিচালিত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মেমোরিয়াল সিনিয়র মাদ্রাসা ও পিচ গার্ডেন একাডেমিতে।
ছিলেটি ভাশার নাগরি আশাম রাজ্যের কাছাড় জেলার কাঠিগড়া বিধানসভার শান্তিপুরে টিচ পরিচালিত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মেমোরিয়াল সিনিয়র মাদ্রাসা ও পিচ গার্ডেন একাডেমীর শিক্ষক ও শিক্ষিকা হখলরেরে লইয়া একটা কমিটি গঠন করছইন। প্রতিষ্ঠানর ইয়ার দুস্ত ওখলর মাজে নাগরি ছড়াই দিছইন।তাইন এই নাগরি লিপিত লেখা ফুত্তি পাঠও করইন মাঝেমাঝে। ওরকমভাবে তাইন নাগরির শিলেটি ভাশারে প্রচার চালাইয়া জাইতরা।

আমিনুল হাসান লস্কর
ছিলেটি ভাশা আনদোলনে এথজন শইনিক।
তাইন ভারতর আশাম রাইজ্জর হাইলাকান্দি জিলার লক্ষীরবন্দ গাউত ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬ শোনো জন্মগ্রহণ খরছইন। তাইন মূলত কাছাড় জেলার রায়পুর গাউর বাসিন্দা। তান বাজির নাম আব্দুল সুবুর লস্কর আর মাইজির নাম অনোয়ারা বেগম লস্কর। তাইন তান দুই ভাই এথ ভনির মাজে সব থাকি বড় তাইন। তাইন তান প্রাথমিক শিক্ষা হাইলাকান্দির বাড়িং রসেস ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুল তাকি শুরু খরছইন বাদে তাইন হাইলাকানদির আরেথ নাম খরা ইশকুল শিশু সাধন ইংলিশ মিডিয়াম ইশকুল তাকি ২০১৩ শনো মাধ্যমিক পাশ খরছইন। মাধ্যমিক পাস খরিয়া তাইন হাইলাকান্দির সনামধন্য কলেজ হাইলাকান্দির জুনিওর শাইন্স কলেজ তাকি বিজ্ঞান শাখা তনে ২০১৫ সনো উষ্চ মাধ্যমিক পাস খরছইন।
তাইন উষ্চ মাধ্যমিক পাস খরিয়া আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষাত অবতীর্ণ ওইছইন আর শুনামের লথে প্রবেশিকা পরিককাত পাশ খরিয়া এখন তাইন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ত বি,এস,সি কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়া বি এস সি দ্বিতীয় বর্ষত পররা।ছিলেটি ভাশা আনদোলন তাইন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নওআব ভিকারুল মুলক নাগরি হরফ প্রচার কমিটির শমমনথ ও তাইন নিজে তান গাউ রায় পুরে আরথটা কমিটি গঠন করাইছন।ছিলেটি ভাশা আনদোলন তান ওবদান লেখা থাকব।

হবিবুল ইছলাম লছকর
২৩ শে মারচ ১৯৮৮ শালে ভারতের আশাম রাজজের কাছাড় জেলার রাজনগর গাউত জনম নিছলা।তান বাজির নাম আবদুল নুর লছকর আর মা'র নাম আএআরুন নেছা লছকর।তান বাজি রাজঘাট এম,ই মাদরাশার শুনামধইনন মাশটর আছলা। ২০০৪ শালে অবশর নিছইন।
হবিবুল ইছলাম লছকর বাইললকাল থাকি খুব মেধাবি আছলা। ২০০৭ সালে বাম শিনিওর মাদরাশা থাকি এফ,এম পরিকথা ২০০৮ শালে লেটার শহ মেটটিরিক আর ২০১০ সালে কিরিতিততের শাথে উচচতর মাইধমিক পরিকথা পাশ করছইন।২০১৪ সালে ১৪২০ নং পাগলানালা এল,পি ইছকুল ঠিকাভিততিক শিকথক হিসাবে নিজুককতি পাইছইন।২০১৬ শালে ৫২২ নং কাশারিপাড়া এল পি ইছকুলে নিয়মিত শিকথক হিশাবে নিউগ পাইছইন আর ২০১৮ শালে চতলারপার এম,ই ইছকুল শহকারি শিকথক হিসাবে নিয়োগ পাইয়া এখন ও করমরত আছইন।
২০১৭ শালে ছিলেটি নাগরি প্রচার করার লাগি তাইন নাগরি পরচার কমিটি নামে ১৫ শদশশ বিশিশট একটা কমিটি বানিইছ করছইন।২০১৮ সালে রাধামাধব এল,পি ইছকুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ২ টা নাগরি লেখা হিখা পরতিজোগিতা করাইয়া বিজই ই হুরুতারে পুরশকার আর পরমান পতরও দিছইন।২০১৮ শালে রাজনগর গাউত নিজর খরছ দিআ ২ টা দুকানর শাইন বোরড নাগরি ওককর দিআ লেকিয়া দিছইন।দোকানর নাম ওইল *লছকর টেনট হাউছ মালিক আবদুল মননান লছকর আর ছিটি লাইট মালিক মিরু মজুমদার। তাছাড়া বহুত মানশরে নাগরিতে নিজর নাম লেখা হিকাইছইন।আর এখন ও নাগরির শিকরিতির লাগি মনে পরানে কাম করিআ জাইতরা।
ছিলেটি ভাশা আনদোলনে ভাশা শইনিক হিশেবে তান ওবদান ইতিআশে শোনার হরফে লেখা থাকব।

ইফতিকার হুশেইন লশকর ছিলেটি ভাশা আনদোলনের এখজন বির ভাশা শইনিক ।১৯ শে এপ্রিল ১৯৯২ শালে ভারতের আশাম রাজজের কাছাড় জেলার নিআইর গাউ দিতিও খনডো (লশকরানি) গাউত জন্মগ্রহণ খরছইন। তান বাজির নাম ফয়জুল ইসলাম লশকর আর মাইজির নাম রুজিনা খানম লশকর ।তাইন তান হরুবালাকুর পরোথমিক শিকথা ৯৯ নং নিআইর গাউর এল পি ইশকুল তাকি শুরু খরছইন আর কালাছ ফনচম পাশ খোরেয়া সোনাবাড়িঘাট মইনূল হক চৌধুরী এইচ এছ ইছকুল ও ভরতি ওইছইন আর অন তাকি তাইন ২০০৮ শনে মাধ্যমিক পাশ খরছইন । ২০১২ শালে তাইন মাশটারি ছাকরিত হামাইছইন । বর্তমানে তাইন ১৫৫৬ নং ধনেহরি এল পি ইশকুল ও আছইন ।তাইন গাউত নাগরি পরচার কমিটির শমমনখের কাম চালাইআ জারা ।এই গাউর হুরুরতারে দুইটি নাগরি হিখা পরোতিযোগিতা করছইন।ছিলেটি ভাশা আনদোলনের ভাশা শইনিক হিশেবে তার ওবদান ইতিআশে সরনিও হইআ থাকব।

খালেদ হাসান মিলু
ছিলেটি ভাশা আনদোলন কম বওশি এখজন শইনিক ও ছিলেটি ভাশার মাশটর। তান 8 march 2004 জনম নিছইন।মার নাম মোছাঃ রুবি বেগম বাফর নাম আব্দুল গফুর ।তাইন ছালেহা নুর চৌ একাডেমি এইটের এখজন ছাতরো। তাইন পরিষদের এই একাডেমীর শাখার শমননখের ভার নিছইন।।আবার এই একাডেমীতে ছিলেটি ভাশার মাশটরের ভার পালন কররা।এই আনদোলনে রাজনগরের শাববির হোসেনের পর খালেদ এত কম বওশে আনদোলনে নামছইন। তাইন বড় হইআ হারা জিবন মার ভাশার আনদোলন করবা। আর তারার হাত ধরিআ আমারর এই মার ভাশার শিকরিতি

নঈম উদদিন লশকর ছিলেটি ভাশা আনদোলনের এখ তেআগি শইনিক । ` ভারতর ফয়লা নাগরি হরফর প্রচার আর শিকরিতির লাগি কাম শুরু করইন।তাইন পরিষদের কটন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শমননখের ভার পালন কররা। নইম ফএলা নাগরি শইনিক আশাম রাজজের।তানে ইতিহাশবিদ মুমিনুল হক ফএলা নাগরিতে নাম লেখানির আট ঘনটার ভিতরে চেলেনজ নিআ পরিষদর একটা কমিটি ঘটন করছইন কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা হখলে ফারতা না। কম দিনর মাজে তাইন এখটা নাগরি হিখা প্রতিযোগীতা ও ,হরুতারে আর বড় মানশরে নাম লেখানির কাম করছন। এর বাদে পরিষদের আর ও ছয়টা কমিটি গঠন করছইন । নাগরি হরফে এখটি ওয়াল শিলচর নিজে লেখছইন। খুব কম সমএ এর মাজে তাইন আর রুবেলরে লইআ হখল ফইলা "ছিলটি খবর" পত্রিকা শিলচর বার করছইন। এলকুও কাম করিআ জাইরা । তান জুরদার কামে আসাম রাজ্যের ছিলেটিন তর মাঝে আউরি যাওয়া ছিলেটি মাতৃভাষার সরগরম আওয়াজ উঠিছে। । নাগরি সৈনিক নঈম উদদিন লশকর ১৯৯৫ সালর মারচ মাশর ৮ তারিখ জনম নিছইন ভারতর আশাম রাজজের কাছার জিলার শালচাপরার শাংজুরাই ঘাগরাপার ২য় খণ্ডে ।তান আব্বাজানর নাম নিজাম উদ্দিন লশকর তাইন প্রাথমিক বিদ্যালয়র প্রধাণ শিক্ষক আছলা আর তান মাইজির নাম লতিফা বেগম লশকর। তাইন ভাই বনিনতর মাজে শারার হুরু,তান ভাই বনিনতর নাম হইল শেহাম উদ্দিন লশকর, ছহিফা বেগম লশকর, উম্মে রুমান লশকর,ফাতিরা বেগম লশকর। তান বাফে তানরে ২০০৭ সালে শান্তিপু হাফিজিয়া মাদ্রাসাত ভর্তি করইন । এর কিছু দিন পরে ২০০৭ শালর অক্টোবরর ১তারিখ (১৯ রমজান) রুজাত ইফতারর তুরা আগে তান বাফর ইনতেকাল হএ। বাফ মারা যাওয়ার বাদে তাইন বদরপুর আব্দুল জলিল হাফিজিয়া মাদরাশাত শবক ফুরাইয়া দেওরা দিয়া আবার শালচাপরা দারুল কুরান হাফিজিয়া মাদরাসাত আরও কয়বার দেওরা দিয়া ওখান থেকি আমিরে শরিয়ত হজরত আল্লামা তইহবুর রহমান বড়ভূইয়া ছাহেবে তানে ফাওগরি ফিনদাইছইন ২০১১ শালে। তাইন শিলচর টাউন হাইস্কুল থেকি মেট্রিক আর সরকারি বালক বালক বিদ্যালয় থেকি উষ্চতর মাধ্যমিক প্রথম বিভাগে লেটার সহ ফাশ করইন। এখন তাইন গুয়াহাটির কটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকি আরবিত অনার্স লইয়া ফরিতরা লগে তাইন রাষ্ট্রীয় রন শিকখারতি বাহিনীর (NCC) ছাত্র। শাজা পাইছন ইতা নাগরির ইতিহাশ শোনার হরফে লেখা থাকবো ।

মোঃ আয়নুল ইসলাম ছিলেটি ভাশা আনদোলনের আরেখ জন শাহশি শইনিক।তাইন ১৭ জুলাই ২০০০ শনও মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও গাউত জনম নিছইন ।তান বাফর নাম লকুছ মিয়া আর মার নাম দিলারা বেগম। তান ২ ভাই আছইন।

তাইন তান পারথমিক শিকথা কুঞ্জলতা প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদদাপিঠ তাকি শুরু খরছইন। হিনো থাকি তাইন আরো দুই বছর পাথমিক শিকথা শেশ খরিআ পাঁচগাঁও উষ্চ বিদ্যালয় এ ভরতি ওই গেছইন আর অনো থাকি ৬ষ্ঠ শ্রেণি পড়িয়া তাইন রাজনগর আইডিয়েল হাই স্কুলে ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি হইয়া এসএসসি শেষ করছইন । মাধদমিক পাশ খরিয়া তাইন বিএএফ শাহীন কলেজ এর ইন্টারমিডিয়েট ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত আছেন।

তাইন ২০১৫ শনোর শেশেদি ইতিহাশবিদ ও নাগরি বরনে ছিলেটি শিকরিতি পরিশদর প্রতিশটাতা ডঃ মমিনুল হক শাহেবর লগে ছোশাল নেটওআরকিং ছাইটর মাইধদমে পরিচএ অইছে আর অন তাকি তান ফরামরশে নাগরি বর্ণে ছিলেটি পরঅচার খরার কামঅ লাগি জাইন।বহুত জনরে নাগরিতে নাম লেখানি হিখাইছন।

তাইন বিএএফ শাহীন কলেজ শাখার শমননখের কাম চালাই জারা। মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ নাগরি পরচার শমশেরনগর ইউনিয়ন কমিটির উপদেশটা ও এই দু কমিটি বানাইতে বহুত শাজা ও তেআগ করছইন।

তান ওবদান ছিলেটি ভাশা আনদোলনে ভাশা শইনিক হিশেবে শুনার হরফে নাম লেখা থাকব ও ইতিহাশে ওমর হইআ থাকবা।

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ও নাগরি ফন্টের উদভাবক জেমস উইলিয়ামের হাতে ছিলেটি ভাষার নাগরি সংবাদ পত্র দেখা যাচ্ছে।

ছৈওদ ইছতিআক হুছেন ছিলেটি ভাশা আনদোলনের এখজন শাহশি শইনিক। ছিলেট জেলার দকখিন শূরমা উপজেলার শিলাম ইউনিওনের রুশতুমপুর গাউত ৪/১১/১৯৯১ শালে জনম নিছলা। তান বাবার নাম আছিল মরহুম ছৈওদ মকতাদির হুছেন মার নাম আছিল ছৈওদা রুবি বেগম। চাইর ভাই বোনের মাঝে তাইন তিন নমবর। এখলা ভাই। তাইন নিজর গাউত নিজ আদর্শ উষ্চ বিদ্যালয় তনে ২০০৮ শালে বিগগান বিভাগ তনে A গেরেড পাইআ এছ এছ ছি পাশ করইন । ২০১০ শালে ইছকলারছহুম ইশকুল ও কলেজ তনে ছিলেট বোরড তনে বিগগান বিভাগে A গেরেডে পাইআ এইচ এছ ছি পরিকখা পাশ করইন। ২০১৬ শালে ছিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভারছিটি তনে বি এস ছি ইনজিনিআরিং পাশ করইন। ২০১৬ শালে মাশটরি পেশা দিয়া কাম শুরু করইন।তান এলাকার এখটি বেশরকারি দাখিল মাদরাশাএ শহকারি মাশটর হিসাবে কাম করে পরে ২০১৮ শাল তনে তাইন মাশটরি কররা। আবার ২০১৮ শালের জুন মাশে শামশুননেছা মহিলা কলেজ কাদিপুর, দকখিন শুরমা নামে এখটি প্রাইভেট কলেজে আইছিটি মাশটর হিশাবে যোগ দেইন। ২০১৯ শালের জানুয়ারিতে তাইন ছালেহা নুর চৌধুরি একাডেমি, লালাবাজার দকখিন শূরমা তে পিনশিপাল হিশাবে যোগ দেইন।ইখান এবলা আছইন। তাইন নাগরি বর্ণে ছিলেটি ভাশা শিকরিতি পরিশদের শিলাম ইউনিওন কমিটি বানাইছন। বহুতরে নাগরিতে নাম লেখানি হিখাইছন। তান ইশকুলে পাচটি নাগরি হিখা প্রতিযোগিতা করি দু হাজার উনিশ শালে শেরা নাগরি মাশটর নিরবাচিত হইন। তান চেশটা চালাইআ দুইটা দেয়ালে নাগরিতে হরফ লেখাইছন। আনতরজাতিক মাতরি ভাশা দিবশে 2019 শালে এই ছিলেটি ভাশা শইনিকে ছিলেটি মাতরি ভাশায় বিশেশ ওবদানের লাগি ছৈওদ ইছতিআক হুছেনকে পরিষদ তনে মাতরিভাশা পদকে ভুশিত করা হইছে। ছিলেটি ভাশা শইনিক ইছতিআক হুছেনের ওবদান শোনার

রুবেল হুসেন বড়ভুইআ ছিলেটি ভাশা আনদোলনের এথ বির শইনিক।
`

ভারতর দুই নমবর শইনিক হিশেবে নাগরি হরফর পরচার আর শিকরিতির লাগি কাম শুরু করছইন রুবেল হোসেন বড়ভুইআ ।তাইন পরিষদের শিলচর পলিটেকনিকে শাখার শমননথের দায়িত্ব পালন কররা।তানে নঈম এর শহযোগিতাএ ইতিহাশবিদ মুমিনুল হক ফএলা নাগরিতে রুবেলরে নাম লেখাছইন । দুই তিন দিনের মধ্যের ভিতরে চেলেনজ নিআ পরিষদর একটা কমিটি বানাইন।

কিছু দিনর মাজে তাইন ফএলা নাগরি হিখা প্রতিযোগীতা ও ,হরুতারে আর বড় মানশরে নাম লেখানির কাম করছইন। হাজী খোদেজা চৌধুরী এম ই ইশকুল এ নাগরিক হিখার পরোতিজোগিতা করইন। একটা ওআল লেখাইন আর ১৫৫৬ নং ধনেহরি এলপি ইশকুলে নাগরি হিখা প্রতিযোগিতা করইন। আর একটি ওআল লেখছইন নাগরি শইনিক নঈম অর লগে। এর বাদে পরিষদের আর ও একটা কমিটি গঠন করছইন ।এর বাদে কুব কম সময়র মাজে তাইন আর নাগরি শইনিক নঈম রে লইআ ফইলা "ছিলটি খবর" পত্রিকা বার করছইন আশামর শিলচর তনে। এলবা কাম করিয়া যাইরা । তান জুরদার কামে আশাম রাজজের ছিলেটিনতর মাঝে আউরি যাওয়া ছিলেটি মার ভাশার সরগরম আওয়াজ উঠিছে ।

তাইন ১৯৯৮ শালর ডিসেম্বর মাশর ৩০ তারিখে জনম নেইন । ভারতর আশাম রাজ্যের কাছার জিলার শিলচর ।তান আব্বাজানর নাম সায়ুব আলী বড়ভুইআ তাইন ব্লক ডিপার্টমেন্টে কাজ করতা আর মাইজির নাম শুবাই বেগম বড়ভূইআ।
তাইন উষ্চ মাধ্যমিক কমপ্লিট করইন পরে তাইন শিলচর পলিটেকনিকে ভরতি হইন।

আউরি যাওয়া দু কোটি ছিলেটির মাতরি ভাশারে ফিরিয়া আনার দাবী আদায় করবার লাগি তরুন লগে মেহনত কররা রুবেল । তান ইতা মেহনত আর জেতা শাজা পাইছন ইতা নাগরির ইতিহাশ শোনার হরফে লেখা থাকবো আর নআ যুগর ছিলেটিনতে

আরবি বিভাগর অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ তানরে নাগরি সৈনিক নঈম উদ্দিন লস্কর এ আসামর প্রথম প্রকাশিত ছিলটি খবর আর লিফলেট তান আতো তুলি দিছইন তাইন ফাইয়া খুভ উৎসাহিত ওইয়া ছিলটি ভাশার নাগরি হরফ দিয়া ওউ ফইলা তান নাম লেখাইছন।

মিনহাজ মজুমদার ছিলেটি ভাশা আনদোলনের আরেখ জন শাহশি শইনিক।তান ফুরা নাম মিনহাজ উদদিন আবুল খয়ের মজুমদার। তাইন ২৬ শে আগশট ১৯৯৫ শনও ভারতর আশাম রাজজর হাইলাকানদি জেলার পূর্বগুল - বড়হাইলাকানদি গাউত জনম নিছইন ।তান বাফর নাম মিছবাহুল ইছলাম মজুমদার আর মার নাম নাজরানা বেগম মজুমদার। তান এথ ভাই আর দুই বইন ও আছইন। তাইন তান পারথমিক শিকথা মাটিজুরি শিশু বিকাশ বিদদাপিঠ তাকি শুরু খরছইন হিনও ফইলা তিন বছর পড়িয়া তান ফুরা ফরিবার হাইলাকান্দি শহরও গেছোইনগি। হিনো থাকি তাইন আরো দুই বছর পাথমিক শিকথা শেশ খরিআ হাইলাকানদি ছিনিওর মাদরাশাত ভরতি ওই গেছইন আর অনো থাকি এফ এম (আলিয়া) পাশ খরছইন । এর হেরেদি তাইন হাইলাকানদি টাউন হাই মাদরাশা তনে ২০১৩ শনো মাধদমিক পরিকথা ও ভালা নমবর পাইয়া পাশ খরছইন তান ভালা রেজালট হাওয়ার খারনে আশাম সরকারে তানে খাছ আওআরড ও পরদান খরছে। মাধদমিক পাশ খরিয়া তাইন হাইলাকানদি জুনিওর ছইনছ কলেজ তাকি ২০১৬ শনো উচচ মাধদমিক পাশ খরছইন। এরবাদে তাইন ভারতর অইতিজজবাহি ফুরাতন ও মরজাদাপুরনও আলিগড় মুছলিম বিশশবিদদালএ পরবেশিকা পরিকথাত উততিরনও অইআ ফুরা দেশর মাজে ১২৪ নম্বর ইছতান দখল খরিয়া বি এ অনরছ কুরছ নিয়া ফড়রা। তাইন ২০১৫ শনোর শেশেদি ইতিহাশবিদ ও নাগরি বরনে ছিলেটি শিকরিতি পরিশদর প্রতিশটাতা ডঃ মমিনুল হক শাহেবর লগে ছোশাল নেটওআরকিং ছাইটর মাইধদমে পরিচএ অইছে আর অন তাকি তান ফরামরশে নাগরি বর্ণে ছিলেটি পরঅচার খরার কামঅ লাগি জাইন।বহুত জনরে নাগরিতে নাম লেখানি হিখাইছন। তাইন হাইলাকানদি জেলা শাখার শমননথের কাম চালাই জারা। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে নাগরি পরচার কমিটি ও হল কমিটির উপদেশটা ও এই দু কমিটি বানাইতে বহুত শাজা ও তেআগ করছইন। তান ওবদান ছিলেটি ভাশা আনদোলনে ভাশা শইনিক হিশেবে শুনার হরফে নাম লেখা থাকব ও ইতিহাশে ওমর হইআ থাকবা।

ও মর ছিলেটি ভাশা নামে মিনহাজ মজুমদার এথটি কবিতা নিচে

ও মর ছিলেটি ভাশা, তুমি আমারার মাইর ভাশা ।।
তুমারে লইয়া আমরার মনে জাগে, খত জাতর আশা।।
শুরু খরছি পরোচার অভিজান।
জতবইল আমরার আছে জান।।
খত মানশে খততা মাতিতরা,
জার জেতা মনে ছায় ওতা খইতরা
আমরার এই অভিজান দেকিয়া,
খত মানর জলের খলিনজা।।
বড় দুক লাগে তখন,
যখন নিজর মানশে বিরোদ খরইন।।
বোজলানারে ভাই বোজলানা নিজর মানে বোজলানা।
বুজবায় নানি বুজবায় এখদিন সময় জেদিন তাখতনাএ।

আবু মাহমুদ আবদুললাহ বড়ভূইআ ছিলেটি ভাশা আনদোলনে আরেখটি তারা।তাইন ২২ শে অকটুবর ১৯৯৫ শালে ভারতের আশাম রাজজের কাছাড় জেলার গুমড়া-পাইকান গাউত জনম নিছইন। তান বাজির নাম আবদুছ ছুবহান বড়ভূইআ আর মাইজির নাম রেজিআ বেগম বড়ভূইয়া ।তাইন তান হরুবালাকুর পারথমিক শিকথা আলমাহমুদ ইংলিশ মিডিয়াম ইছকুল তাকি শুরু খরছইন আর কেলাশ ফনচম পাশ খোরেয়া বদরপুর আল আমিন একাডেমিত ভর্তি ওইছইন আর অন তাকি তাইন ২০১৪ শনও মাধদমিক পাশ খরিইয়া এর বাদে আলিগড় মুছলিম বিশশবিদ্যালয় পরবেশিকা পরিকথা পাশ খড়িয়া তাইন আলিগড় মুছলিম বিশশবিদদালএ তাকি উচচ মাধদমিক ২০১৬ ত শেশ খড়িয়া এখন ইছনাতক ফাইনাল বছরও পড়িরা।তাইন শাহশিক ভুমিকাএ কাচাড় নাগরি হরফে দুইটি ওআল লেখাইছন।তাইন আলিগড় বিশ বিদদালএ এ নাগরি পরচার কমিটির শমননথের কাম চালাই জারা। আলিগড় বিশ বিদদালএ এর নওআব ভিকারুল মুলক হল কমিটি গঠনে তার ওবদান শরনিও হইআ থাকব।ছিলেটি ভাশা আনদোলনে শাহশি ভাশা শইনিক আবদুললার ওবদান ছিলেটি জাতি যুগ যুগ ধরে মনে রাখবে।

সামাদুর রহমান রাফি ছিলেটি ভাশা আনদোলনে এথ শাহশি শইনিক । `রাফি ফএলা নাগরি শইনিক দকখিন শুরমার উপজেলার।তানে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ফএলা নাগরিতে নাম লেখাইন। কম দিনর মাজে তাইন এথটা নাগরি হিখা প্রতিযোগীতা ও ,হরুতারে আর বড় মানুশরে নাম লেখানির কাম করছন।পরিষদের দুইটা কমিটি গঠন করছইন । নাগরি হরফে এথটি

ওয়াল লেখছইন পরোগতি হাই ইশকুল। এলকুও কাম করিয়া যাইরা । তান জুরদার কামে দকখিন শুরমা ছিলেটিনতর মাঝে আউরি জাওআ ছিলেটি মাতরি ভাশা সরগরম হইআ আওআজ উঠছে । নাগরি শইনিক রাফি ২০০১ শালর নভেম্বর মাস অর ৩ তারিখ জনম নিছইন সিলেট অর দকখিন শুরমার ধরা ধর পুর গাউত।তান আব্বাজানর নাম আব্দুল আহাদ।মাইজির নাম হালিমা বেগম। ভাই এর রাহি আর ভনির নাম মিম। এস এস সি (রেগুলার) পরিককা দিছইন এবার।তাইন তি মাইআ নাগরি শংবাদ পতরের শমপাদনা করইন। আউরি জাওআ দু কোটি ছিলেটির মাতরি ভাশা রে ফিরিআ আনতে মেহনত কররা রাফি এ ।তান ইতা কাম নাগরির ইতিহাশ শুনার হরফে লেখা থাকবো আর যুগ যুগ ধরিআ ছিলেটিনতে মনো রাখবা।

এম এইচ কে শাহীন
এখজন ছিলেটি ভাশা আনদোলনের উঠতি শইনিক। তাইন ছিলেট এম সি কলেজ পরিষদের শভাপতি ।১৫ ইং অকটুবর ১৯৯৫ শালে বাংলাদেশের সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার পানতুমাই গাউত জনম নিছইন। তান বাজির নাম মোঃ আব্দুল করিম আর মাইজির নাম আফিয়া বেগম। তাইন তান হরুবালাকুর পারথমিক শিকথা আহারকান্দি শরকারি পারথমিক বিদ্যালয় তাকি শুরু খরছইন আর কেলাশ ফনচম পাশ খোরিয়া গোয়াইনঘাট শরকারি কলেজে ভরতি ওইছইন। অন তাকি তাইন ২০১৪ শনও মাধদমিক পাশ খরিইয়া এর বাদে ছিলেট এমছি কলেজঅ এখন ডিগরি ফাইনাল বছরও পড়রা।তাইন বহুত জনরে নাগরিতে নাম লেখাইছন।ছিলেটি ভাশার শইনিক হিশেবে আজিবন তান নাম শোনার হরফে লেখা থাকব।

আশফাক আহমদ খান ছিলেটি ভাশা আনদোলনের বির শইনিক ।এবলা সমননথ হিশেবে আমবরখানা শাখার কমিটির দায়িতও পালন করিতরা।,ছোট বড় মিলে ২৬ জনকে নাগরি অককরে নাম লিখাইছ্হন।একটি চেলেনজ নিয়া নাগরিতে দুটি পত্রিকাত টাইপ করছ্হইন একলা ,এবং তানর শাহাইজজে তি মাইআ নাগরির বিপলব সিলটি খবর নামক দুইটা পতরিকা বাইর করছ্হইন,একটাত তাইন সমপাদক- ও আরেকটাত তাইন নিরবাহি সমপাদকের দাইতও পালন করছ্হইন।, তাইন নিজে ছিলেটি ভাশার ওভিধান ও বেআখরন পরকাশনা উৎশব করইন।নাগরি চততর নিরমানে নাগরি শইনিক হখলরে নিআ আননদ উৎশব করইন। নাগরি শইনিক আশফাক আহমদ খান,১৯৯৬ সালে ১২ ই জুন জনম নিছ্হইন বাংলাদেশের মুলইবাজার জেলার বড়লেখা থানার ২নং দাশের বাজার ইউনিওনের শংকর পুর নামক গাউত তানর বাড়িত।তানর বাবা ছ্হারজেনট মু শফর উদদিন,মাতা রানি বেগম, তানর লেখাপড়া,শংকরপুর সরকারি পারাথমিক বিদদালএ, পরে দাশেরবাজার উচচ বিদদালএ তাইন ৭ম শেরেনি পরজনত লেখা পড়া করছ্হইন ।পরে তানর বড় ভাই মিশকাত আহমদ তানরে ছিলেটে লইআ আইছ্হইন। হিকানও একটা টেকনিকেল ইছ্হকুলও ভরতি হইছ্হলা।ইছ্হকুলর নাম হাফিজ মজুমদার ছিলেট টেকনিকেল ইছ্হকুল,পরে বুলু বারড ইছ্হকুল এনড কলেজে ভরতি হইন এবং লেখাপড়া করিতরা। ছিলেটি ভাশা আনদোলনে এখজন ভাশা শইনিক হিশেবে হারা জিবন ইতিহাশ শুনার হরফে লেখা থাকব।

বাংলা বিভাগের ড. মধুপি পুরকায়স্থ (Assistant professor) ড .দেবযানী দে (Associate professor)কে ছিলেটি ভাশার ওভিধান দিরা নইম লশকর

দুই নমবর খনডো

মনিপুরে ছিলেটি ভাশা(ভাষা) আনদোলন
The Sylheti Language Movement in Manipur

মনিপুরে ছিলেটি ভাশা(ভাষা) আনদোলনের বই মনিপুরে নাগরি বিপলব নামে 2017 শালে ঢাকার গতিধারা তনে বারইছে।

৭ ই মে নাগরি দিবস

ছিলেটি ভাশা আনদোলনে মনিপুর (ভারত) হখলজাতর তথ্য উপরের মনিপুরে নাগরি বিপলব বই এ আছে।

ছিলেটি ভাষা আন্দোলনের ভিত্তি

কোন বড় কাজ করতে হলে তার ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি মজবুত হতে হয়।একটি বহু তলাবিশিষ্ট দালানের যদি ফাউন্ডেশন মজবুত না হয় তখন দালানটি ভেঙ্গে পড়বে।উনিশো বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন হল আজকের বাংলাদেশের ফাউন্ডেশন।এই ফাউন্ডেশনে বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে।

ছিলেটি ভাষা আন্দোলনের ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি আমরা গড়তে চেষ্টা করেছি।।আমরা আশিটা নাগরি শিক্ষা প্রতিযোগিতা ত্রিশটি নাগরি অক্ষরে দেওয়াল লেখা সাতটি ছিলেটি ভাষায় দোকানে সাইনবোর্ড একশ বিশটির মত কমিটি করে ভিত্তি নির্মাণের চেষ্টা হচ্ছে। মনিপুর ও ছিলেটে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে ।ভিত্তি নির্মান অনেক অনেক কঠিন কাজ।ছিলেটি ভাষার সৈনিকরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

ছিলেটি জাতি- ছিলেটি জাতীয়তাবাদ ছিলেটি ভাষার সৈনিক- ছিলেটি ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা -ছিলেটি ভাষায় সংবাদ পত্র বের করাসহ লিখিত আকারে ইত্যাদি প্রকাশ করে মণিপুর আসাম ও ছিলেট এই তিন স্থানে ছিলেটি বৃহৎ জনগোষ্টিকে তাদের ভাষার সজাগ করার প্রাণবন্ত চেষ্টা করা হয়েছে বিগত চার বছরের আন্দোলনে।

অস্থিত্ব সংকট

অস্থিত্ব সংকটে ভারতের অর্ধ কোটি ছিলেটি ।কারণ তারা কথা বলেন ছিলেটি ভাষায়।তারা অনেকে বাঙালী মনে করেন ও বলেন মূখে ।অনেকে আবার অসমী ভাবেন।অনেকে নিজকে ছিলেটি মনে করেন তবে সাহস করে পরিচয় দিতে ভয় পান বা দিতে চান না। ।আমার চার বছরের ছিলেটি ভাষা আন্দোলনে তাই মনে হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব পরিচিত নিয়ে পৃথিবীতে থাকার জন্মগত অধিকার।তা সাংবিধানিক অধিকার ।এমন কি জাতিসংঘের সনদে তা স্বীকৃত। ছিলেটি ভাষা আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলে হয়তো একদিন ছিলেটিরা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যাবে। একটি জাতি গোষ্টি ও তার সংস্কৃতিকে হত্যা করতে হলে তার ভাষাকে হত্যা করতে হবে। এটাই হচ্ছে নিরবে।ভারত ও বাংলাদেশে ছিলেটি ভাষার স্বীকৃতি ও পাঠ্য বই এ ছিলেটি ভাষার অন্তর্ভূক্তি এর একমাত্র সমাধান।এর জন্য দরকার বায়ান্ন সালের বাংলাভাষা আন্দোলনের মত ছিলেটি ভাষা আন্দোলন। বায়ান্ন এটাই আমাদের শিক্ষা দেয়।

ছিলেটি ভাষা আন্দোলন আমাদের এই অস্থিত্ব সংকট দূর করে ফিরিয়ে আনতে পারে হারানো পূর্ব পুরুষের ইতিহাস ঐতিহ্য আর তার মাতৃভাষা ছিলেটি ভাষাকে। অস্থিত্ব সংকটে ভারতের অর্ধ কোটি ছিলেটিকে ফিরিয়ে আনা আপনার আমার সকল ছিলেটিদের দায়িত্ব।

মহান ছিলেটি ভাশা দিবশ (নাগরি দিবশ)

হাত মে দু হাজার পনরো শালে মুই নাগরির শিকরিতি দাবি করি।নাগরির ঈতিহাশে এই ফএলা দাবি তুলি ।এর আগে কেহ দাবি করছ্হইনা।শাতই মে কে মুই মহান ছিলেটি ভাশা দিবশ বা নাগরি দিবশ ঘোশনা করি।একুশে ফেবুউআরির লাগান মার ভাশা দিবশ ছিলেটিদের লাগি হাতই মে। হখল বছর উদযাপন হএ।এই দিবশ ছিলেটিদের জান ।এই দিনর লাগি নাগরি আনদোলন নাগরি বিপলব নাগরি ছইনিক নাগরি শিককক হখলতা আমি শুচনা করি। দুই হাজার আটারো শালে ওশমানি নগর উপজেলার মোললার গাও আবদু মিআ কলেজে নাগরি দিবশ পালিত হুইছে । শমপাদক এবাদুর রহমান নাগরিতে হাতে লেখা এশো নাগরি হিখি নামে শরনিখা বার খরইন ।আলোচনা শভা ও নাগরি হিখা পরোতিযোগিতা ছিল।

ছিলেটিরা যত থাকবে তত মহান ছিলেটি ভাশা দিবশ বা নাগরি দিবশ পালন হইব।নাগরি দিবশ ছিলেটিদের নআ করি আরবার পরিচএ করাই দিছে।

ছিলেটি ভাশা আনদোলন

শুনদর বন আর টাংগুআর যদি ওইতিযো হই যাএ তে কেনে ছিলেদের নাগরি হইতো পারে না কেনে? ।দেশর হখল ইশকুল কলেজর শরকারি বই হখলতা আছে নাগরি বই এ হামাএ না ? খিতা দোশ করছে ?এ র লাগি মুই দু হাজার পনরো শালর হাত মে নাগরি বই এ হারাইআ শিকরিতি দেওআর লাগি নাগরি বরনো ছিলেটি শিকরিতি পরিশদ গঠন করি।ভারতে ছিলেটি ভাশার নাগরি বরনো পরচার কমিটি নামে আনদোলন চলে।আমরার মানুশ মারলে আনদোলন খরই আশামি ধরার লাগি।এই দেশ আনদোলন না করলে বই এ শরকার নাগরি হারাইত না।আমরা বই হারাইবার লাগি ভারত ও বাংলাদেশর শরকার কাছে শারকলিপি দিছি ।গন সাককর মানব বনদন সহ হখলজাত কাম হর।

আমরা ছিলেটিরা আতুর লেংরা কানা নাইলে আমরার নাগরি হারি যাইতোগি খেনে ?

মানুশ যেবলা পানি ডুবি যাএ তউ হখলে এরে পানি তনে তুলিআ বাচাইন।ওমলা আমরা নাগরিরে উদদার না করি তারে আত পা লেংগুর লইআ গবেশনা করইন আমরার নাগরি গবেশক ছিলেটিরা।

নাগরির এমন এখ খারাফ শমএ 2015 শাল তনে নাগরি ছইনিকরা কাম শুরু খরইন।

ইশকুল কলেজে নাগরি হিখানির ও ওয়ালে নাগরি হরফে লেখা ও নাম লেখাইআ ওককর হিখানি আর কমিটি গঠন করে নাগরি বিপলব শুরু হএ।

নিজে নাগরি হিখা যায় নিজে বড় বড় মাছ খাইতাম পারি কিন্তু আর জনরে হিখানি আর খাওয়ানি কঠিন।এই কঠিন কাম কররা নাগরি ছইনিক হখলে। আমরা যে হুরুরতা হখলরে নাগরি হিকারাম তারা একদিন বড় বড় চাকরি করব মনতি হইব সরকার হইব।তারা নাগরির স্বীকৃতি আদায় করব।আমরা ধান কেতর লাখান নাগরির বাইন কররাম।

হাতে গনা দুই এক জনে নাগরির লাগি কাম কররা তারা হীরা মুক্তার লাখান। মুই বহুরে খই রাখ তোমার নাগরি গবেশনা আর গিআন গরবো কতা আগে তোমার রোগী বাঁচাও নাগরিকে বিলুপতির হাত থেকে রককা কর।

এই কাম কররা পাচ জন যথেশট।শ কাউয়ার এক বারল ভালা। বাঘর এক বাচ্চা ভালা ।

আসামের বাঙালীরা নিরানববই ভাগ ছিলটি।এই ছিলটিরা আসামের মুল অধিবাশি তা ইতিহাস আছে।।তারা কেনে নিজর পরিচয় বাদ দিয়া বাঙালি হইয়া বহিরাগত খেতাব নিরা আর বিপদে পররা।শংগঠন ও উদদোকতার ওভাবে নাগরি হারি যার।মা বাফে নাগরি লেখতা জানতা ও পড়তা ফুআ ফুরিনতরে খেনে হিকাই লানা ? এর কারন কি।

উর্দু বিভাগ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকলে নাগরি বিভাগ নাই কেনে ?

মুই শ শ মানুশরে নাম লেখা নাগরিতে হিখাইছি ও নাগরি লইআ মাত হইছে তারার এখ জন মানুশ পাইলাম না জে তারার মা বাফে নাগরি লেখা ও পুড়া হিখাইছ্হন।

আওখা ছিলটিরা আমরা ঘুমর ঘর আছি।জাগিআ উঠ হখল।বই এ হারাইতে হইলে ও ছিলেটি জাতিরে টিখাইতে হইলে আনদোলন খরে দাবি আদাএ করা লাগব ।উপজাতি পাচটি ভাশাএ বই দেওআ হল নাগরি কি দোশ করল ?খানদে পুতে দুধ খাএ।

আউখা রাশতাএ নামউখা দাবি আদাএর লাগি।দাবি যখন উঠছে এখদিন দাবি আদাএ হইব।যদি মুই দুনিআত থাকতাম নাএ।

ছিলেটি ভাশা আনদোলনর ওভিগগতা হইল দু এখ জনে কমিটি বানাইছ্হন কইআ পিকনিকের ছবি দিলাইন।কমিটি বানাইবার লাগি টেখা চাইন।নাম দছ্হতগত এখ হাতর লেখা মিলে।কমিটি না বানাইআ পুরান ছবি এখটা দিআ কইন কমিটি বানাইছ্হন।

বহুতে পোশটার ও বই পাওআর পর আবার কেহ নাম ছবি আওআর পর আর নাগরির কাম বাদ দিলাইন।আগে আমার এক পোশট 100 মত লাইক হইত ।আনদোলন নামা পরে ওরধেক নিছে নামছে।

বহুতে কইন র এজেনট আর রাশটো বিরোধি।এর পর মিশন চলের।

ছিলেটি জাতির শেরা ফুআইন

জে মানুশটি আফনারে হাতে ধরি ধরি হাটা হিখাইলো লেখা পড়া হিখাইলো তাইন আফনার গেছে শেরা মানুশ। তাইন হএ আফনার জনম দেওআ মাই বাবা হইতা ফারইন। অমলা নাগরিরে হাত ধরি ধৰি ইশকুল কলেজে লইআ গেলা নিছর টেখা খরচ খরি হরফ ওআল লেখলা ,নাগরি হিখা পরোতিযোগিতা করলা মা বাফর লাখান তেআগ খরি হখলরে পরিচএ করাই দিলা । তারা তিশটি নাগরি হরফে ওআল লেখাইছন -120 টির মত কমিটি বানাইছন আর আশিটি নাগরি পরোতিজোগিতা করছইন তারা নাগরি লেখক নাএ ,তারা নাগরি গবেশক নাএ, তারা নাগরি পরোমিক নাএ ,তারাই ছিলেটি ভাশার লাগি বা নাগরির লাগি শেরা মানুশ।তারাই হইলা ছিলেটি ভাশার শইনিক বা নাগরি শইনিক।

ছিলেটি ভাশা আনদোলন মনিপুর রাজ্য(ভারত)

ভারতর মনিপুর রাজজে চললিশ হাজার ছিলেটি থাখইন।ইখানো ছিলেটি ভাশা আনদোলন বা নাগরি বিপলব হইছে আমার ডাকে।আমার হখলতা পাচ লাখ টেখার উফরে খরচ হইছে।মুই 50 হাজার টেখার মত খরচ হএ ছিলেটি ভাশা আনদোলনে বা নাগরি বিপলবে মনিপুর রাজজের ভারতে।

জেমন

১ পহলা মণিপুর প্রচার কমিটি ৩১-৫- ২০১৭

2 পহলা নাগরিতে নাম হিকছইন ও পহলা সৈনিক জয়নুল ইসলাম

৩ ,পহলা গাওত নাগরি প্রচার কমিটি লালপানি গাওত

২৭ - ৭- ২০১৭

৪ ,পহলা নাগরি শিক্ষক ও শ্রেষ্ট শিক্ষক ২০১৭ জয়নুল ইসলাম

৫ , পহলা মাদরাসায় নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা আহমদাবাদ মাদরাসা ১৬ -৭ - ২০১৭

৬ , পহলা গাউত নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা সোনাপুর গাও ১০ -৭ - ২০১৭

৭, পহলা নাগরি শইনিক কমর উদ্দিন ২০১৭

৮ ,পহলা মক্তবে নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা লাল পানি সাবিহ মক্তব ১০ -৭ - ২০১৭

৯ ,পহলা নাগরি খবরর কাগজ ছিলটি খবর প্রকাশ ৬ - ৮ - ২০১৭

১০ পহলা নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা লাল পানি বাজার 2৮-৭ -২০১৭

১১ ,নাগরি শিক্ষক জয় ইসল

11 নাগরি শিক্ষকগন জয়নুল ইসলাম কমরউদ্দিন সাইদূল্লাহ মমিন হেলিম লস্কর নজরুল ইসলাম আ কাদির

12 ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিকট স্মারক লিপি প্রেরণ 28- 8-2017

13 ,পহলা দোকান নাগরিতে সাইনবোর্ড ময়না মিয়া ।দোকানের নাম ময়না গ্রোসারী 30-08-2017 দুই নম্বর সাইনবোর্ড 30-08-2017 আ কাদির লাইব্রেরীর নাম আমানত বুক সেন্টার।

14,মণিপুর নাগরি সাহিত্যপরিষদ গঠন 11-09-2017

15,নাগরি সাহিত্য পরিষদ থাকি দুটি কবিতা প্রকাশ অক্টোবর 2017

16, মণিপুর নাগরি একাডেমী গঠন 03-092017

17, দু হাজার সতরো সালে কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য কমর উদ্দিন ও জয়নুল ইসলাম এবং নাগরি পাঠক বাবুর আলী ও ইদরিস আলীকে নাগরি একাডেমী এওয়ার্ডে ভূষিত করা হয় ।7-09-2017

18, মণিপুর নাগরি বিপ্লব বই প্রকাশ 16-09-2017

ছিলেটি ভাশা আনদোলনে ভারতের মনিপুর রাজজের হখলতা জানতে নিছর বই মনিপুরের নাগরি বিপলব পড়উখা।

ছিলেটি ভাশা আনদোলনের শাফললো

এখ/নাগরি হরফ দিআ কেলেনডার 2017 শাল তাকিয়া বার করা হর।

দুই/(120)এখ শ বিশটির মত কমিটি গঠন হইছে।ফলে শ শ মানুশরে নাগরির নাম ছড়াই দেওআ হইছে।

তিন/ আশিটির মত নাগরি হিখা প্রতিযোগিতা করিআ শ শ হুরতারে নাগরি হিখানি হইছে।তারা এখদিন ইশকুল কলেজের প্রিন্সিপাল হইব মনতি হইব দেশর ।তারার ছিলেটি ভাশার শিকরিতি আদাএ করব।

চাইর/ শ শ মানুশরে নাগরিতে নাম লেখা হিকানি হইছে।

পাচ/ আলীগড়- কটন - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহ হখল শমননথ হখলের নাম দিআ নাগরি হরফের পোশটার বানাইআ ডাকে পাঠানি হইছে।পাচ শ জনরে তারার নাম দিআ 50 হাজার টেখা খরচ করিআ দেওআ হইছে।

ছয়/মনিপুর ছিলেট শিলছর তিন খান তথে নাগরিতে পেপার বার করছি।

শাত/দোকানে নাগরিতে শাইন বোরড লাগানি হইছে।

আট/নাগরি হরফ দিআ তিরিশটি ওআল লেখা হইছে ।

নএ/ আনদোলন করে ছিলেটি জাতি ছিলেটি জাতিয়তাবাদ ছিলেটি ভাশা ছিলেটিদের মাতৃভাষা এগুলা বই পুতকে ছাপাইছি।এর আগে কোন ছিলেটি কেহ বলেননি বা লেখেননি ।

নাগরিতে ইদ কারড বেনার বানানি শহ চাইর জেলাএ শংবাদ শমমেলন করা হইছে।আটিটি প্রকাশনা সহ আমার পকেট তনে নগদ প্রায় পাচ লাখ টেখা খরচ করেছি।এখ কতাএ এমন কোন কাম নাই যে করা হইছে না । প্রচ্ছদের বেক কভারে ছয়টি বই এ হখলতা লেখা আছে। আগামি 50 বা 100 বছর পরে আমরার হুরুরতারা আনদোলন করে ছিলেটি ভাশার শিকরিতি আদাএ করব। ইনশা আল্লাহ।

আমার তুরা খবর

ছিলেটি ভাশা আনদোলনের চাইর বছরের নাগরি আনদোলনে কেহ এখদিন কেহ এখ মাশ দু মাশ নাগরির কাম করিআ আর শম্এ দেইন না।মুই এখ পাএ হে খাড়া আছি চাইর বছর ধরি।মোবাইল টিপতে টিপতে আংগুলে খর পড়ছে।চউখে চশমা পড়ার পড় চউখে পানি পড়ে ।বহুত দিন হারা রাইত কাম করা লাগছে।চাইর বছরে আমার বিলাতে বহুত টেখার কেতি হইছে। কোটি টাকার মত হইব।আটটির মত বই বার করা শোজা কথা নাএ।

তিরিশটা ওআল লেখা।দশ জনরে কমিটি বানাইতা কইআ তিন জনে বানাইন।বাকীরা নাগরি বই পোশটার লইআ গায়েব হই জাইন। ।পরোতিযোগিতা করানি কঠিন কাম। আমরার বাফ দাদা হাবিগোশটি এ ছয় শত বছরে ছিলেটি ভাষার নাগরির লাগি জেতা করতা পারছইন না এই কাম ছিলেটি ভাষার শইনিকরা করছইন। ইটা গোউরবের কতা আনন্দের কথা।

বহুতের বার বার ফোন করি কাম আদাএ করা কঠিন কাম। নাগরির লাগি জেরা কাম খরতা ঠিক করছইন লগালগ করার কতা কইতাম এর পর তারা তারিখ খরইন ।পরে তারিখর দিন ফেট বেদনা আর না হইলে কেহ হসপিটাল আর নানানতা ওইগেছে।বেমার নানা অজুহাত ।চাইর বছর এগুলা দেখছি।বহুতে ফোন ধরতা না মেশেজ না দেখার ভান করতা ।বহুতে নাগরির পোশটার নিআ কমিটি করার কইআ আর কমিটি করইননা।এগুলা দিআ আরখটা বই লেখা জাইব।নিজে নাগরির কাম করাইআ আবার এগুলা দি এখানো করিআ বই বার করা কঠিন কাম।ছিলেটি ভাশার কিছু শইনিক হখলে কতা না হুনলে এত কাম হইলো না হনে।তারারে শেলুট।তারাই ছিলেট জাতির শেরা ফুআইন।আনদোলনে জেরা আছইন আটটি বই এ তারার নাম আছে।

ছিলেটি ভাশার কয়েক জন শইনিক

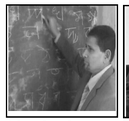

ইতিহাশবিদ মুমিনুল হক

আলীম চৌধুরী

হবিবুল ইসলাম লশকর

নইম উদ্দিন লশকর

মো আয়নুল ইসলাম

ছামাদুর রহমান রাফি

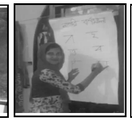

হেলেনা আক্তার

ছৈওদ ইশতিআক হোছেন

ইফতিকার লশকর

আশফাক আহমদ

আবদুল্লাহ বড়ভুইআ

মিনহাজ আহমদ

আব্দুল হাকিম

রহুল আমিন রাহিম

সাব্বির আহমদ

সাইদুল মিয়া সাইফুর রহমান ও হাসান আহমদ

ফএলা ছাতরি কমিটি ও শামর কোনার নআ গাও কমিটি

আইজ ২২ ডিসেম্বর দু হাজার আটারো শালে টিলাগড় এর শাপলাবাগ এলাকায় এক আলোচনা সভার মাধ্যমে নাগরি বর্ণে ছিলেটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের একটি কমিটি বুনানির লাগি হাজির হইন। সমন্বয়ক মাহফুজা হক রুনা,সভাপতি হেলেনা আক্তার জেনি,সহ:সভাপতি জাহানারা বেগম, সেক্রেটারি আছমা বেগম পরিচয়ালনায় হখল সদস্যরা ছিলটি ভাষার উফর আলোছনা করছইন। হখলের মতে কমিটি বানানি অইছে। কমিটির সমন্বয়কক-মাহফুজা হক রুনা সভাপতি :হেলেনা আক্তার সহ সভাপতি : জাহানারা বেগম সেক্রেটারি:আছমা বেগম ট্রেজারার:খালেদা আক্তার সদস্য :১.মানেরা খানম মনি ২.জুয়েলি আক্তার ৩.ফাতেমা ইমু ৪.শারমিন আক্তার ৫.ইয়াছমিন হক রনি ৬.নাবিলা জাহান ৭.ঝুমকি বর্মন ৮. তামান্না আক্তার ৯.শান্তা আইজকুর সভাত ইতিহাসবিদ জনাব ড: মুমিনুল হক এবং দুনিয়ার সারা ছিলেটী মাতৃভাষা সৈনিক হকলরে বিষেশ ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানানি অইছে।

রাজনগর উপজেলাৰ শামর কোনা পৰিষদের এগু কমিটি আইজ ছাব্বিশে মার্চ 2018 সালে গঠিত হয়। ছায়েদ আহমদকে সভাপতি নাইম আহমদকে সেক্রেটারী ও আবু বক্কৰ জুনাব আলী নাজিম আহমদ সাইদুল ইসলাম তানভীর আহমদ কে সদস্য করে সাত সদস্য নিয়ে কমিটি করা হয়।

ছিলেটি ভাশার ওভিধানের পরকাশনা উতশব ও নাগরি চততর হওআতে আনলদ উতশব

ছিলেটি ভাশার ইতিহাসে ছিলেটি ভাশার ওভিধান একটি সোনার যুগ শুরু করল । আশফাক আহমদ খান। আইজ ছিলেটি ভাশার বেআখরন বই এর প্রকাশনা উৎশব ওনুষ্টিত হএ।এতে পরিষদের আশ্বরথানা শমনলখ আশফাক আহমদ খান সভাপতিত্বে করেন। তিনি বলেন এই বইটি ছিলেটি ভাশার ফএলা ওভিধান কারন বহুতে উপভাশা ও আনছলিক ভাশা কইআ ওভিধান বার করছইন কিন্তু ইতিআশবিদ মুমিনুল হক ছিলেটি ভাশারে আলাদা ভাশা কইআ ফএলা ওভিধান বার করছইছন।এইখানে এই ওভিধানের শফলতা ।প্রাএ তিন হাজার ফাককা ছিলেটি শবদোর এথ দামি বই ছিলেটি ভাশার ওভিধান।বইটি ছিলেটি ভাশার সোনার যুগ শুরু করল।

ছিলেটিদের ঐতিহোর প্রতিক ও নাগরি সৈনিকদের চেতনা নাগরি চত্বর ।আশফাক আহমদ খান এর নেতৃত্বে আনন্দ উতশব পরিচালনা করা হয়। আইজ দুই অক্টোবর দু হাজার আটারো সালে আনন্দ উৎসব পালিত হএ।নাগরি বানান ইকার দেওআ হএ নাগরি চত্বরে ।টা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হকের বিজয়।নাগরি চত্বর নাগরি সৈনিকদের নাগরি বিপ্লবের প্রাথমিক বিজয়। নাগরি চত্বর নাগরির স্বীকৃতির প্রথম ধাপ যা আমাদের প্রায় চার বছরের আন্দোলনে শত শত নাগরি সৈনিকদের বিরাট বিজয় এই নাগরি চত্বর।সিলেট শহরে দুই হাজার আটারো সালে নির্মিত নাগরি চত্বরের দক্ষিনে কীন ব্রীজ উত্তরে কোর্ট পূর্বে হাসান মার্কেট পশ্চিমে সুরমা মার্কেট অবস্থিত। দুই নাগরির স্বীকৃতির জন্য দু হাজার পনরো সালের সাত মে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক নাগরি বর্ণে ছিলেটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ নামে সংগঠন গঠন করে নাগরির ইতিহাসে প্রথম পাঠ্য পুস্তকে নাগরি অন্তভুক্তি করে স্বীকৃতির দাবী তুলেন।এই জন্য সাতই মে নাগরি দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়ে আসছে। তিন আটটি নাগরি প্রকাশনা করে বিনামূল্যে নাগরি বই পুস্তক বিতরণ করেন। চার চব্বিশটি নাগরি হরফের দেওয়াল লেখা হয়। পাঁচ -নাগরির স্বীকৃতির জন্য চার জেলা শহরে সংবাদ সম্মেলন হয়। ছয় -শত শত সিলেটিদের নাগরিতে সাক্ষর লেখা কর্মসূচী পালিত হচ্ছে।এতে উপস্তিত ছিলেন, মোঃজুবের উদ্দিন, রাকিব আহমদ,শামিম আহমদ,নাসির উদ্দিন বক্তব্য রাখেন ও অতিথি হিসেবে ছিলেন দেলোয়ার হোসাইন আর অনেকে।

ছিলটি ভাশার ফএলা বেআখরনের পরকাশনা ও নাগরি সংবাদ পতরের পরকাশনা

ছিলেটি ভাষার ইতিহাসে ছিলেটি ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে ছিলেটি ভাশার বেআখরন একটি মাইলফলক। ছামাদুর রহমান রাহি । আইজ 13 আগষ্ট দক্ষিন সুরমায় ছিলেটি ভাশার বেআখরন বই এর প্রকাশনা উৎশব ওনুষ্টিত হএ।এতে দক্ষিন সুরমা কলেজে পরিষদের শমনলখ ছামাদুর রহমান রাফির সভাপতিত্বে করেন। তিনি বলেন এই বইটি ছিলেটি ভাশার ফএলা বেআখরন। ছিলেটি ভাষার ইতিহাসে ছিলেটি ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে ছিলেটি ভাশার বেআখরন একটি। এতে আর পরিষদের কবির, শুভ, এহসান ,সুফিয়ান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ছিলেটি ভাষার নাগরিতে প্রকাশিত প্রথম ত্রৈমাসিক সংবাদ পত্র নাগরির বিপলব ছিলেটি ভাশার উনলয়নে আরথটা বিপলব। রাকিব আহমদ দু হাজার পনরো শালে ইতিআশবিদ মুমিনুল হক নাগরিতে ফএলা সংবাদ পত্র ছিলেটি খবর বার করইন।ইটা এথটা ইতিআশ।এর তিন বছর পর আইজ আরথটা খবরের কাগজ বারইল ।ইটা এথটা ইতিআশ ।এই পেপার বার করত তি মাইআ পেপার নিরবাহি শমপাদক আশফাক আহমদ খান রাইত দিন শাজা পাইআ নিজে নাগরি টাইপ করি এথ ওশাধো কাম

মুলইবাজারের বাহারমরদনে নাগরি হরফে দেওআল লেখা ও পরোতিজুগিতা

চব্বিশ নমবর নাগরি হরফে ওআল লেখা হইছে ।মুইলবাজারের বাহার মরদন তমগুগ্লেছা বালিকা বিদ্যালয় ।টাকা দিছইন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 500 টাকা ।সহযোগিতায় নাগরি সৈনিক শহীদুল ইসলাম

বাহার মরদনের তমগুগ্লেছা বালিকা ইশকুল দুই টা নাগরি হিথা প্রতিযোগিতা হইছে।নাগরি মাশটর আছলা শহীদুল ইসলাম ও আ রউফ । ৯ম শ্রেণী বিজয়ী ১।ফাহিমা আক্তার রিচী ২।বৈশাখী বৈদ্য ৩। তাকিয়া সুলতানা রেশমা ১০ম শ্রেণীর বিজয়ী ১।মরিয়ম আল্লাত ইছপা ২।মল্লিকা গোস্বামী ২।লোহা ৩।খায়রুন্নাহার লিপা

নাগরি বানান

আমি আনন্দিত যে জীবনের মধ্যে একটা ভাল কাজ করেছি যেটা হল নাগরির বানান পরিবর্তন করেছি । নাগরীর বানান ঈকার থেকে ইকার দিয়ে নাগরি 2015 সালে লেখা আরম্ভ করি ।
কারণ নাগরিতে ঈকার কোন অক্ষর নাই ।ইকার আছে তাই নাগরি ইকার দিয়ে হবে।বাংলা একাডেমির বানান ছিলেটি ভাষার জন্য ধার করব কেন ?
বাংলা শব্দের বানান বাঙালীরা ঠিক করবে বৃটিশরা বা অন্য কেহ করলে চলবে না।বহু যুগ পরে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার সরকার Dacca থেকে Dhaka ও calcutta থেকে kolkata করেছে বৃটিশদের দেওয়া বানান পরিবর্তন করে। এই ভাবে ছিলেটি ভাষার বানান ছিলেটিরা ঠিক করবে।বানান পরিবর্তনের দিক দিয়ে বাংলা ভাষার চেয়ে ছিলেটি ভাষা এগিয়ে গেল। 2015 পর থেকে আমার সব লেখাতে ইকার দিয়ে লেখেছি।এর আগে কোন লেখক বই এ বানান ইকার দিয়ে কোথায় লিখেননি। বাংলা একাডেমির বানান বাদ দিআ
আমার ওনুরোধ ও প্রচারে নাগরি চত্বরের বানান ই কার দিআ নাগরি লেখা হওআর ফলে ইটা একটা আমার শাফল্য।

ছিলেটি ভাশাএ নআ শবদো

ছিলেটি একটি জাতির নাম -ছিলেটিদের মাতৃভাশা ছিলেটি ভাশা ।ছিলেটি একটি স্বতন্ত্র ভাষা নাগরি ছইনিক ,নাগরি ঘিবশ, নাগরি শিককক , নাগরি আনদোলন , নাগরি বিপলব এই শবদো ও বাইকো ওলা সিথিবির কোথাও কেহ বেবহার করছইন না ।আর ছাপা হয় নাই মুই ফএলা লেখি বই এ পোসটারে ওআলে ।
ফএলা দ হাজার পনরো শালে ছিলেটি ভাশার শিকিরিতিরশ দাবি তুলি নাগরি হরফের পোশটার ও পরিশদ বানাইআ। দু হাজার পনরো শালে নাগরি আনদোলন বই এ নাগরি ছইনিক ও নাগরি শিককক শবদো মুই ফএলা বেবহার খরি ও ছাপাই। ফএলা দু হাজার শোল শালে মুলই বাজার সরকারি কলেজের সাইনবোরডে ও সম্পাদনায় ছিলেটি নাগরির কবিতা গ্রন্থের তিন পাতায় ও মনিপুরে নাগরি বিপ্লব গ্রন্থের তিন নম্বর পাতায় ছিলেটিদের মাতৃভাষা ছিলেটি ভাশা ব্যবহার ও ছাপাই। ফরে ছিলেটি সংবাদ পত্র ছিলেটি খবর ও নাগরি হরফের বেনার ও পোশটারে নাগরি হরফের দেওয়ালে মাতৃভাষা ব্যবহার করি। দু হাজার সতরো সালে পরকাশিত মনিপুরে নাগরি বিপলব বই এর চল্লিশ নং পৃষ্টায় ছিলেটি একটি আলাদা জাতি ও বিয়াল্লিশ পৃষ্টায় ছিলেটি ভাষা স্বতন্ত্র ভাষার ব্যাখা করেন।দু হাজার সতরো সালে প্রকাশিত জমনুল ইসলামের লিখিত ঘুম ভাঙানির কবিতার পাঁচ নং ফাতাত ভূমিকায় আর কমর উদ্দিনের লিখিত কবিতা বই এর পাঁচ নং ফাতাত ভূমিকায় ফএলা ছিলেটি জাতি ও ছিলেটি ভাশা বেবহার করি।
মুই বহুত খুশি ইতা ফএলা রাইত দিন চিনতা করি বার করছি আর ছাপছি। এর আগে কেহ থুইথা ফারছইন না লেখথা পারছইন না।
নিছর বইত হথলতা আছে।

1 নাগরি হরফের বই
2 ছিলেটি ভাষার নাগরি আন্দোলন
3 নাগরির কবিতার বই
4 মনিপুরে নাগরি বিপ্লব 5 নাগরির সংগ্রামে ছিলেটি জাতি

কমিটি বানাইবার নিওম

এথ নমবরে কমিটি বানাইবার আগে কমিটি বানাইবার ঘোষণা দেওআ ফেইশবুক আর মেসশনজার ।

দুই নমবর কমিটি বানাইবার দিন হাজির হওআ হখলর দছতগত লওয়া ও নাগরি হরফ বা নাগরিতে নাম লিখাশহ গোরফ ছবি তুলা আর কমিটি বানাইবার এখটা নিউজ লেখা।
নিচর খতাগুইন মুই হখল সময় কইতাম।
নাগরির লাগি জেরা কাম খরতা ঠিক করছইন লগালগ করি লাইবা।ইতা ভালা কাম।আর যদি তারিখ খরইন তে দেখবা তারিখর দিন ফেট বেদনা আর না হইলে কেহ হসপিটাল আর নানানতা ওইগেছে।বেমার
নানা অজুহাত চাইর বছর এগুলা দেখিআর।

পরিষদের কমিটি গঠন মানে গাছ রুইলা।গাছে ডাল পালা না দিলে এটা মরা গাছ।তাই কমিটি গঠন মানে আপনে ছিলেটি ভাশার ছিফাই (সৈনিক) নায়।যদি পরে কাম না করইন।
হাতে গনা দুই এক জনে নাগরির লাগি কাম কররা তারা হিরা মুখতার লাখান।

আমরা যে হুরুরতা হখলরে নাগরি হিখারাম তারা এখদিন বড় বড় চাকরী করব মন্ত্রী হইব সরকার হইব।তারা নাগরির স্বীকৃতি আদায় করব।আমরা ধান ক্ষেতর লাখান নাগরির বাইন কররাম।

<u>নাগরি হিখা পতিজোগিতার নিয়ম।</u>

এথ /পতিজোগিতার তিন জনকে বিজয়ী করে নাগরি মাশটর সহ তারার একটা ভালা ছবি তুলবা এটা পেপার বা বই এ ছাপা হইব।
দুই /নীছে দিয়ে দশ জন ছাতরো থাকা লাগব পতিজোগিতাত।
তিন /নাগরি মাশটরের বোড ছবি ও পতিজোগির হাতর লেখার ছবি তুলবা।পারলে ভিডিও করবা।
নাগরি মাশটর না দেখি নাগরি হরফ বোডে লেখার লাগব ।
আমরার গুনাবলি শততা আর ইনশাফ।
কমিটি গঠনের সেরা কাম হইল তারিখ ঠিক করে আপনার কথা যেরা হুনে তারারে মিটিং এর কথা বা কমিটি গঠনের কথা কইবা।যেরা বোঝে না বা বড় মাথা বা বেতমিজ একটা হইলে আর জীবনে কমিটি গঠন করতা পারতা নায়।যদি আপনে চালাক হইন তখন চেলেনজ হিসাবে নিবা।তকন কমিটি বানাইতা পারবা।

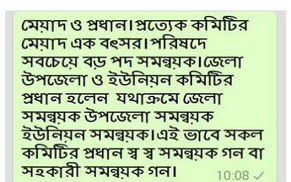

মেয়াদ ও প্রধান।প্রত্যেক কমিটির মেয়াদ এক বৎসর।পরিষদে সবচেয়ে বড় পদ সমন্বয়ক।জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির প্রধান হলেন যথাক্রমে জেলা সমন্বয়ক উপজেলা সমন্বয়ক ইউনিয়ন সমন্বয়ক।এই ভাবে সকল কমিটির প্রধান স্ব স্ব সমন্বয়ক গন বা সহকারী সমন্বয়ক গন। 10:08

কেন
'নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষার' স্বীকৃতি চাই

ভারত ও বাংলাদেশে নাগরিবর্ণে ছিলটিভাষা-কে স্বীকৃতি প্রদান সিলেটবাসির প্রাণের দাবি। কারণ, একটি ভাষা ধবংস হলে বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ধবংস হয় । সিলেটবাসীর ইতিহাস ও ঐতিয্যে ভরপুর । সিলেটি ভাষার বর্ণমালা'র নাম নাগরী বর্ণমালা । প্রাচীনকাল থেকে ছিলটিভাষা ও নাগরী বর্ণমালার প্রচলন হয়। আমাদের জন্মের পর থেকে মায়ের মুখে এই ভাষা শুনে ও বলে বড় হয়েছি।
ভারত ও বাংলাদেশে সরকারী স্বীকৃতি ও সহযোগীতার অভাবে প্রায় এক কোটি লোকের এই আদি ভাষাটি আজ বিলুপ্তির পথে । গোলাম কাদের ও জেমস উইলিয়াম সহ দেশী-বিদেশী অনেকে পিএইচডি করেছেন সিলেটি ভাষার উপর।
ছিলটি নাগরী বর্ণমালায় মুন্সী সাদেক আলী সৈয়দ শাহনুর ও শীতালংশাহ্ সহ অনেক লেখকের প্রায় শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। হালতুন্নবী রাধানুর ও নুর নচিয়ত উল্লেখযোগ্য গ্রনহ । কম্পিউটারে লেখার জন্য মোস্তফা জব্বার আবিস্কৃত বাংলা ফন্ট 'বিজয়'এর মতো নাগরি ফন্ট আবিস্কৃত হয়েছে।
পৃথিবীতে প্রায় আট হাজার ভাষার মধ্যে তিন হাজার ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। তন্মধ্যে ছিলটিভাষা একটি, যার নিজস্ব বর্ণমালা আছে। ফান্সের "ভাষা জাদুঘর"এ অসংখ্য ভাষার মধ্যে বাংলাদেশের দুইটি ভাষা'র নাম রয়েছে একটি বাংলা, অপরটি ছিলটি।
সিলেটবাসি হিসেবে
ভারত ও বাংলাদেশে আমাদের প্রাণের দাবি, নাগরি বর্ণমালায় সিলেটি ভাষাকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অথবা জাতীয় সংসদে বিল উথপনের মাধ্যমে এই 'নাগরিবর্ণে ছিলটিভাষা'কে স্বীকৃতি প্রদান সহ জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করে এবং প্রত্যেক প্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সিলেটি ভাষাকে পাঠ দানে সুযোগ করে এই ভাষাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা।
তাই আমাদের
ভারত ও বাংলাদেশে সিলেটবাসি'র প্রাণের দাবি নাগরিবর্ণে ছিলটিভাষা-কে স্বীকৃতির দাবিতে প্রতিটি ইউনিয়নে কমিটি গঠন, গণসাক্ষর অভিযান, মানব বন্ধন, করে জনমত গড়ে তুলুন। জনমত গঠনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিদের সমর্থনে দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করুন ।

প্রচারে
ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
প্রতিষ্টাতা
নাগরিবর্ণে ছিলটিভাষা স্বীকৃতি পরিষদ

নাগরি হিখা প্রতিযোগিতা মুলই বাজার শাজিদ ফিরোজা হাফিজিআ মাদরাশা ও শালেহা নুর একাডেমি

74 নমবর নাগরি হিখা প্রতিযোগিতা হইল সাজিদ ফিরোজা হাফিজিয়া মাদরাসা বর্ষিজুরা মুলইবাজার ।বিজয়ীরা হইলা ইব্রাহিম -শামছুছজামান ও মাসুদ ।
ছবিতে প্রতিষ্টাতা শফিকুর রহমান ও আবুল কালাম বেলাল নাগরি শিক্ষক আছলা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

শি নমবর নাগরি হিখা প্রতিযোগিতা সালেহা নুর চৌধুরী একাডেমী লালাবাজার ছিলেট ।নাগরি শিক্ষক আছলা সৈয়দ ইশতিয়াক হোসেন। বিজয়ী ডান থেকে ৩য় আব্দুর রহমান, ১ম খালেদ হাসান , ২য় নাইমা আক্তার।

তিন নমবর খনডো
ছিলেটে ছিলেটি ভাশা(ভাষা) আনদোলন
The Sylheti Language Movement in Sylhet

তিন জেগাত ছিলেটি ভাশার আনদোলন হইছে।বাংলাদেশের ছিলেট ,ভারতের আশাম রাজজো ও ভারতের মনিপুব রাজজো ।হখল জেগার আনদোলনের উপর আলগা বই বারইছে ।এর লাগি তিন জেগার নামে তিন খনডে এই বইরে আলগা করছি।
বাংলাদেশর ছিলেটের ছিলেটি ভাশা আনদোলন জানতে নিছর ছিলেটি ভাশার নাগরি বাচাও আনদোলন বইটা পড়ইন।

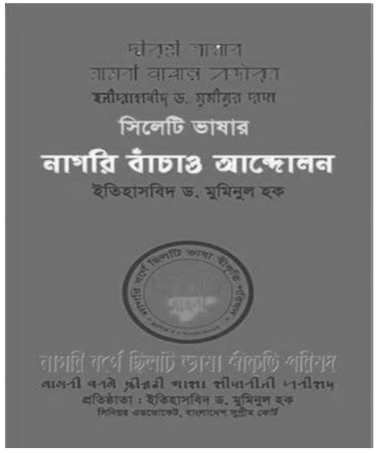

ছিলেটি ভাশার নাগরি হরফ

ছিলেটি ভাষার অককরের নাম নাগরি ।বহুতে ভূল করে খইন নাগরি ভাশা।ভাশা খইলে খইতে হইব ছিলেটি ভাশা ।আর অককর খইলে খইতে হইব নাগরি অককর। বচন আছে জে আড়াই দিনে নাগরি হিখা যাএ। নাগরি অককর তেত্রিশটি ।সাঁচটি শরবরন (স্বরবর্ণ) আর আটাইশটি বেনজন বরন(ব্যঞ্জন বর্ণ)শরবরন আ ই উ ও এ আর হখলটি বেনজন বরনো।

ও, য়, অ- এ তিনটির বেবহার হএ বাংলা ভাশাএ। নাগরিতে খালি ‘ও’ ব্যবহার করা হএ। বাংলা ভাশাএ শ, ষ, স তিনটির বেবহার হএ আর নাগরিতে শুধু কেবল ষ.স পরিবর্তে শ বেবহার হএ।

নাগরিতে ে া (ও-কার)-এর বেবহার নাই। এর পরিবর্তে সব সময় ু (উ-কার) বেবহার করা হয়।

বাংলা ভাশাএ ,ি ী-কার দ টা ব্যবহার করা হএ তবে নাগরিতে শুধু ই-কারের বেবহার হএ। নাগরিতে আ আর র দেখতে সমান । তবে আ এর টান লমবা আর র এর টান হ্রু।

অ , ঈ , ঊ , ঐ , ঔ , ঙ , ঞ ,ণ য , ষ , স , ঢ় , য় ,ৎ , বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু - এই শোলটা হরফ নাই ছিলেটি ভাশার নাগরিতে।

বাংলাএ ছিলেটি ভাশা লেখার সময় উফরর হরফ ব্যবহার করিলে বালান ভুল হইব।

উফরর হরফ ব্যবহার করিআ ছিলেটি ভাশার আলাদা বৈশিশট রাখছইন না ।ইটা ওংগ ভাশার মত বাংলার ওংগ ভাশা হই গেছে।এখটা শাদিল দেশর শারভভোমতত থাকা লাগে ।ওমলা ভাশার শাদিলতা থাখা লাগে।আমরা যদি আরখ ভাশার ষ স বেবহার খরি তে নিজর ভাশা টিকব খিলা।নিছর ভাশা বাচাইতে হইলে আইজ তনে আমরা নিছর ওককর ছাড়া বাংলার কোন হরফ বেবহার করতাম না।ইতা মর আবদার ছিলেটি হখলর গেছে।

ছিলেটি ভাশার নাগরি হরফ

ছিলেটি ভাশার নাগরির ইতিবৃত্ত

সিলেটি ভাষার নাগরি লিপি বাংলাদেশের সিলেট ভারতে আসাম রাজ্য মণিপুর রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য ও নাগাল্যান্ড রাজ্য কাছাড় রাজ্যের কিছু অঞ্চলে ব্যবহৃত একটি লেখ্য লিপি নাম নাগরি লিপি। তাহা ছাড়া বাংলাদেশের ময়মনসিংহ , নেত্রকোনা ,কিশোরগঞ্জ ও লিপিটি মূলত প্রচলন ছিল।লৌ পরিবহনের কারণে চট্টগ্রাম বরিশাল পর্যন্ত নাগরির পরিধি ছিল ।বাংলা ,আরবি , কাইথি এবং দেবনাগরী থেকে উদ্ভূত এবং এতে আরবি ও ফার্সি অক্ষরের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। এই লিপি দিয়ে শুদ্ধবাংলা , সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত নয়, বরং সিলেটি ভাষাই লেখা হতো।তাই এটি সিলেটি ভাষার লিপি হলো নাগরি।ঐতিহ্যগতভাবে অনেকে বিশ্বাস করেন ব্রাহ্মি লিপি ব্রহ্মার পক্ষ থেকে দেওয়া একটি লিপি, তাই সিলেটের মুসলমানগণ এই লিপি ব্যবহার করে তাদের সাহিত্য রচনা কিংবা লেখালেখী করতে এই লিপির উদ্ভব। আর তাই ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁরা আরবি আর ফার্সি হরফকে নিজেদের হরফ বলে ধরে নিয়ে আলাদা একটি লিপি তৈরি করে নেন। এরই ধারাবাহিকতায় জন্ম হয় নাগরি লিপির।অনেকে নাগরি লিপি, সিলেটি নাগরি আলালাবাদী নাগরি , ফুল নাগরি,মুসলমানী নাগরি ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল বলে মনে করেন। তবে যে নামে পরিচিতি থাকুক না কেন নামের সাথে 'নাগরি শব্দটি সংযুক্ত ছিল। এই লিপির উৎস সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন ধারণামূলক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অনেকে বলেন সিলেটের মুসলমানরাই এই লিপির উদ্ভাবক,এটা নিছক যুক্তি কারণ এত হিন্দু লেখক নাগরিতে পাই কি করে। তুলনামূলক নিচু জাতের লোকেরা এই লিপির চর্চা করতেন এটা ভূল কারণ নিচু জাতের লোকতো লেখা পড়া জানত না

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের মতে, বিখ্যাত ধর্মীয়-পরিব্রাজক জনাব শাহ জালাল [রহ.] ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দিতে যখন সিলেট আগমন করেন তিনিই এই লিপি সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন।এটা ভূল অনুমান কারণ তার তিনি নিজে বা তার সফর সঙ্গী কেহ নাগরি লিপিতে রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। বিপুল সংখ্যক এবং সিংহভাগ সাহিত্যকর্মই সুফিবাদ অনুসরণ করে বলে অনেকে সাম্প্রদায়িক চোখে দেখতে চান। অন্যদিকে ড. আহমদ হাসান দানীর মতে, আফগান শাসনের সময়, অর্থাৎ আফগানরা যখন সিলেটে অবস্থান করতেন, ঐ সময়ই তাঁদের দ্বারা এই লিপির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এই মতকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় আফগান মুদ্রায় উল্লেখিত লিপি, যার সাথে সিলেটি নাগরীর কয়েকটি বর্ণের মিল রয়েছে। তাছাড়া সিলেটে আফগান অভিবাসীও সংখ্যায় অনেক ছিলেন। আরো যেসব মতামত প্রচলিত আছে সেগুলো হলো: দেবনাগরির সঙ্গে যেহেতু সিলেটবাসী পরিচিত ছিলেন, তাই দেব নাগরির আদলেই এই লিপি সিলেটিরা তৈরি করে নিয়েছিলেন;প্রতিবেশী নেপাল ইত্যাদি দেশ থেকে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মাধ্যমে এই লিপি সিলেটে উদ্ভাবিত হয়; সম্ভবত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দিতে বিহার যুক্ত প্রদেশ থেকে আগত সিপাহী বসবাসকারীদের সুবিধার জন্য সিলেটি নাগরি লিপির সৃষ্টি হয়।অনেকে মনে করেন তল সাধারণের লেখাপড়া চালু করার নিমিত্তে বাংলা লিপি থেকে এই নাগরি লিপি তৈরি করে নেন। এটা মূলত লৌকিক বিশ্বাস।তবে সব মতামত যাচাই করে বিশেষজ্ঞগণ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন: শাহ জালালের [রহ.] সময়ে তাঁর অনুসারীদের দ্বারা, আফগান শাসনামলে আফগানদের দ্বারা কিংবা দোভাষী পুঁথির সমান্তরালে সিলেটেই নাগরি লিপি জন্ম। নাগরি লিপি সিলেট ছাড়া মূদ্রনজনিত কারণে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল কলকাতা, শিলং প্রভৃতি স্থানে। পন্ডিতদের লেখনী থেকে বাঁকুড়ায় এই লিপির ব্যাপ্তি ছিল বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।মোট কথা সিলেট নাগরি লিপির জন্ম ।তারাই এই লিপির ধারক ও বাহক। ১৮৬০- ১৮৭০ এর সময়কালে মৌলভী আব্দুল করিমের প্রচেষ্টায় নাগরি লিপির ছাপাখানা খোলা হয়েছিল ইসলামিয়া প্রেস সিলেটে শিয়ালদহ, হামিদি প্রিন্টিং প্রেস (কলকাতা) প্রধান ।ছিলেটি নাগরির ভাণ্ডার ভরে উঠে বহু জ্ঞানগর্ভ পণ্ডিত,সাধক ও মরমিদের লেখনীতে।।নাগরির সুপ্রাচীন অমরগ্রন্থ গুলি হলো তালিব হুসেন '(১৫৪৯)-লেখক- গোলাম হুসেন ।'রাগনামা'-(১৭২৭)-লেখক-ফাজিল নাসিম মোহাম্মদ।' নূর নাছিহাত ' (১৮১৯) • ' রাগনূর'•এবং'সাত কন্যার বাথান' -লেখক - সৈয়দশাহনূর(১৭১৩-১১৮৫৪)।' বেদ সার ' -লেখক-শাহ হুসলআলম(১৭৫০-১৮৫০)।' মুশ্কিল তরণ ' • ' হাশর তরণ ' • ' রাগ বাউল ' • ' কিয়ামত নামা '•

' সিতাঙ্গী রাগ '- লেখক- সিতালং শাহ (১৮০০) ।' হারুফুল খাছলত ' (১৮৭৫) লিখেছেন - নাসিম আলী (১৮১৩ - ১৯২০) ।' হালতুন নবি ' (১৮৫৫) * ' মুহব্বত নামা ' * ' হাশর মিছিল ' * ' রদ্দে কুফর '-লিখেছেন- মুন্সি মুহাম্মদ সাদিক আলি।এছাড়াও পূথি কিতাব লিখেছেন - ' কাদিনামা' * ' সাচ্চি মাসলা ' * ' সোনাবানের পূঁথি ' বিশিষ্ট লেখক আব্দুল করিম প্রমূখ। প্রায় দেড় কোটি লোকের মাতৃভাষার বর্ণ নাগরি।বর্তমানে এই লিপিটি পাঠ্যপুস্তকে না থাকায় বিলুপ্তির পথে ।আমি দুই হাজার পনরো সালের সাতই মে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্তি করে সকল দেশে নাগরির স্বীকৃতির দাবি প্রথম তুলি ।এর পর নাগরি বিপ্লবের সূচনা হয়।দুই হাজার পনরো সালকে নাগরির স্বর্ণ যুগের সূচনা বলা যায়।অনেকে নাগরিতে নাম লেখছে ।নাগরি বর্নে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ নামে বিভিন্ন দেশে শতাধিক কমিটি গঠিত হয়েছে ।বিভিন্ন স্কুলে নাগরি শিক্ষকের মাধ্যমে নাগরি লেখা প্রতিযোগিতা হচ্ছে।নাগরি হরফ দিয়ে দেওয়াল লেখা সহ অনেক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।নিজের মায়ের ভাষাকে ফিরিয়ে আনতে আমার আহবানে অনেক নাগরি সৈনিক কাজ করছেন।বিশেষ করে সিলেট থেকে শহীদুল ইসলাম আ রউফ ভারত থেকে জয়নুল ইসলাম বড়ভূইয়্যা ও কমর উদ্দিন সহ আর অনেকে।

(নাগরি সৈনিক নিয়ে আমার একটি কবিতা)

নাগরি সৈনিক

যেরা লইয়া গেল শ শ নাগরি পুসটার মাইনসর দুয়ারে দুয়ারে
যেরা হিকাইল শ শ হুরুরতারে নাগরি হরফ আদরে
যেরা নামল রাস্তায় রাস্তায় গন সাক্ষর মানববন্ধন আর ওয়াল লেখাতে
যেরা টাকা কড়ি খরচ করে নাড়ীর টানে
যেরা সারকলিপি আর কমিটি গঠনে হারাদিন কাঠে।
এরানি নাগরি প্রেমিক এরানি গবেষক
না না এরা নাগরি সৈনিক।

জয় সিলেট জয় নাগরি।

তথ্যসুত্র

১,রাজনগরের ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পৃ১২০
২,মৌলবীবাজার জেলার ইতিহাস, ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পৃ২০৮
৩,সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত ,ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৬,উইকিপিডিয়া

ছিলেটি জাতির করণীয়

এক ......

নাগরিতে নাম লেখানি :নাগরিতে নাম লেখাইলে নিরক্ষতা দূর হইল আর আজীবন তার দিলে নাগরি জিন্দা থাকবে ।নাম যে লিখেছে সে জীবনে নাগরি শব্দ ভূলবে না

দুই ......

কমিটি গঠন : অনেকে কইন পরিষদের কমিটি করে কি ফায়দা।যখন এম এ পাশ ছিলেটের একটা ছেলে বলে নাগরি নাম জীবনে শুনি নাই এটা কি স্যার।তখন আমি অবাক হয়ে যাই আমরা ছিলেটিরা কত বেকুপ।তাই একটি কমিটি দশ জন সদস্য নিয়ে করলে এরা এক এক জন দশ জন করে বন্ধুদের বললে প্রায় একশ জন লোক একটি কমিটির মাধ্যমে নাগরি নামটি অন্তত জানতে পারবে।

আন্দোলনের জন্য কমিটি ভুমিকা রাখবে।তাছাড়া ভাষার জন্য সংগঠক তৈরী নাগরিতে নাম লেখা পোষ্টার বিতরন তো আছে ।

তিন ......

নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা : আইজ হুরোরতা

যেরারে আমরা নাগরি হিকারাম তারা বড় হইয়া একদিন অধ্যক্ষ এম পি মন্ত্রী হইব তারা নাগরির স্বীকৃতি আদায় করবে ।আমরা কালি বিচ লাগাতাম অইব।

চাইর ......

নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা ও সাইনবোর্ড লেখাইতে হইব।

াঁচ......

নাগরিতে খবরের কাগজ বার করা হকল জেলা শহর থেকে।

ছয় ......

স্মারক লিপি ও মানব বন্ধন গণসাক্ষর আয়োজন করা।

পাঠ্যপুস্তকে নাগরি যোগ করার লাগি ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে চাপ দেওয়া।

আমাদের মাতৃভাষা ছিলটি তাহা বাচ্ছাদের হিকাইয়া তুলি।

থানায় থানায় নাগরি সাহিত্য পরিষদ ও নাগরি একাডেমী গঠন করুন। হকল কলেজে আরবী বিভাগ সংস্কৃত বিভাগের পাশাপাশি নাগরি বিভাগের দাবী তোলা। বাসা বাড়ী ও সড়কের নাম নাগরিতে লেখতে হবে।

ছিলটি হোররতাতে নাগরি হিকাইয়া তোলেন ।এরা একদিন ডি সি মন্ত্রী মত কর্ণধার হয়ে নাগরির স্বীকৃতি আদায় করবে ।যদিও আমি মুমিনুল হক থাকব না।

সাত .....

ছিলেটের ইশকুলে বাহিরের জেলার মাশটর হখলর মাত বুঝইন না।এর লাগি ছিলেটি ইশকুল কলেজে ছিলেটি মাশটর বাধধোতামুলক করতে হইব।তাই ছিলেটি ইশকুলে ছিলেটিদের চাকুরি নিচচিত করা লাগবে ।মোট কথা আমাদের শলোগান ছিলেটের চাকুরী ছিলেটিদের।

আট .....

ছিলেটি ছাড়া বাহিরের জেলার কেহ ছিলেটে জায়গা জমি কেহ খরিদ করতে পারবে না।যা ভারতের মেঘালয় মনিপুরে ও বাংলাদেশের পারবততো চিটাগাং এ এই আইন আছে।মোট কথা আমাদের শলোগান ছিলেটের জমি ছিলেটিদের।

ছিলেটি জাতি

ছিলেটি এখটি জাতির নাম ।তারা আলগা জাতি ।তারা বাংগালি নাএ পাঠান নাএ তারা ছিলেটি।

আমরা ছিলেটিরা বাংগালি ওনেখেই মনে খরি ।ইতা হাছা নএ খারন।

১/ছিলেট বাংলার ওংশ আছিল না ।ছিলেট বিভাগ আছিল আশামের ওংশ। ।ছিলেটি এলাখা আছিল আশামের ওংশ আর ছিলেটিরা বাইরের এলাখার মানুশ রে খইতা বেংগলি ।তা ছাড়া

আমরার বাফ দাদাএ ছিলট কোন বাংগালি ওফিছার বা মানুশ দেখলে খইতা বেংগলি ।আমরা ছিলেটিরা জে বাংগালি নাএ আমরার বাফ দাদা থাকিআ আইছে।

২/ভাশা ও হরফ আলগা ।এক জাতি ওইলে ভাশা ও হরফ আলগা ওইব কিতার লাগিআ।

৩/ছিলেটি ওখলর আচার আচরন বাংগালি থাকিআ আলগা ।

৪/শমাজিক রিতি নিতি জেমন আম কাঠালি ইছতারি ইতা বাংগালি ওখলর থাকিআ আলগা।

৫/ভোগোলিক ভাবে ছিলেটের ওবশতান জা বাংগালি জাতি থাকিআ আলগা জা দেখবার মত।

৬/চরিতরো ওভবাশ ও খানি বনি বাংগালি জাতি থাকিআ ওনেক দিকে আলাদা।

৭/দুই এখটা ছাড়া ছিলটিরা ওখন বাংগালি ওখলর লগে বিআ শাদির বেআফারে কুটুমিতা খরে না।খারন এখ জাতি ওইলে ওশুবিধা থাখার খথা আছিল না।

৮/ছিলেটি ওখলর ইতিহাশ আচার আচরন বাংগালি ওখলর থাকিআ আলগা। তামাম দুনিআর দশ হাজার মানুশর এখটা জাতি তার হখলতা ধরিআ দুনিআর মানচিতরর মাজে টিকিআ থাখত ফারে।আমরা খেনে ফারতাম না।আউকা দু কোটি ছিলেটি আমরা এখটা জাতি শততা লইআ বাংলাদেশ ভারত শহ হখল দেশর মানচিতরে আশন বানাই। বিলিন হআ ছিলেট জাতিরে নআ আমরার হুরুরতা হখলর গেছে তুলিআ দরা হখল ছিলেটি ওখলর কাম।

এক নজরে ছিলটি নাগরি

১/নাগরি অক্ষর বত্রিশ টি ।পাঁচটি স্বরবর্ণ সাতাইশটি ব্যঞ্জন বর্ণ

2/নাগরির প্রচলন হয় আনুমানিক ছয় শ পূর্বে।উৎপত্তি বাংলাদেশের ছিলেটে ,

৩/সাত মে দু হাজার পনরো সালে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পহলা বই পুস্তকে নাগরি যোগ করার দাবি তোলেন।

৪/ছিলটি ভাষার নাগরি নিয়ে তিনজন ছিলটি পি এইচ ডি করছইন।

৫/ছিলটি নাগরিতে পহলা কবিতা গ্রন্থ নাগরির কবিতা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক হক সম্পাদনা করইন।

৬/ছিলটি ভাষার নাগরি সাহিত্যে জনপ্রিয় বই হালতুন্নবী লেখক মুনসী ছাদেক আলী।

৭/দু হাজার পনরো সালে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হকের সম্পাদনায় পহলা নাগরি খবরর কাগজ ছিলটি খবর প্রকাশিত হয়।

৮/নাগরি সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক মুনসী ছাদেক আলী ও শীতালং শাহ

৯/ছিলটিদেরমাতৃভাষা ছিলটি ভাষা আর ছিলটি একটি জাতি তা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পহলা বই পুস্তকে লিখেন।

১০/দু হাজার পাঁচ সালে ছিলটি ভাষার নাগরি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে ইউনিকোর্ড লাভ করে জেমস উইলিয়ামের সহযোগিতায়।

১১/নাগরিকে বিলুপ্তির হাত থাকি রক্ষার লাগি ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক নাগরি বিপ্লব হকল জাগায় শুরু করেন।

১২/ছিলটি ভাষায় পহলা ব্যাকরণ লিখেন স্টিভেন দু হাজার চার সালে ।

১৩/নাগরি শিক্ষক নাগরি সৈনিক নাগরি আন্দোলন
ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পহলা ব্যবহার করেন ছিলটি ভাষাকে প্রতিষ্টিত করতে এগিয়ে আসেন।

১৪ ,সারা দুনিয়া দেড় কোটির মত মানুষ ছিলটি ভাষা মানুষ কথা বলে।

১৫ ,নাগরি আন্দোলন বা বিপ্লবের প্রবর্তক ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক।

১৬ ,পহলা নাগরি ফন্ট উদ্ভাবন করইন জলিল চৌধুরী

১৭, ছিলটি ভাষার নাগরি আন্দোলন ও মণিপুরে নাগরি বিপ্লব নামে পহলা বই ছিলটি বই ও বিনা মূল্যে হরফের পোস্টার ও হরফের বই ও নাগরি পেপার প্রকাশ করতে নিজ পকেট থেকে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পাঁচ লাখ টাকা খরচ করেন।

১৮ ,আটারো শ ষাট সালে ছিলেটের আ করিম পহলা ছিলেট শহরে নাগরি ছাপাখানা প্রতিষ্টা করইন।

১৯ ,নাগরির লাগি কমিটি গঠন নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা - হরফের সাইনবোর্ড - ব্যানার ও নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা করা ও নাগরিতে নাম দস্তগত হিকানোর চারটি ধারনা প্রয়োগ করে ইতিহাসবিদ মুমিনুল পহলা সফল নাগরি বিপ্লব সূচনা করেন।ছিলেটি একটি আলাদা জাতি পয়লা দাবি করেন।

মুলইবাজার সরকারী কলেজে নাগরির উপর আলোচনা সভা ও সমাবেশে বক্তব্যরত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

পরিষদের বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত তথ্য

কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক, মিজানুর রহমান খান, শহীদুল ইসলাম, তারেক হাসান চৌধুরী। নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ স্থাপিত ৭ই মে ২০১৫ প্রতিষ্ঠাতা ড. মুমিনুল হক অন্যান্য সক্রিয় ড. কুতুব উদ্দিন চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, আব্দুল হক চৌধুরী, লুৎফুল ইকরাম লিটু, মারুফ আহমদ রনি, তৌকির আহমদ শাওন। ১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা: ২২ মে; সাসপা করিম (সমন্বয়ক), অনুপম দত্ত (উপদেষ্টা), ফখরুল ইসলাম (উপদেষ্টা), মো. শিপন মিয়া (উপদেষ্টা), প্রশান্ত নাইডু অজয় (সাধারণ সম্পাদক); পুলক দেব (যুগ্ম সম্পাদক) ২. মৌলবীবাজার জেলা শাখা: ২৫ মে; মো আনোয়ার আলী (সভাপতি), মশাহিদ আহমদ (সাধারণ সম্পাদক), জহির উদ্দিন (সদস্য) ৩. সিলেট জেলা শাখা: ৩০ মে; তারেক হাসান চৌধুরী (সাংগঠনিক সম্পাদক), আব্দুল্লাহ আল ফারুক (প্রচার সম্পাদক); ৪. হবিগঞ্জ জেলা শাখা: ২ জুন; এডভোকেট এস এম ইলিয়াস মিয়া (সভাপতি), এম শহীদুজ্জামান চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক), ৫. মৌলবীবাজার সদর উপজেলা শাখা: ৫ জুন; মো তুহিন (সভাপতি), রায়হান আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ৬. কমলগঞ্জ উপজেলা শাখা: ৬ জুন; লুৎফুর রহমান জাকারিয়া (আহবায়ক), হোসেন জুবায়ের (যুগ্ম আহবায়ক), আ. হাদি জুমন (সদস্য সচিব), মুজিবুর রহমান শ্যামল; ৭. বালাগঞ্জ উপজেলা শাখা: ১৬ জুন; কবির আহমদ (সভাপতি), এম সোলেমান বেগ (সাধারণ সম্পাদক), আর এ কাওছার (সহসম্পাদক); ৮. সিলেট মহানগর শাখা: ১৭ জুন; বাহারুল হুদা (সভাপতি), অনুতোষ মোদক (সহসভাপতি), মিজানুর রহমান (সাধারণ সম্পাদক), আনোয়ার হোসেন আমজাদ (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), জিএম তানভির হাসান (সদস্য), বেলাল আহমদ (সদস্য); ৯. সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা শাখা: ৩ আগস্ট, মাস্টার কবির আহমদ (সমন্বয়ক), এড. হাবিবুর রহমান (সভাপতি), এড. আবুল হোসেন (সাধারণ সম্পাদক), ১০. তাহিরপুর উপজেলা শাখা: ২৪ জুলাই; লুৎফুল (সমন্বয়ক), গোলাম সরোয়ার লিটন (সভাপতি), আলম সাব্বির (সাধারন সম্পাদক); মো. মিজানুর রহমান খান (জেলা সমন্বয়ক), সুনামগঞ্জ ১১. ছাতক উপজেলা শাখা: ২৪ জুলাই; এড. সিতাব আলী (সমন্বয়ক), প্রভাষক আব্দুল হামিদ (সভাপতি), এড : আবুল কালাম আজাদ (সাধারণ সম্পাদক), অনুপম কর (সহ সম্পাদক), পঙ্কজ দত্ত (সাংগঠনিক সম্পাদক); ১২. নবীগঞ্জ

উপজেলা শাখা: ৪ আগস্ট; সামসুল ইসলাম ছনু (সভাপতি), বদরুল আলম চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক); ১৩. হবিগঞ্জ সদর উপজেলা শাখা: ৩ আগস্ট, মাস্টার কবির আহমদ (সমন্বয়ক), এড. হাবিবুর রহমান (সভাপতি), এড. আবুল হোসেন (সাধারণ সম্পাদক); ১৪. বিশম্বরপুর উপজেলা শাখা: ৮ আগস্ট, তানবির আহমেদ (সমন্বয়ক), এএইচএম মোশারফ (সভাপতি), লুৎফুর রহমান লিটন (সাধারণ সম্পাদক); ১৫. রাজনগর উপজেলা শাখা: ২৬ জুলাই; মনতোশ দাশ (সমন্বয়ক), ফখরুল ইসলাম (সভাপতি), জুয়েল আহমদ (সাধারণ সম্পাদক), রিবান বকস্ (সদস্য) ১৬. রাজনগর একাসত্তোস দাখিল মাদরাসা:

মো শাকির আহমদ (সভাপতি), মো রেদওয়ান ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক), ১৭. মৌলভীবাজার পৌর কমিটি: ২৬ জুলাই: মোজাহিদ উদ্দিন (সমন্বয়ক), আব্দুল কাইয়ুম (সভাপতি) ও ইমন আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ১৮. মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ শাখা: ৩০ জুন; মেরাজ হোসেন চৌধুরী (সহ-সমন্বয়ক), আব্দুল ওয়াহিদ (সভাপতি), ঝলক রঞ্জন দাশ (সাংগঠনিক সম্পাদ), শাহীন আহমদ (সদস্য), কাজল গোপ (সদস্য) ১৯. খলিলপুর ইউপি মৌলবীবাজার শাখা: সৈয়দ মাছুম আলী (সভাপতি), রাজ্জাক আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ২০. রাজনগর ডি এস ফাজিল মাদরাসা শাখা: ১২ আগস্ট; মো তৌহিদ আহমদ জীবন (সভাপতি), শেখ তারেক আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ২১. মদনমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা ১৩ আগস্ট; ওলিউর রহমান (সভাপতি), সোহাগ আহমদ (সম্পাদক); ২২. কমলগন্জ পৌর কমিটি, ১৩ আগস্ট, বিশ্বজিৎ রায় (সভাপতি), মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পাদক); ২৩. গোবিন্দগঞ্জ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাতক, ১২ আগস্ট; তজম্মুল হক রিপন (সভাপতি), দিনুল ইসলাম শ্যামল (সম্পাদক); ২৪. শ্রীমঙ্গল উপজেলা শাখা, আব্দুর রউফ (সমন্বয়ক), সুজাত আহমদ (সভাপতি), আনোয়ার হোসেন (সম্পাদক); ২৫. কুলাউড়া উপজেলা শাখা; ১২ আগস্ট, এ কে এম জাবের (সভাপতি), মিনহাজুল আবেদিন মান্না (সম্পাদক); ২৬. এমসি কলেজ শাখা ১০ জুন; মাহমুদুল হাসান (সাধারণ সম্পাদক); ২৭. শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ আগস্ট: আসিফ আদনান (সমন্বয়ক), আবীদ সালমান (সভাপতি), মোস্তাক আহমদ (সাধারণ সম্পাদক), ২৮. বড়লেখা কমিটি: ২০ আগস্ট; সমছ উদ্দিন (সভাপতি), তামীম ওয়াহিদ ইব্রাহীম (সাধারণ সম্পাদক), ২৯. যুক্তরাজ্য কমিটি: ১৯ আগস্ট; ফখর উদ্দিন চৌ. (সমন্বয়ক), মুহিব চৌধুরী (উপদেষ্টা), শাহীনুর রশিদ, তাওহিদুল আরেফিন চৌধুরী, ৩০. দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা:

২০ জুলাই; বেনু রঞ্জন মজুমদার (সমন্বয়ক), সামিউল কবির (সভাপতি), শাহরিয়ার ইয়াকুব (সম্পাদক) ৩১. রাজনগর ইউনিয়ন কমিটি: ২৭ জুলাই; রোভার শেখ তারেকুল ইসলাম (সমন্বয়ক), বদরুল ইসলাম রুমান (সভাপতি)। ৩২. আদমপুর ইউনিয়ন কমলগঞ্জ: ২২ আগস্ট; সাব্বির এলাহী (সভাপতি), আব্দুল গণি দুলাল (সাধারণ সম্পাদক) ৩৩. জৈন্তাপুর উপজেলা শাখাঃ সভাপতিঃ এইচ.এম আলমগীর সহ-সভাপতিঃ মিছবাহ উদ্দিন সাধার সম্পাদকঃ ইফতেখার আহমদ মুন্না সাংগঠনিক সম্পাদকঃ শ্যামল চন্দ্র নাথ যুগ্ম সাধার সম্পাদকঃ আনোয়ার হোসেন।

৩৪. সুনামগঞ্জ জেলা কমিটিঃ সভাপতিঃ আব্দুস ছাত্তার মামুন সেক্রেটারিঃ সুহেল আহমদ। ৩৫. দোয়ারা বাজার উপজেলা; সমন্বয়ক- আজিজুর রহমান। ৩৬. জগন্নাথপুর উপজেলা; সভাপতি-ঃ মোঃ আমিনুল হক শায়েক সাধারণ সম্পাদক- দিদার মিয়া। ৩৭. দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলাঃ সমন্বয়ক- শফিকুর রহমান রাজু, সভাপতি- মিত্তক মাওলা সাধারণ সম্পাদক- জামিল আহমেদ। ৩৮. আবু হোরায়রা মাদরাসা, সিলেট; সমন্বয়ক- হাফিজ তারেক হাসান চৌধুরী সভাপতি- কয়েছ আহমদ, সেক্রেটারি- জামাল আহমদ। ৩৯. রাজনগর পোর্টিয়াস মডেল হাই স্কুল, রাজনগরঃ সমন্বয়ক- খন্দকার মোফাজ্জল সভাপতি- প্রতীক নন্দী দীপ, সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম। ৪০. কাকিয়াবাজার হাই স্কুল শ্রীমঙ্গলঃ সমন্বয়ক- নোমান আহমদ, প্রধান শিক্ষক সভাপতি- ক্ষিতীশ চন্দ্র রুদ্রপাল সাধারণ সম্পাদক- স্বপ্না মজুমদার। ৪২. ফতেপুর ইউনিয়নের সমন্বয়ক রোভার মুঃ জাহেদুল ইসলাম, সভাপতি ডাঃ তোফায়েল আহমদ জুনেদ, সাধারণ সম্পাদক- হাফিজ আব্দুল কাইয়ুম, ৪৩. টেংরাবাজার ইউনিয়নের সমন্বয়ক পান্ত ধর, সভাপতি- সরওয়ার খান, সাধারণ সম্পাদক মো- মুহিদ মিয়া। ৪৪. লিডিং ইউনিভার্সিটি ১৪ নভেম্বর ২০১৫; সভাপতি- রানা মজুমদার, সেক্রেটারি- রাসেল খান। ৪৫. সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজঃ সভাপতি রাজন পাল, সেক্রেটারি- গান্তিবধারী রায়। ৪৬. গোয়াইনঘাট উপজেলাঃ সভাপতি- জুনেদ আহমদ, সেক্রেটারি- মন্জু আহমদ শাওন। কমলগঞ্জ ও মৌলভীবাজার সদর উপজেলার অনেক কমিটির নাম অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি। ৪৭. রোভার এম. জসীম উদ্দিন সমন্বয়ক কামারচাক ইউনিয়ন। ৪৮. বিশ্বনাথ উপজেলা কমিটি সমন্বয়ক এস পি সেবু। ৪৯. ঢাকা দক্ষিন ইউনিয়ন কমিটি সমন্বয়ক শাহজাহান সাগর। ৫০. মৌলভীবাজার দরগা মহল্লা ওয়ার্ড কমিটি সমন্বয়ক মিলন শেখ। ৫১. শ্যামরকোনা গ্রাম কমিটি রাজনগর উপজেলা সমন্বয়ক রাহেল আহমদ। ৫২. অলি খান সমন্বয়ক বাহরাইন। ৫৩. আমিরাত সমন্বয়ক সাজিদুর রহমান। ৫৪. ফ্রান্স সমন্বয়ক ইমরান আহমদ মাসুম। ৫৫. ব্রিস্টল ইউকে সমন্বয়ক রাফিক হান্নান সভাপতি। ৫৬. দয়ামীর ইউনিয়ন কমিটি সমন্বয়ক সানিয়াদ আহমদ নোমান। ৫৭. শাহজালাল উপশহর কমিটি সমন্বয়ক এমদাদ আলী। ৫৮. সিলেট পলিটেকনিক সমন্বয়ক আবু সাঈদ। ৫৯. মুলইবাজার পলিটেকনিক সভাপতি হীরা দাশ। ৬০. কাতার সমন্বয়ক মোরশেদ আহমদ। ৬১. আকতার হোসেন আতিক সমন্বয়ক সিলেট জেলা। ৬২. মো শহীদ আলম সমন্বয়ক আমতৈল বিশ্বনাথ।

৬৩।হাফিজুর রহমান রাহি সমন্বয়ক বিনয়শ্রী গাও রাজনগর উপজেলা ৬৪। তানভীর আনজুম শুভ সমন্বয়ক মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটি সিলেট

৬৫।আলী আহমদ চৌধুরী সমন্বয়ক শাহপরান থানা ৬৭।ছাব্বির আহমদ সমন্বয়ক কুয়েত ৬৮।আলিম চৌধুরী সমন্বয়ক সৌদি আরব ৬৯।এবাদুর রহমান সমন্বয়ক ওসমানীনগর উপজেলা ৭০।সামাদুর রহমান রাফি সমন্বয়ক দক্ষিন সুরমা কলেজ ৭১।সৈয়দ আলী নুর সমন্বয়ক আবদু মিয়া কলেজ ওসমানীনগর ৭২। নঈম উদ্দিন লস্কর সমন্বয়ক কটন বিশ্ববিদ্যালয় গৌহাটি

৭৪।রুবেল হোসেন বড়ভুইয়া সমন্বয়ক পলিটেকনিক শিলচর ৭৫।হবিবুল ইসলাম সমন্বয়ক বাম রাজনগর কাচাড়

৭৬।মেহবুবুল আমিন সমন্বয়ক মিনহাজ মজুমদার সহ সভাপতি হাইলাকান্দি জেলা শাখা

আর কমিটির নাম নাগরি সংগ্রামে ছিলেটি জাতি গ্রন্থে আছে।

ভারতর মনিপুর রাজ্যের কমিটি গুলোর বিবরণ মণিপুরে নাগরি বিপ্লব গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

101 আম্বরখানা সিলেট আশফাক খান 2-09-18
102 মদনমোহন কলেজ রাকিব আহমদ 20-9-18
103 তালিবপুর মাদরাশা বড়লেখা হুসাইন আহমদ 23-08-18
104 আলীগড় বি বি ভারত আব্দুল্লাহ বারভুইয়া
105 রইছগঞ্জ বাজার নবীগঞ্জ মিজানুর রহমান
106 শাহীন কলেজ কমলগঞ্জ আয়নুল ইসলাম
107খাগাউরা গাও বাহুবল আশরাফুল ইসলাম
108:মুলইবাজার সরকারী কলেজ কামরুল ইসলাম
109 শমশের নগর ইউনিয়ন
আরিয়ান সাগর
110 পূর্বটাডিউলি গাউ কমিটি রুস্মান আল হাসান 2-12-2018
111 বরুনা মাদরাসা কমিটি শ্রীমঙ্গল রুস্মান আল হাসান
112 টিলাগড় শাপলাবাগ ছাত্রী কমিটি। মাহফুজা হক রুনা
113 ইসলামপুর গাউ কমিটি জগন্নাথ পুর উপজেলা সফর আলী
118 রায়পুর গাউ কমিটি কাচাড় ভারত শমননখ জুবের আহমদ লশকর
119 শান্তিপুর গাউ কমিটি কাচাড় ভারত শমননখ আহমদুল হক লশকর
120 ইতালি ইউরোপ শমননখ এমদাদ হাসান
121 ছালেহা নুর চৌ একাডেমি শমননখ খালেদ হাসান মিলু
122 হাওয়াইতাং গাউ কমিটি শিলচর শমননখ রুহুল ইসলাম চৌ
123 গোউহাটি শহর কমিটি শমননখ তাহিরুল হাসান বড়ভুইআ

ঐতিহাসিক একুশে জুন

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুমিনুল হক ছিলটি ভাষা স্বীকৃতির জন্য ২১ জুন ২০১৫ তারিখে প্রথম ঐতিহাসিক যে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর বরাবরে তার অনুলিপি

নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ

স্মারকলিপি

[illegible]

[illegible]

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া স্মারকলিপির নাগরিতে লিখিত কপি

বই পুস্তকে ছিলটি ভাষা হারাইবার লাগি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদিকে দেওয়া স্মারকের কপি

To,

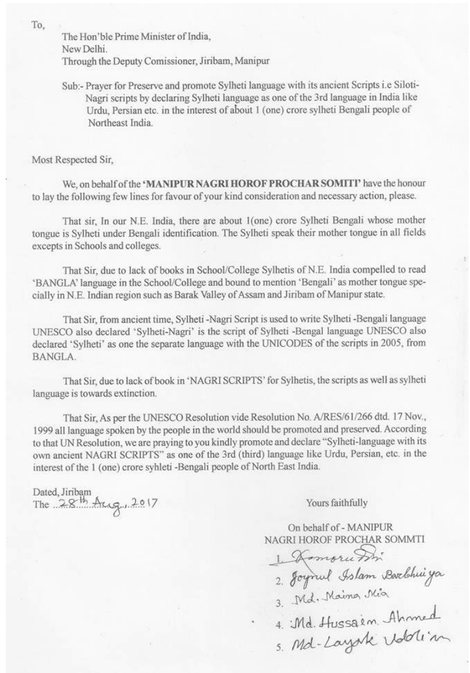

The Hon'ble Prime Minister of India,
New Delhi.
Through the Deputy Comissioner, Jiribam, Manipur

Sub:- Prayer for Preserve and promote Sylheti language with its ancient Scripts i.e Siloti-Nagri scripts by declaring Sylheti language as one of the 3rd language in India like Urdu, Persian etc. in the interest of about 1 (one) crore sylheti Bengali people of Northeast India.

Most Respected Sir,

We, on behalf of the **'MANIPUR NAGRI HOROF PROCHAR SOMITI'** have the honour to lay the following few lines for favour of your kind consideration and necessary action, please.

That sir, In our N.E. India, there are about 1(one) crore Sylheti Bengali whose mother tongue is Sylheti under Bengali identification. The Sylheti speak their mother tongue in all fields excepts in Schools and colleges.

That Sir, due to lack of books in School/College Sylhetis of N.E. India compelled to read 'BANGLA' language in the School/College and bound to mention 'Bengali' as mother tongue specially in N.E. Indian region such as Barak Valley of Assam and Jiribam of Manipur state.

That Sir, from ancient time, Sylheti -Nagri Script is used to write Sylheti -Bengali language UNESCO also declared 'Sylheti-Nagri' is the script of Sylheti -Bengal language UNESCO also declared 'Sylheti' as one the separate language with the UNICODES of the scripts in 2005, from BANGLA.

That Sir, due to lack of book in 'NAGRI SCRIPTS' for Sylhetis, the scripts as well as sylheti language is towards extinction.

That Sir, As per the UNESCO Resolution vide Resolution No. A/RES/61/266 dtd. 17 Nov., 1999 all language spoken by the people in the world should be promoted and preserved. According to that UN Resolution, we are praying to you kindly promote and declare "Sylheti-language with its own ancient NAGRI SCRIPTS" as one of the 3rd (third) language like Urdu, Persian, etc. in the interest of the 1 (one) crore syhleti -Bengali people of North East India.

Dated, Jiribam
The 28th Aug, 2017

Yours faithfully

On behalf of - MANIPUR
NAGRI HOROF PROCHAR SOMMTI

1. Komoruddin
2. Joynul Islam Barbhuiya
3. Md. Maina Mia
4. Md. Hussain Ahmed
5. Md-Layak Uddin

স্মারকলিপি হস্তান্তর

১৬ জুলাই ২০১৫ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার ডিসি জনাব কামরুল হাসানকে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ শাখার পক্ষে মেরাজ চৌধুরী ও অলক দাস কর্তৃক নাগরি পোস্টার ও স্মারকলিপি প্রদানের দৃশ্য।

ভারতের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রেরণ

ঐতিহাসিক আটাশে আগষ্ট ।ছিলটি ভাষা ভারতের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্তির দাবিতে নাগরি প্রচার কমিটি পক্ষ থেকে মণিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার ডি সি রবার্ট ক্ষেত্রিময়ুমের মাধ্যমে ভারতের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়।

দোকানে নাগরিতে সাইনবোর্ড

এক
দু হাজার পনরো সালে ছাতক উপজেলার গোবিন্দ গঞ্জে আবুল কালাম পয়লা দোকানে নাগরিতে সাইনবোর্ড লাগান ।সহযোগিতায় নাগরি সৈনিক মিজানুর রহমান ।
দুই
দু হাজার ষোল সালে রাজনগর উপজেলার তারাপাশা বাজারে নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড লাগান সহযোগিতা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ।
তিন
দু হাজার সতরো সালে ভারতের মণিপুরের জিরিবামে ময়না মিয়া নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড লাগান।
চাইর
দু হাজার সতরো সালে ভারতের মণিপুরের জিরিবামে আ কাদির নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড লাগান।
পাঁচ
দু হাজার আটারো সালে আসামর কাছাড়ের বামে আ মান্নান লস্কর নাগরিতে দোকানের সাইন বোর্ড লাগান।সহযোগিতায় নাগরি সৈনিক হবিবুল ইসলাম লস্কর ।
ছয়
দু হাজার আটারো সালে আসামর কাছাড়ের বামে আজিজুর রহমান মজুমদার নাগরিতে দোকানের সাইন বোর্ড লাগান।সহযোগিতায় নাগরি সৈনিক হবিবুল ইসলাম লস্কর ।
সাত
দু হাজার আটারো সালে আনোয়ার রশীদ নাগরিতে সাইন বোর্ড লাগান ।সিলেটের পুরাতন নিউলেশন লাইব্রেরীতে।

ছিলেটের বৃহৎ লাইব্রেরী নিউ নেশন লাইব্রেরীতে নাগরিতে সাইনবোর্ড

নাগরি হরফে দেওআল রাতনগর উপজেলার শিউলি মান্নান বিদ্যালয় ও দকখিন সুরমা উপজেলার মোহামমদিআ বিদ্যালয়

চাব্বিশ নমবর নাগরি হরফে দেওআল লেখা রাতনগর উপজেলার শিউলী মান্নান প্রাথমিক বিদ্যালয়। ।টাকা দিছইল ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 500 টাকা।সহযোগিতায় স্কুলের প্রতিষ্টাতা মো আ মান্নান।

আটাইশ নমবর নাগরি হরফে ওআল লেখা হইছে দক্ষিন সুরমা উপজেলার মোহাম্মদীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাটাদিয়া, লালাবাজার, টাকা দিছইল ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 500 টাকা।সহযোগিতায় ছিলেটি ভাষা সৈনিক সৈয়দ ইছতিয়াক হোছেন

নাগরির স্বীকৃতির দাবিতে চাইর জেলাএ শংবাদ শমমেলন

আমরা নিজর লাগি রাতনীতির লাগি কত কারণে সংবাদ সম্মেলন করি আর নিজর মার ভাষা ছিলটি ও নাগরি অক্ষরর লাগি কোন দিন কেহ সংবাদ সম্মেলন করচইল না। পয়লা হর এর লাগি খুশীর খবর। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে ছিলটর চাইর জেলা সদরে নাগরির স্বীকৃতির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করছি । 2018 সালের দশ ফেব্রুয়ারী মুলইবাজারে আটারো ফেব্রুয়ারী হবিগঞ্জে পচিশ ফেব্রুয়ারী ছিলেটে আর দুই মার্চ সুনামগঞ্জে আয়োতন করেছি। নাগরি বর্ণে ছিলেটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের প্রতিষ্টাতা হিসেবে আমি সহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মুলইবাজারের সংবাদ সম্মেলনের ছবি

হবিগঞ্জের সংবাদ সম্মেলনের ছবি

নাগরির স্বীকৃতির দাবিতে ছিলেটে সাংবাদিকদের মত বিনিময়

নাগরির স্বীকৃতির দাবিতে সুলামগঞ্জে সাংবাদিকদের মত বিনিময়।

নাগরিকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ছিলটি খবরের প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতা

আসামে ছিলেটি ভাষা আনদোলন ৮১

মণিপুর থেকে প্রকাশিত নাগরি পেপারের প্রথম পৃষ্টা

আসামে ছিলেটি ভাষা আনদোলন ৮২

ছিলেটি ভাষার নাগরিতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংবাদ পত্র তি মাইআ নাগরি বিপলব এর ফএলা পাতা

আসামে ছিলেটি ভাষা আনদোলন ৮৩

গন সাক্ষর ও সংবাদ সম্মেলন

নাগরির স্বীকৃতির দাবীতে মুলইবাজার শহরে গনসাক্ষর অভিযান ও আলোচনা সভা

নাগরির স্বীকৃতির দাবীতে রাজনগর উপজেলার তারাপাশা বাজারে নাগরি সৈনিক রনি ও রিয়াজের নেতৃত্বে প্রথম গণমিছিল

আসামে ছিলেটি ভাষা আনদোলন ৮৪

আইজ 25 মার্চ দু হাজার উনিশ শালে ছালেহা নুর চৌধুরী একাডেমি, লালাবাজার, দক্ষিণ সুরমা তে এক আলোচনা সভার মাধ্যমে নাগরি বর্ণে ছিলেটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের ছালেহা নুর চৌধুরী একাডেমি কমিটি বুলানির লাগি হাজির হইল। সাধারণ সভাটি ছৈয়দ ইশতিয়াক হুছেনের পরিচয়ালনাএ হথল সদস্যরা ছিলটি ভাশার উফর আলোছনা করছইল। হথলের মতে কমিটি বানানি হএ।

কমিটির
সমন্বয়কক-থালেদ হাসান মিলু
সভাপতি :তাজুল ইসলাম
সহ সভাপতি: আবু তাওহিদ
সহ সভাপতিঃ মাসুদ আহমেদ
সহ সভাপতি:ফয়সল আহমদ
সম্পাদক : মালেক হাসান
সহ সম্পাদক : আবু তাহের
সহ সম্পাদকঃ সাদেক আলী

আইজকুর সভাত ইতিহাসবিদ জনাব ড: মুমিনুল হক এবং দুনিয়ার সান্না ছিলেটী মাতৃভাষা সৈনিক হকলরে বিষেশ ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানানি অইছে।

আইজ ছালেহা নুর চৌধুরী একাডেমিত বিরাছি নমবর আর একাডেমিতে ছএ নমবর নাগরি হিখা প্রতিযোগিতা অইছে। নাগরি মাশটর আছলা খালেদ হাসান মিলু। বিজয়ী হথল হইলা বাম থাকি ১ম সাইফ ২য় আল আমিন ৩য় ফাহাদ

নাগরি হরফে দেওয়াল লেখার তালিকা

১/বিয়ানি বাজার উপজেলা কাছারি রোড টাকা দিছইন রফিক হানান 1500
২/মুলইবাজার শহর কোর্ট রোড টাকা দিছইন মুমিনুল হক 500 সহযোগিতায় মিলন শেখ ।
৩/শ্রীমঙ্গল উপজেলা কাকিয়াবাজার হাই স্কুল টাকা দিছইন মুমিনুল হক 500 টাকা সহযোগিতায় আ রউপ
৪/শ্রীমঙ্গল উপজেলা কাকিয়াবাজার প্রাইমারী স্কুল টাকা দিছইন মুমিনুল হক 500 টাকা সহযোগিতায় আ রউপ
৫/মনিপুর লাল পানি টাকা দিছইন কমর উদ্দিন 200 টাকা ।লেখছইন জয়নুল ইসলাম
৬/মনিপুর লাল পানি টাকা দিছইন মুমিনুল হক 200 টাকা ।লেখছইন কমর উদ্দিন ।
৭/রাজনগর উপজেলা কদম হাটা হাইস্কুল টাকা দিছইন মুমিনুল হক 500 টাকা । সহযোগিতায় শহীদুল ইসলাম।
৮/কালাইঘাট উপজেলা জুলাই হাইস্কুল টাকা দিছইন মুমিনুল হক 2000 টাকা। সহযোগিতায় তানযিমুল ইসলাম ।
৯/মুলইবাজার জগৎসী কলেজ টাকা দিছইন মুমিনুল হক 500 টাকা সহযোগিতায় অধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম
১০/আসাম জিরিঘাট টাকা দিছইন কমর উদ্দিন 200 টাকা। লেখছইন হেলিম লস্কর। সহযোগিতায়
১১/বড়লেখা উপজেলা সদর তানভীর আনজুম টাকা দিছইন 1500
১২/কমলগঞ্জ উপজেলা হাজেরা বানু চৌ কে জি স্কুল টাকা দিছইন মুমিনুল হক 500 টাকা ।সহযোগিতা করছইন অধ্যক্ষ ফখর উদ্দিন চৌধুরী
১৩/কমলগঞ্জ উপজেলা আবুল ফজল চৌ হাই স্কুল টাকা দিছইন 500 মুমিনুল হক । সহযোগিতা করছইন অধ্যক্ষ ফখর উদ্দিন চৌধুরী
১৪/মুলইবাজার সরকারী কলেজ । টাকা দিছইন 500 মুমিনুল হক ।সহযোগিতা করছইন শেখ মিলন
১৫/মুলইবাজার সরকারী কলেজ । টাকা দিছইন 500 মুমিনুল হক ।সহযোগিতা করছইন মেরাজ চৌধুরী।
১৬/মুলইবাজার সরকারী কলেজ । টাকা দিছইন 500 মুমিনুল হক ।সহযোগিতা করছইন মেরাজ চৌধুরী

১৭/আশামর শিলচর শহরতলি ।টাকা দিছইন রুবেল হোশেন ও কমর উদ্দিন।
১৮/প্রগতি হাই ইশকুল বদিকোনা দ শুরমা ছিলেট টেখা দিছইন 1000
ছাববির আহমদ সহযোগিতায় সন্তোষ কুমার দাস প্রধান শিক্ষক প্রগতি স্কুল বদিকোনা
১৯/ধনেউরি বাজার শিলচর আসাম লেখছইন নঈম উদ্দিল লস্কর ও রুবেল হোসেন বড়ভুইআ টাকা দিছইন 250 ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক সহযোগিতায় ইফতিকার হোসেন লস্কর
২০/কলেজ রোড শ্রীমঙ্গল সহযোগিতায় তারিক হাসান টাকা দিছইন মাসুদ আহমদ সমন্বয়ক কাতার 450 টাকা
২১/কলেজ রোড শ্রীমঙ্গল সহযোগিতায় তারিক হাসান টাকা দিছইন মাসুদ আহমদ সমন্বয়ক কাতার 450 টাকা
২২/শ্রীমঙ্গলের পশ্চিম ভাগ সিন্দুর খান রোড ।টাকা দিছইন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 450 টাকা । সহযোগিতায় মাসুদ আহমদ।
২৩/শ্রীমঙ্গলের পশ্চিম ভাগ সিন্দুর খান রোড ।টাকা দিছইন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 450 টাকা । সহযোগিতায় মাসুদ আহমদ।
২৪/মুইলবাজারের বাহার মরদন জয়গুল্লেছা বালিকা বিদ্যালয় ।টাকা দিছইন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 500 টাকা ।সহযোগিতায় নাগরি সৈনিক শহীদুল ইসলাম।
২৫/ভারতের কাচাড়ের গুমরার পাইকান আর্দশ বিদ্যাপীঠ। টাকা দিছইন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 233 টাকা ।সহযোগিতায় আব্দুল্লাহ বারভুইয়া ।
২৬/রাজনগর উপজেলার শিউলী মান্নান প্রাথমিক বিদ্যালয়। ।টাকা দিছইন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 500 টাকা।সহযোগিতায় স্কুলের প্রতিষ্টাতা মো আ মান্নান।
২৭/ভারতের কাচাড়ের গুমরাই কউমিআ আলিআ মাদরাশা । টাকা দিছইন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 233 টাকা ।সহযোগিতায় আব্দুল্লাহ বারভুইয়া
২৮/দক্ষিন সুরমা উপজেলার মোহাম্মদীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাটাদিয়া, লালাবাজার,টাকা দিছইন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 500 টাকা।সহযোগিতায় ছিলেটি ভাষা সৈনিক সৈয়দ ইছতিয়াক হোছেল।
২৯/দক্ষিন সুরমা উপজেলার ইলাশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ।টাকা দিছইন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 500 টাকা।সহযোগিতায় ছিলেটি ভাষা সৈনিক সৈয়দ ইছতিয়াক হোছেল

বিএএফ শাহীন কলেজ শমশেরনগরে নাগরি বর্ণ ছিলেটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ

আইজ সাতাশ অক্টোবর দু হাজার আটারো শালে বিএএফ শাহীন কলেজ শমশেরনগরে নাগরি বর্ণ ছিলেটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের নয় সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। কমিটির সদস্য গন সমন্বয়ক- মোঃ আয়নুল ইসলাম সভাপতি - মাহফুজ আলম নয়ন সহ সভাপতি- মাজহারুল ইসলাম সহ-সভাপতি -তাজুল ইসলাম সহ-সভাপতি - রুমেল আহমদ সম্পাদক- সৌরভ মোহাম্মদ সহ-সম্পাদকঃফাহিম চৌধুরী প্রচার সম্পাদক - আব্দুল আজিজ অর্থ সম্পাদকঃ অনিক আবরার ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক ঃ ফুয়াদ খান আইজুর সভাত হথলরে ধন্যবাদ জানানি হয়

মুলইবাজার উপজেলার চৌধুরী বাজারে নাগরি হরফের শাইনবোর্ড

পরিষদের নাগরি শিক্ষক বৃন্দ যে সকল স্কুলে নাগরি লেখা ও হিখা পরোতিজোগিতা করছইন তার তালিকা

2015 সাল

১ নাগরি শিক্ষক গংকত্ত দত্ত ছাতকেরশ্যাম নগর বিদ্যালয়
২ গংকত্ত দত্ত ছাতকের কৃষল নগর বিদ্যালয়
৩ নাগরি শিক্ষক তাবেক হাসান চৌধুরী সিলেটের জামেয়া আবু হোরায়রা মাদরাসা
৪ শাকির আহমদ রাজনগর উপজেলার একাশতোশ মাদরাসা সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ,
৫ শাকির আহমদ মেলাগড় বিদ্যালয় সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক নাগরি শিক্ষক
৬ শহীদুল ইসলাম ,তারা পাশা কে জি স্কুল সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৭ নাগরি শিক্ষক আ রউপ শ্রীমঙ্গল উপজেলার ,কাকিয়া বাজার হাইস্কুল
৪ নাগরি শিক্ষক শেখ তারিকুল ইসলাম রাজনগর উপজেলার মোহাম্মদিয়া মাদরাসা
৯ শেখ তারিকুল ইসলাম গ্রীল লিপস কেজি সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
১০ শেখ তারিকুল ইসলাম রাজনগর পৌটিয়াস স্কুল নাগরি তিলি 2015 সালের শ্রেষ্ট শিক্ষক নির্বাচিত হল।

2016 সাল

১১ নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রলি
রাজনগর উপজেলা
তারাপাশা পাতাকুড়ি কেজি সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
১২ নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রলি ১২৩নং চাটি গাও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
১৩ নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রলি মেলাগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
১৪ নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রলি কাকিয়া বাজার উচ্চ বিদ্যালয়
১৫ নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রলি চাউরুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৬ নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রলি চাউরুলি জামিয়া ইসলামিয়া মহাম্মদিয়া মাদ্রাসায় সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
১৭ নাগরি শিক্ষক এ আর কাউছার বালাগঞ্জ উপজেলার বেলাল নগর রিফাত আছিয়া ক্যাডেট একাডেমী বালাগঞ্জ
১৮ এ কাউছার সোনাপুর পোস্ট ই সেন্টার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,বালাগঞ্জ
১৯ নাগরি শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম মিছবাহ মৌলভীবাজার কেজি
২০ নাগরি শিক্ষক আবু সাঈদ সিলেটের সদরের বরই কান্দি সরকারী বিদ্যালয়
২১ নাগরি শিক্ষক হীরা দাস কমলগঞ্জ উপজেলার বৃন্দাবদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।
২২ নাগরি শিক্ষক মাওলানা শাহ আলম রাজনগর উপজেলার রাঙি ছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় 2016 সালে পরিষদের ছয়টি স্কুলে নাগরি প্রতিযোগিতা করে শ্রেষ্ট নাগরি শিক্ষকের গৌরব অর্জন করেল মিছবাউর রহমান রলি।

2017 সাল

২৩ নাগরি শিক্ষক মো রাকিব আহমেদ তাহের পুর উপজেলার বাদাঘাটের সোনাপুর বিদ্যালয়।
২৪ হাফেজ রিয়াজ উদ্দিল নুর ক্রী কে জি তারা পাশা রাজনগর উপজেলা সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
২৫ ভারতের মনিপুর রাজ্যের তিরিবাম জেলার সোনাপুরে শিক্ষক জয়নুল ইসলাম বড়ভূইয়াঁ সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
২৬ ভারতের মনিপুর রাজ্যের তিরিবাম জেলার আহমেদাবাদ মাদরাসা শিক্ষক জয়নুল ইসলাম বড়ভূইয়াঁ
২৭ ভারতের মনিপুর রাজ্যের তিরিবাম জেলার লালপালিত সাবিহ মক্তব শিক্ষক কমর উদ্দিল
২৮ মণিপুর রাজ্যের তিরিবাম জেলার কাশিম পুর মাদ্রাসা শিক্ষক জয়নুল ইসলামআঁ
২৯ মণিপুর রাজ্যের তিরিবাম জেলার চন্দ্রলাথ পুরে শিক্ষক জয়নুল ইসলাম
৩০ মণিপুরের লালপালি বাজার মোকাম মাদরাসা শিক্ষক জয়নুল ইসল
৩১ মণিপুরের লালপালি বাজার মোকাম মাদরাসা শিক্ষক সাইদুল্লাহ মুমিন
৩২ ভারতবের আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলার জিরিঘাট এম ই মাদরাসা নাগরি শিক্ষক হেলিম লস্কর।
৩৩ মণিপুরের লালপালি কোচিং সেন্টার শিক্ষক আ কাদির
৩৪ লাল পালি গাও পূর্ব কোচিং সেন্টার শিক্ষক সাইফুল্লাহ মুমিন সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৩৫ আহমদাবাদ বয়স্ক প্রতিযোগিতা শিক্ষক নজরুল ইসলাম ।
৩৬ আসামের কাছাড়ের ধলাই বামের রাতনগর গ্রাম নাগরি শিক্ষক হবিবুল ইসলাম লস্কর
৩৭ আসাম কাছাড়ের ধলাই বামের রাজনগর গ্রাম নাগরি শিক্ষক হবিবুল ইসলাম লস্কর
2018 সালে
৩৮ শিলচরের ঘাগরাপার 76 নং মডেল স্কুল। নাগরি শিক্ষক নঈম উদ্দিল লস্কর ।
৩৯ হাতী খুদেজা চৌধুরী এম ই স্কুল শিলচর ।নাগরি শিক্ষক রুবেল হোসেন বড়ভুইয়া।
৪০ বাগাজুরা হাফিজিয়া মাদরাসা রাতনগর উপজেলা নাগরি শিক্ষক হাফিত রিয়াজ উদ্দিল সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪১ গাওসিয়া মাদরাসা রাজনগর উপজেলা নাগরি শিক্ষক হাফিজ রিয়াজ উদ্দিল । সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪২ হাজেরা বালু চৌ কে জি স্কুল কমলগঞ্জ । নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিল সহযোগিতায় প্রিন্সিপাল ফখর উদ্দিল চৌ
৪৩ আহমদ নগর দাখিল মাদরাসা কমলগঞ্জ। নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিল সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪৪ হরুন্নেচা চৌ কলেজ কমলগঞ্জ । নাগরি শিক্ষক ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

৪৫ মুলইবাজার অলুশীলল কোচিং সেন্টার ক্লাস এইট। নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিল সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪৬ মুলইবাজার অলুশীলল কোচিং সেন্টার ক্লাস ফাইভ। নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিল। সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪৭ রাজনগর উপজেলার পাচ গাও এম ই মাদরাসা । নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিল। সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪৮ রাতনগর উপজেলার পাচ গাও হাফিজিয়া মাদরাসা । নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিল। সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪৯ রাজনগর উপজেলার মহলাল হাই স্কুল । নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিল। সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫০ রাতনগর উপজেলার ডি এস ফাজিল মাদরাসা আলিম ক্লাস ।নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ উদ্দিল সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫১ রাতনগর উপজেলার ডি এস ফাজিল মাদরাসার দাখিল ক্লাস ।নাগরি শিক্ষক মিসবাউর রহমান রলি সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫২ নাগরি পাঠশালা মুলইবাজার নাগরি শিক্ষক সাব্বির হোসেন সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫৩ জগৎসী কলেজ মুলইবাজার নাগরি শিক্ষক কমর উদ্দিল সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫৪ জগৎসী কলেজ মুলইবাজার নাগরি শিক্ষক আ রউফ সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫৫ সিরাতনগর মাদরাসা শ্রীমঙ্গল নাগরি নাগরি শিক্ষক কমর উদ্দিল সহযোগিতায় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫৬ শীরনগর ইসলামিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদ্রাসা তকিগঞ্জ নাগরি শিক্ষক কমর উদ্দিল
৫৭দক্ষিণ সুলামগঞ্জ উপজেলার,রাইজিং সান কিন্ডার গার্টেন স্কুল।নাগরি শিক্ষক ওবায়দুল হক মুন্সী ।
৫৮ ওসমানী নগর উপজেলার মোল্লাপাড়া হাজী আশু মিয়া কলেজ নাগরি শিক্ষক প্রভাষক এবাদুর রহমান
৫৯ ওসমানী নগর উপজেলার উমরপুর শাহপরান একাডেমি নাগরি শিক্ষক প্রভাষক এবাদুর রহমান
৬০ শিলচরের ধলেহরি ইশকুল নাগরি শিক্ষক রুবেল হোসেন বড়ভুইআ সহযোগিতায় ইফতিকার হুশেল লশকর ও ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৬১ শিলচরের ধলেহরি
গ্রাম নাগরি শিক্ষক ইফতিকার হোসেল লস্কর ।
৬২"প্রগতি হাই ইশকুল বদিকোনা দক্ষিল সুরমা ।নাগরি শিক্ষক সামাদুর রহমান রাফি।

৬৩ নুরানী তালিমুল কোরান ইসলামি একাডেমী লিচুবাগান,বড়লেখা ।নাগরি শিক্ষক তানভীর আলজুম শুভ
৬৪ প্রেমনগর আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় রাতনগর উপজেলা ।নাগরি শিক্ষক শহীদুল ইসলাম ।
৬৫ ভারতের কাচাড়ের শাহ ওয়ালিউল্লাহ মেমোরিয়াল সিনিয়র মাদ্রাসা ও শিছ গার্ডেন একাডেমি ।নাগরি শিক্ষক আহমদুল হক লস্কর
৬৬ নবীগঞ্জ উপজেলার রইছগঞ্জ বাজারের প্যারাগল কোচিং হোম ।নাগরি শিক্ষক রাতল খান
৬৭ ভারতের আসামের করিমগঞ্জ স্কুল ।নাগরি শিক্ষক কাওসার ইফতেখার
৬৮ মুলইবাজারের বর্ষিজোরায় । ।নাগরি শিক্ষক আছলা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক।
৬৯ ছিলেটের শাপলাবাগে ।নাগরি শিক্ষিকা আছলা হেলেনা আক্তার ।

2019 সালে

৭০ রাতনগর উপজেলার শামরকোনা গাউ।নাগরি মাশটর ইতাহাসবিদ মুমিনুল হক
৭১ মুলইবাজার জয়গুল্লেছা বালিকা বিদ্যালয় বারমরদল ।নাগরি মাশটর শহীদুল ইসলাম
৭২ মুলইবাজার জয়গুল্লেছা বালিকা বিদ্যালয় বারমরদল ।নাগরি মাশটর আ রউফ
৭৩ রাতনগর উপজেলার শিউলী মাল্লান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।নাগরি মাশটর আছলা সাব্বির আহমদ।
৭৪ নাগরি হিখা প্রতিযোগিতা হইল সাজিদ ফিরোজা হাফিজিয়া মাদরাসা বর্ষিজুবা মুলইবাজার।নাগরি মাশটর আছলা ইতিহাশবিদ মুমিনুল হক
৭৫ আসামের করিমগঞ্জের সোনাতুলা এল পি ইশকুল ।নাগরি মাশটর কাওছার ইফতিকার
৭৬ সিলেটের লালাবাজার ইউনিয়নের সালেহা নুর চৌধুরী একাডেমি।নাগরি শিক্ষক জৈয়দ ইছতিয়াক হোছেল।
৭৭ সিলেটের লালাবাজার ইউনিয়নের সালেহা নুর চৌধুরী একাডেমি।নাগরি শিক্ষক জৈয়দ ইছতিয়াক হোছেল।
৭৮ সিলেটের লালাবাজার ইউনিয়নের সালেহা নুর চৌধুরী একাডেমি।নাগরি শিক্ষক জৈয়দ ইছতিয়াক হোছেল।
৭৯ শিলচরের ধলেহরি ইশকুল ।নাগরি শিক্ষক ইফতিকার হোসেল লস্কর
৮০ সিলেটের লালাবাজার ইউনিয়নের সালেহা নুর চৌধুরী একাডেমি।নাগরি শিক্ষক জৈয়দ ইছতিয়াক হোছেল।
৮১ সিলেটের লালাবাজার ইউনিয়নের সালেহা নুর চৌধুরী একাডেমি।নাগরি শিক্ষক জৈয়দ ইছতিয়াক হোছেল।
2019 শালে জৈয়দ ইছতিয়াক হোছেল শেরা নাগরি শিক্ষক নিরবাচিত হইল।

নাগরি দিবস

সাব্বির আহমদ

কে পহেলা সাত মে দুই হাজার পনরো সালে দুই কোটি ছিলটির মাঝে নাগরির স্বীকৃতির দাবী তুলছিলা ।
কে পহেলা ছিলটিদের মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা কইয়া নিউজ পেপারে ব্যানারে সাইনবোর্ডে লেখছিলা।
কে পহেলা নাগরি শিক্ষক বানাইয়া নাগরির হিকানির কাম নামছিলা।
কে পহেলা লাখ টাকা খরচ করিয়া নাগরি পোস্টার হরফের বই ছিলটিদের মাঝে মাগনা বাটছিলা।
কে পহেলা ব্যানার সাইনবোর্ড দেওয়াল লেখা ঈদ কার্ড নাগরিতে লেখছিলা।
কে পহেলা নাগরি ক্যালেন্ডার নাগরি নিউজ পেপার নাগরির কবিতা বই বার করছিলা।
কে পহেলা নাগরির স্বীকৃতির দাবির দিন নাগরি দিবসের ঘোষনা দিসলা।
কে পহেলা নাগরি শিক্ষক নাগরি সৈনিক নাম দিয়া নাগরি আন্দোলন শুরু করছিলা।
কে পহেলা নাগরির স্বীকৃতির লাগি প্রধানমন্ত্রীরে সারকলিপি দিসলা।
কে পহেলা শ শ ছিলটি জুয়ানরে নাগরিতে নাম লেখা হিকাইসলা।
কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রামে শ খানেক কমিটি করে নাগরির প্রচার করছিলা।
কে পহেলা নাগরি সৈনিকদের ছিলটের শ্রেষ্ট সন্তান কইছিলা।
কে পহেলা নাগরির স্বীকৃতির লাগি গনসাক্ষর মানববন্ধন আর সংবাদ সম্মেলন করছিলা।
তাইন পহেলা হখলতা করছইন আমরার ছিলটের পুয়া নাগরি আন্দোলনের প্রতিষ্টাতা মুমিনুল হক শ্রদ্ধা তোমারে।
সাতই মে নাগরি দিবস দিছলা আমরারে।

ঠাকুর

মিলন শেখ

কে শ শ মাইনষরে নাগরিতে নাম লেখা হিখাইলা।
কে আমরারে নাগরি পোষ্টার আর হরফের বই দিলা।
কে নাগরির স্বীকৃতির দাবী দেওয়ালো লেখাইলা।
কে দশ হাজার টেকা দিয়া নাগরি ফন্ট বার করলা।
কে পয়লা ছিলেটি ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা কইলা ও ছাপলা
কে পয়লা ছিলেটি ভাষারে মাতৃভাষা কইলা ও ছাপলা
কে পয়লা ছিলেটি জাতি কইলা ও ছাপলা

কে পয়লা নাগরিতে নিউজ পেপার আর নাগরি কবিতার বই প্রকাশ দিলায়।
তাইন অইলা আমরার নাগরি আন্দোলনর জনক ড.মুমিনুল হক।
আইজ আমরা তানরে চিনিনা –জানি না।
কার হগদা খাও গো বান্দি ঠাকুর চিনো না।
দরগা মহল্লা

দু হাজার পনরো সালে বিশ্বনাথ বালাগঞ্জের এম পি মো ইয়াহিয়া কাছে নাগরির স্বীকৃতির লাগি স্মারকলিপি দেওয়ার ছবি

ড. মুমিনুল হক সম্পর্কে অভিমত

প্রায় এক কোটি সিলেটবাসীর মধ্যে একমাত্র ড. মুমিনুল হক যিনি 'ছিলটি' ভাষার স্বীকৃতির দাবি প্রথম উত্থাপন করেন। তাঁর নাম সিলেটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। অভিনন্দন জানাই আন্দোলনের রূপকার ড. মুমিনুল হক ইতিহাসরত্নকে।

-শুৎকুর রহমান যাকারিয়া
আহবায়ক, স্বীকৃতি পরিষদ
কমলগঞ্জ উপজেলা

নাগরির প্রায় সাত শত বছরের ইতিহাসে নতুন এক বিপ্লবের সূচনা করেছেন ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক। তিনি নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাজনগরের কৃতি সন্তান। তিনি প্রেসক্লাব মুন্সিবাজার, ড. মুমিনুল হক একাডেমিসহ অসংখ্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিনামূল্যে নাগরি হরফের ৩ হাজার পোস্টার ও ২ হাজার বই চার হাজার লিফলেট কমিটি করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন। তিনি নাগরি গবেষকদের প্রাণপুরুষ ও পথিকৃৎ। নাগরি ভূমির ছিলটি প্রায় ১ কোটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান বলা যায়। তাই ২০১৫ সাল নাগরির সোনালি বছর বলা যায়। এর আগে তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ হাজার পৃষ্ঠা সংবলিত ৫টি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে জাতিকে উপহার দিয়েছেন। তাঁকে নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ রাজনগর উপজেলা কমিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

– মো. জুয়েল আহমদ
সাধারণ সম্পাদক, স্বীকৃতি পরিষদ
রাজনগর উপজেলা

ইতিহাস সাধনা ও রচনাকে মূল মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে উপমহাদেশে ইতিহাস বিশারদ, ইতিহাসরত্ন, ইতিহাসবিদ ও ইতিহাস সম্রাটে ভূষিত হয়েছেন ড. মুমিনুল হক। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার শ্রেষ্ঠ অবদান জন্মভূমির ৫টি ইতিহাসগ্রন্থ।

- কবি মোস্তাক

মর খতা

এক
ছিলেটি একটি আলাদা জাতির। ছিলেটিদের জাতীয়তা ছিলেটি জাতীয়তা ।
দুই
ছিলেটি ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা।
তিন
ছিলেটিদের মাতৃভাষা ছিলেটি ভাষা।
চাইর
নাগরি সৈনিকরা ছিলেট জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।
ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

মশলার শনদুক (তথ্য সংগ্রহ)

১ রাজনগরের ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০০০ লন্ডন
২ মৌলবীবাজার জেলার ইতিহাস ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০০১লন্ডন
৩ সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০০১লন্ডন
৪ বাংলার ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০০৬
৫ হিস্ট্রী অব বাংলাদেশ ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০০৮ গতিধারা ঢাকা
৬ নাগরি হরফের পৌস্টার ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৫
৭ নাগরি হরফের বই ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৫
৮ ছিলেটি ভাষার নাগরি আন্দোলন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৫
৯ নাগরির কবিতার বই ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৭
১০ মণিপুরে নাগরি বিপ্লব ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৭
১১ নাগরির সংগ্রামে ছিলেটি জাতি ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ২০১৭